বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১৯ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। শনিবার ৪ জুলাই ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৫৩৫ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

রক্ষাকবচ-এর আর্জি

নয়া জামানা ঃ ডিম হামলার শিকার হওয়ার পরই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে রক্ষাকবচ চেয়ে মামলা দায়ের করার অনুমতি চাওয়া হয়। অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরে পদক্ষেপ নিচ্ছে পুলিশ। অথচ তিনি যে এফআইআর দায়ের করেছেন সেটির কোনও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। আর এই মর্মে রক্ষাকবচের আর্জি জানিয়ে আদালতে তৃণমূল সাংসদ। মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেয় আদালত।

থানায় গেলেন কুণালরা

নয়া জামানা ঃ মেট্রোপলিটনে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে তালা ঝোলানোর অভিযোগে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ রায়, সন্দীপন সাহা, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপ্লব রায়ের বিরুদ্ধে প্রগতি ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেতৃত্ব। শুক্রবার রাতে থানায় গিয়ে অভিযোগ জমা করলেন কুণাল ঘোষ, মদন মিত্ররা। দলীয় কার্যালয়ে বেআইনিভাবে তালা ঝুলিয়ে দখলের চেষ্টা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজ্যপালের নামে ফোন!

নয়া জামানা ঃ কখনও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। কখনও আবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। ফোন যাচ্ছে মন্ত্রী অথবা মন্ত্রীরদপ্তরে। তালিকায় রয়েছেন সাংসদ, বিধায়করাও। নাম করে বিভিন্ন দাবি করতেন যুবক। পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পরিচয় দিয়ে ফোন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীকে রাজ্যপালের নাম নিয়ে ফোন। তদন্তে নেমে বালি থেকে যুবককে ধরল পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি কাকলির

নয়া জামানা ঃ ২১ জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষে এসপ্ল্যানেডে সমাবেশের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী। তবে রাজ্যের বিজেপি সরকার কোনও পক্ষকেই অনুমতি দেয়নি। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিচার না পাওয়ার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে চিঠি দিয়েছেন কাকলি। চিঠিতে তিনি ছয় দফা দাবি জানিয়ে সমাবেশের অনুমতি ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আবেদন করেছেন।

বিনামূল্যে জমির দাগ-খতিয়ানের তথ্য! বিজ্ঞপ্তি জারি রাজ্য সরকারের

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের জন্য বড় জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্তের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার থেকে জমির খতিয়ান (রেকর্ড-অফ-রাইটস) এবং দাগের তথ্য পাওয়ার জন্য আর কোনও টাকা খরচ করতে হবে না সাধারণ মানুষকে।

পূর্ববর্তী সরকারের আমলে এই ডিজিটাল নথিগুলি ডাউনলোডের জন্য যে আবেদন ফি বা অনুসন্ধান ফি নেওয়া হত, তা সম্পূর্ণ মকুব করার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, নাগরিক পরিষেবা যাতে স্বচ্ছ, ঝামেলামুক্ত এবং অনায়াসে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ।বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১৯৫৫ সালের 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন'-এর ৫৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল 'বেঙ্গল রেকর্ডস ম্যানুয়াল, ১৯৪৩'-এর ৩২০-এইচ এবং ৩২০-আই বিধি সংশোধনের অনুমতি দিয়েছেন। অর্থ দফতরের সম্মতিক্রমে এই নয়া নিয়ম অবিলম্বে রাজ্যজুড়ে কার্যকর করা হয়েছে।নতুন এই সংশোধনীর ফলে রাজ্যের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় যে পরিবর্তনগুলি আসতে চলেছে;এখন থেকে যে কেউ অনলাইনে জমির খতিয়ান বা ব্যক্তিগত রেকর্ড অব রাইটস এবং দাগের তথ্যের ডিজিটালি স্বাক্ষরিত সফট কপি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারবেন।নথির পাতার সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন, অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে কোনও অ্যাপ্লিকেশন ফি বা অথেন্টিকেশন ফি দিতে হবে না।গ্রামীণ বাংলার কোটি কোটি কৃষক ও জমির মালিকদের জন্য এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে চলেছে। এর ফলে তাঁদের আর্থিক বোঝা লাঘব হওয়ার পাশাপাশি দালাল-রাজের দৌরাত্ম্যও বন্ধ হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।নবান্নের এই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, নিখরচায় এই পরিষেবা কেবল অনলাইনের মাধ্যমে ডাউনলোড করা ডিজিটাল কপির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কোনও নাগরিক জমি রেজিস্ট্রি বা অন্য কাজের জন্য সার্টিফাইড হার্ড কপি নিতে চাইলে তার জন্য পূর্বনির্ধারিত সরকারি ফি বহাল থাকবে।রাজ্যের সমস্ত পুরসভা এলাকা, নোটিফায়েড অঞ্চল, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন টাউনশিপকে 'জোন এ' এবং বাকি সমস্ত গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকাকে 'জোন বি' হিসেবে চিহ্নিত করে এই ডিজিটালাইজেশনের কাজ আরও নিখুঁত করার প্রক্রিয়া চলছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আপনার জমি, আপনার অধিকার, আপনার তথ্য এখন থেকে মাত্র এক ক্লিকের আওতায়। এই ডিজিটাল সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য সরকারি পরিষেবাকে আমজনতার জন্য সহজলভ্য করা, সাধারণ মানুষের আর্থিক সাশ্রয় ঘটানো এবং ভূমি দফতরের কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।

তৃণমূল ভবন দখল নিল ঋতব্রত শিবির, গেটে মমতাহীন পোস্টার

নয়া জামানা ঃ শুক্রবার সন্ধ্যায় কলকাতার ই এম বাইপাসের ধারে অবস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের পুরনো কার্যালয় মেট্রোপলিটন ভবন-এর নিয়ন্ত্রণ কার্যত হাতবদল হয়ে গেল। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির এদিন ওই ভবনে পৌঁছে দরজায় নতুন তালা লাগিয়ে দেয় এবং গেটের চাবি নিজেদের হাতে রাখার কথা জানিয়ে দেয়। ভবনের গেটে ঝোলানো নতুন পোস্টারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও ছবি নেই, বরং সেখানে চেয়ারম্যান হিসেবে হাওড়া মধ্যর বিধায়ক অরূপ রায়ের নাম স্পষ্ট করে লেখা।দিল্লিতে বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের ফুলবেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকের পরদিনই ঋতব্রতরা সরাসরি এই আদি কার্যালয়ে পৌঁছে যান। সঙ্গে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, সন্দীপন সাহা ও আখরুজ্জামান আনসারিসহ শিবিরের অন্যান্য নেতারা। এর আগে বাড়ির মালিক মন্টু সাহার ছেলে অমিত সাহার সঙ্গে কাছেই একটি হোটেলে তাঁদের বৈঠক হয়, যেখানে ভবন ব্যবহারের বিষয়ে চুক্তি সাক্ষরিত হয় বলে জানা গেছে। কোষাধ্যক্ষ আখরুজ্জামান আনসারি জানান, এই ভবনের সঙ্গে দলীয় কর্মীদের গভীর আবেগ জড়িয়ে আছে বলেই তাঁরা এখানে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফিরহাদ হাকিমও এটিকে নিজেদেরই কার্যালয় বলে দাবি করেন।উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটে ধাক্কা খাওয়ার পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগেই নিউটাউনের একটি হোটেলে বৈঠক করে ঋতব্রতপন্থীরা নতুন কমিটি ঘোষণা করেন, যেখানে অরূপ রায়কে চেয়ারপার্সন এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্যতম সাধারণ সম্পাদক করা হয়। এর ফলে দলীয় প্রতীক ও কোষাগারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই শিবিরের মধ্যে টানাপোড়েন তীব্র আকার নিয়েছে।এদিকে ঘটনাস্থলে হাজির হন কালীঘাট শিবিরের অন্যতম মুখ, বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তালাবদ্ধ দরজার কারণে তিনি ভেতরে ঢুকতে পারেননি। তিনি একে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, যাঁরা এসেছেন তাঁরা নির্দল প্রতীকে জয়ী কিনা। পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর কুণাল জানান, তালা ভেঙে জোর করে ঢোকার পথে তাঁরা হাঁটবেন না, বরং পুরো বিষয়টি দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বকে জানানো হবে। তাঁর দাবি, ভবনের মালিকের সঙ্গে তৃণমূলের চুক্তি ২০২৭ সাল পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে।ঘটনাস্থলে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে, যাতে কোনও সংঘাত এড়ানো যায়। আজ, শনিবার থেকে এই কার্যালয়ে কাজ শুরু হবে বলে ঋতব্রত শিবির সূত্রে জানা গেছে।

দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতাদের আত্মসমর্পণের পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ শুক্রবার উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক সেরে দুর্নীতিতে যুক্ত তৃণমূল নেতাদের কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পুরসভা, কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত ও জিটিএ-তে যাঁরা দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন, তাঁদের পালিয়ে বেড়ানোর বদলে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করা উচিত।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুরসভা, কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত, জিটিএ-তে যাঁরা চুরি-চামারি করেছেন, তাঁরা থানায় আত্মসমর্পণ করুন। দপ্তরে যেতে না পারলে পদত্যাগ করুন। পালিয়ে যাবেন না।তৃণমূল সরকারের পতনের পর রাজ্যজুড়ে তোলাবাজি ও দুর্নীতির অভিযোগে একের পর এক গ্রেপ্তারি হচ্ছে। অনেকে ডিম থেরাপির শিকারও হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে বহু তৃণমূল নেতা, বিশেষত বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও পুরসভার প্রধান-সহ সদস্যরা পলাতক। তাঁদের অনুপস্থিতির জেরে সাধারণ মানুষের পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, এই পরিস্থিতি সামাল দিতেই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন;দপ্তরে যেতে না পারলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পদত্যাগ করুন, যাতে পরিষেবা স্বাভাবিক থাকে।শুক্রবারের এই প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী, বিধায়ক ও সাংসদরা। বৈঠকে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন এবং চলতি প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়নের পাশাপাশি বর্ষার মরশুমে সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে সিভিল ডিফেন্স-সহ অন্যান্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোচবিহারে বন্যা হয়। বাংলাদেশ থেকে আসা জলে প্লাবিত হয় হিলি। শিলিগুড়িতে জল জমে, ভাসে মেখলিগঞ্জ। আমরা সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষিত কর্মীদের কাজ দেওয়া হবে। অতিরিক্ত ৪০০ পুলিশ রাখা হচ্ছে। তৈরি করা হচ্ছে বিশেষ দল। বিপর্যয় ঘটলে তাঁরা এনডিআরএফ-কে সাহায্য করবে।এ ছাড়াও উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক ভবন উত্তরকন্যাকে আরও সচল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উন্নয়নমূলক কাজে কোনও ধরনের ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি। প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিজেই সরাসরি তদারকি করবেন বলেও সাংবাদিকদের জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

রোনালদো-রামোসের গোলে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে শেষ ষোলোতে পর্তুগাল

নয়া জামানা ঃ পর্তুগাল ২ (রোনাল্ডো-পেনাল্টি, র‍্যামোস) ক্রোয়েশিয়া ১ (পেরিসিচ)দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু। একটা স্বপ্ন অপূর্ণ দু'জনেরই। সেই অধরা মাধুরীর লক্ষ্যে টিকে থাকবেন কে? ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো না লুকা মদ্রিচ; কার লাস্ট ড্যান্স শেষ হবে? সেটা দেখতেই শুক্রবার ভোরে টিভির পর্দায় চোখ রেখেছিলেন গোটা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীরা। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পৌঁছে গেল পর্তুগাল, আর তার সঙ্গেই ক্রোয়েশিয়ার হয়ে মদ্রিচের বিশ্বকাপ অভিযানও শেষ হয়ে গেল।ম্যাচ শুরুর বাঁশি বাজতেই তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ শুরু করে পর্তুগাল। তবে প্রথমার্ধে সেভাবে কোনও দলই স্পষ্ট সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। প্রথমার্ধের শেষে ম্যাচের ফলাফল দাঁড়ায় ০-০। উল্লেখ্য, এদিনই বিশ্বকাপের ইতিহাসে বয়স্কতম ফুটবলার হিসাবে নকআউট ম্যাচ খেলার নজির গড়েন রোনাল্ডো, আবার এই ম্যাচেই চল্লিশোর্ধ্ব দুই ফুটবলার হিসাবে একই ম্যাচে খেলার ইতিহাস তৈরি করেন রোনাল্ডো ও মদ্রিচ।বিরতির পর খেলায় গতি আসে। ৫৩ মিনিটে ইভান পেরিসিচের গোলে এগিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। কিছুক্ষণ পরেই ক্রোটদের আরও একটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। এরপর একের পর এক আক্রমণ চালাতে থাকে পর্তুগাল। ৬৩ মিনিটে একসঙ্গে চারটি পরিবর্তন করেন কোচ রবার্তো মার্টিনেজ। এর কিছুক্ষণ পরই রোনাল্ডোর একটি গোল অফসাইডের জন্য বাতিল হয়। অবশেষে ৬৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ফেরান রোনাল্ডো

রাজ্য পুলিশে ফের রদবদল, একধাক্কায় বদলি ১০৮ ইনস্পেক্টর-ইন-চার্জ

নয়া জামানা ঃ রাজ্য পুলিশে আরও একবার বড়সড় রদবদল ঘটল। এর আগে আইপিএস, ডব্লিউবিপিএস থেকে শুরু করে আইজি, ডিআইজি, ডিসি এবং এসপি স্তরে ব্যাপক বদলি হয়েছিল। এবার একসঙ্গে বদলি করা হল রাজ্যের ১০৮ জন থানার আইসি বা ইনস্পেক্টর-ইন-চার্জকে। শুক্রবার নবান্নের তরফে এই বদলির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রশাসনে ধারাবাহিকভাবে রদবদল চলছে। একসঙ্গে এতগুলি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের বদলি তারই একটি অংশ বলে মনে করা হচ্ছে।নবান্নের নির্দেশিকায় উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ; প্রায় সব জেলার থানার আধিকারিকদের নাম রয়েছে। তবে কলকাতা পুলিশের অধীনস্থ কোনও থানার ওসি বা আইসি পদে এবার কোনও বদল করা হয়নি। রাজ্য পুলিশের ইউনিফর্মড ব্রাঞ্চ এবং আর্মড ব্রাঞ্চ; উভয় ক্ষেত্রেই এই বদলি কার্যকর হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাঁদের নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁদের দ্রুত কাজে যোগ দিতে হবে।শুধু থানাস্তরেই নয়, রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগেও বড়সড় পরিবর্তন এসেছে।

ডিআইবি, ডিইবি এবং সিআইডির ইনস্পেক্টর পদেও একাধিক রদবদল হয়েছে। বদল এসেছে রাজ্য ট্র্যাফিক সদর দফতরেও।দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ থানায় নতুন আধিকারিক পাঠানো হয়েছে; বারুইপুর, সোনারপুর, নরেন্দ্রপুর, ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, বজবজ এবং নোদাখালি থানা। পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা, কাঁথি ও তমলুক থানাতেও নতুন আইসি আসছেন। তালিকায় রয়েছে জঙ্গলমহল ও অন্যান্য জেলার থানাও; কাঁকসা, বিনপুর, বেলপাহাড়ি এবং রায়গঞ্জ থানার আইসি বদলি হয়েছেন। বদলি করা হয়েছে বসিরহাট পুলিশ জেলার এক সার্কেল ইন্সপেক্টরকেও।বেশ কিছু ক্ষেত্রে আধিকারিকদের নিজেদের মধ্যে জায়গা অদলবদল হয়েছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার ওসি রামনারায়ণ পালকে ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম থানার আইসি করে পাঠানো হয়েছে। উল্টোদিকে, নয়াগ্রামের বর্তমান আইসি সুজয় লায়েক আসছেন ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার ওসি হয়ে।রেল পুলিশেও বদল এসেছে। শিয়ালদা জিআরপির আইসি অনিরুদ্ধ বাগকে মুর্শিদাবাদ থানায় পাঠানো হয়েছে, আর মুর্শিদাবাদ থানার আইসি রাজা সরকারকে দেওয়া হয়েছে শিয়ালদা জিআরপির দায়িত্ব।একইভাবে, নাগেরবাজার থানার ওসি সঞ্চায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুর্শিদাবাদের ডিআইবি-র আইসি করে পাঠানো হয়েছে, আর মুর্শিদাবাদের ডিআইবি-র আইসিকে দেওয়া হয়েছে নাগেরবাজার থানার দায়িত্ব। বারাকপুর থানার ওসি বদলি হয়ে যাচ্ছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে।

বদলি হয়েছেন বসিরহাট পুলিশ জেলা এবং হুগলি গ্রামীণ এলাকার ডিআইবি-র আইসিরাও।নবান্ন ও পুলিশ প্রশাসনের একাংশ এই ব্যাপক রদবদলকে নিয়মমাফিক প্রক্রিয়া বলেই দাবি করছে। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, বিষয়টিকে রুটিন বদলি হিসেবেই দেখা উচিত। প্রশাসনের একটি সূত্রের দাবি, আইনশৃঙ্খলা আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা এবং প্রশাসনিক ভারসাম্য বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

পুজোর আগেই স্বাস্থ্যসাথী থেকে আয়ুষ্মানে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ দুর্গাপুজোর মধ্যেই রাজ্যের সমস্ত স্বাস্থ্যসাথী উপভোক্তার ঝাড়াই-বাছাই সম্পন্ন করে তাঁদের কেন্দ্রীয় প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন নবান্নে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে রাজ্যের শীর্ষ আমলা ও জেলাশাসকদের নিয়ে এই বৈঠক করেন তিনি।সূত্রের খবর, বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্পের রূপায়ণ দ্রুততর করার নির্দেশ দিয়ে প্রায় পাঁচ দফা নির্দেশিকা দেন। নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে কাজ এগোতে একটি বাস্তবায়ন-ক্যালেন্ডার তৈরির কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া সরকারি অর্থ ব্যয়ে কড়া নজরদারি, পরিষেবা প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের নাম ও যোগাযোগের নম্বর প্রকাশ্যে রাখা, এলাকাবাসীর সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক এবং তথ্য-ভাণ্ডারের স্বচ্ছতা বজায় রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও সমস্যা হলে তা দ্রুত প্রশাসনের নজরে আসে ও সমাধান করা যায়। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরপরই কেন্দ্রীয় প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত চালুর সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি সরকার, যার জন্য পূর্বতন তৃণমূল সরকারের চালু করা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের ইতি টানতে হচ্ছে। নতুন ব্যবস্থায় যোগ্য উপভোক্তারা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। তবে আয়ুষ্মান ভারতে সম্পূর্ণ স্থানান্তর সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু থাকবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যাতে কোনও উপভোক্তা মাঝপথে চিকিৎসা-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন।

চলতি মাসেই ঢুকবে বকেয়া পেনশনের এরিয়রের ৫০ শতাংশ টাকা, ঘোষণা নবান্নের

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের পেনশনভোগীদের জন্য স্বস্তির খবর। ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মেয়াদের বকেয়া পেনশন-এরিয়রের ৫০ শতাংশ অর্থ চলতি মাসেই মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য জটিলতার কারণে

দীর্ঘদিন ধরে যেসব অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী এই টাকা থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই এবার এই সুবিধার আওতায় আসছেন।ব্যাঙ্কগুলির অনলাইন ব্যবস্থা তখন পূর্ণাঙ্গভাবে কম্পিউটারাইজড না হওয়ায় ২০১৫ সালে বিপুল অঙ্কের এই বকেয়া টাকা আটকে গিয়েছিল। এর জেরে বছরের পর বছর ধরে হয়রানির শিকার হচ্ছিলেন সংশ্লিষ্ট পেনশনভোগীরা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে এই সমস্যার নিষ্পত্তি হতে চলেছে।সম্প্রতি রাজ্য সরকার ও পেনশনভোগীদের যৌথ মঞ্চের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সেখানে দীর্ঘদিনের এই দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে সরকার জানিয়ে দেয়, সম্পূর্ণ ও নিখুঁত হিসাব-নিকাশের অপেক্ষায় বিষয়টি আর ফেলে রাখা হবে না। আপাতত একটি আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতেই বকেয়া এরিয়রের অর্ধেক টাকা এই মাসের মধ্যে সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সরকারের এই দ্রুত ও মানবিক সিদ্ধান্তে খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

এ বার পশ্চিমবঙ্গে

যদি ক্ষমতায় ফেরত আসতে হয়, তা হলে তোমাকে তিনটি কাজ করতে হবে। এক, অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি করাতে হবে। দুই, ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করতে হবে। তিন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করতে হবে। এখন থেকেই তার প্রস্তুতি নাও। শুনলে মনে হবে, নরেন্দ্র মোদীকে সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত এই উপদেশ দিয়েছিলেন !ভুল। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন রাজীব গান্ধীকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁর প্রধান মন্ত্রণাদাতা, নেহরু-গান্ধী পরিবারেরই সদস্য অরুণ নেহরু। অরুণ নেহরুর মত ছিল, রাজীব যদি শুধু মুসলিমদের মন জয়ের চেষ্টা করেন, তা হলে দেশের হিন্দুদের সমর্থন সরে যাবে। রাজীব যদি অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি, ৩৭০ রদ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর কাজ করেন, তা হলে বিজেপির পালের হাওয়া পুরোপুরি কেড়ে নেওয়া যাবেরাজীব গান্ধী তিনটির কোনও কাজই করেননি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর জমানায় প্রথম দু'টি কাজ সেরে ফেলেছেন। অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হয়েছে। কাশ্মীরের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ হয়েছে। বাকি শুধু অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। উত্তরাখণ্ড, গুজরাত, অসমের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি চালু হয়েছে। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ়েও ইউসিসি-র কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এ বার শুভেন্দু অধিকারীর সরকার পশ্চিমবঙ্গেও তা চালু করার পদক্ষেপ করেছে।অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হল, দেশের সব ধর্ম, জাত, সম্প্রদায়, অঞ্চলের মানুষের জন্য বিয়ে, দত্তক, উত্তরাধিকার, বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে একটিই (অভিন্ন) আইন। এর সুবিধা হল, গোটা আইনি ব্যবস্থার সরলীকরণ। হিন্দু, মুসলিম, পার্সি, খিস্টান, সকলের জন্য ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আইন একই রকম হয়ে গেলে আইনি প্রক্রিয়াটা সহজ হয়ে যাবে। আইনি অপরাধের ক্ষেত্রে যেমন জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য একই আইন। চুক্তি, সম্পত্তির হস্তান্তর, বেচাকেনা, অংশীদারির মতো ক্ষেত্রেও সকলের জন্য একই আইন। বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, দত্তক, উত্তরাধিকারের মতো ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম আইন থাকার ফলে তার মধ্যে যে ফাঁকফোকর রয়েছে, তা আর থাকবে না। অনেক ধর্মের ব্যক্তিগত আইনে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য, দমনমূলক নীতি রয়েছে। উত্তরাধিকার, সম্পত্তির ভাগ বা বিবাহবিচ্ছেদের পরে খোরপোশের মতো ক্ষেত্রে সব ধর্মের মহিলারা সমান সুবিধা পাবেন। অনেক ব্যক্তিগত আইনেই বিভিন্ন সেকেলে, পশ্চাদ্ গামী ধারা রয়েছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরি হলে তারও সংস্কার হবে।বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবারের অসমাপ্ত কর্মসূচির তালিকায় একদম প্রথমে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি রয়েছে। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ বার বার 'এক দেশ, এক আইন'-এর কথা বলেছেন। প্রশ্ন ওঠে, তা হলে জাতীয় স্তর থেকে মোদী সরকার গোটা দেশে ইউসিসি চালু করার চেষ্টা করছে না কেন? কারণ জোট রাজনীতির বাধ্যবাধকতা। জনসঙ্ঘের পথে হেঁটে বিজেপি আশির দশক থেকেই ইউসিসি-র পক্ষে সওয়াল করেছে। ১৯৯৬ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ইস্তাহারেও বড় করে ইউসিসি-র কথা ছিল। কিন্তু ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ইস্তাহারে তার কোনও উল্লেখ মেলে না। সে সময় এনডিএ-র শরিকদের অনেকেই ইউসিসি-র পক্ষে ছিলেন না। অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আডবাণীরা তাই কৌশলগত ভাবে সে সময় ইউসিসি হিমঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ২০১৪-য় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরে ইউসিসি-র সলতে পাকানো শুরু হয়। কিন্তু প্রথম মোদী সরকারের সময়ই ২০১৮ সালে ২১তম আইন কমিশন তাতে জল ঢেলে দিয়ে বলে, ইউসিসি বাস্তবযোগ্য নয়। এতৎসত্ত্বেও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের মাস ছয়েক আগে ২২তম আইন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করে ইউসিসি নিয়ে জনগণের মতামত জানতে চেয়েছিল। তবে ওই পর্যন্তই। কোনও রিপোর্ট জমা না করেই সেই আইন কমিশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের পরে কেন্দ্রীয় সরকারে নতুন করে শরিকদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বিজেপি। তেলুগু দেশম, জেডি(ইউ); দুই প্রধান শরিকেরই মত হল, যথেষ্ট আলোচনা করেই ইউসিসি নিয়ে এগোনো উচিত। ঐকমত্য হলে তবেই ইউসিসি চালু করা উচিত। কোনও ভাবেই চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়ে মোদী-শাহ এখন কৌশল বদলে বিজেপি শাসিত রাজ্যে একে একে ইউসিসি চালু করার পন্থা নিয়েছেন।মুশকিল হল, গোটা দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু না করে এক-এক রাজ্যে এক-এক রকম দেওয়ানি বিধি চালু হলে আইনি জটিলতা আরও বাড়তে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে বিতর্কিত 'অ্যান্টি-গুন্ডা বিল' পাস

কী আছে এতে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা সম্প্রতি 'অ্যান্টি-গুন্ডা বিল' নামে একটি বিতর্কিত বিল পাস করেছে। ওই বিল সব দিক থেকে মানবাধিকার হরণ করবে বলে দাবি করছেন পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজের সদস্যরা।

১৭৬ বিধায়কের সমর্থন এবং ৪১ বিধায়কের বিরোধিতায় 'অ্যান্টি-গুন্ডা বিল' নামে পরিচিত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অব অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাকটিভিটিজ বিল, ২০২৬' পাস হয়েছে।বিধানসভায় আলোচনার সময় বিজেপিদলীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই প্রস্তাবিত আইনের পক্ষে জোর দিয়ে বলেন, এর উদ্দেশ্য কেবল মানুষকে জেলে পাঠানো নয়। রাজ্যে সংঘটিত অপরাধ এবং গণ-অশান্তি দমনে সরকারের ক্ষমতা উল্লেখ যোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে যে দুটি বিল আনা হয়েছে, এটি তার একটি। অন্য বিলটি হলো 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইনটেন্যান্স অব পাবলিক অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬'।ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, নির্মাণ সিন্ডিকেট, তোলাবাজি ও রাজনৈতিক সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এই প্রস্তাবিত বিল দুটি ইতিমধ্যে নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

বিচার ছাড়াই এক বছর আটক

এই প্রথম বিলটি মূলত 'অসামাজিক কার্যকলাপ'-এর পরিধি আরও বাড়িয়েছে। জননিরাপত্তার জন্য হুমকি, এমন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিচার ছাড়াই ১২ মাস পর্যন্ত আটকে রাখার ক্ষমতা প্রশাসনকে দিয়েছে প্রস্তাবিত এই বিল। এ ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে বহিষ্কার বা আটকে রাখার আদেশ রয়েছে, তাদের আশ্রয় বা সাহায্য করাকেও এখানে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।এই প্রস্তাবিত আইনে 'গুন্ডা' শব্দের ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অভ্যাসগত অপরাধী, সংগঠিত অপরাধী দলের সদস্য, তোলাবাজি, জমি দখল, অবৈধ খনি, প্রাকৃতিক সম্পদ পাচার এবং অস্ত্র, মাদক ও বিস্ফোরক আইনের অপরাধীরা অন্তর্ভুক্ত। প্রস্তাবিত এই আইনে পুলিশকে তল্লাশি, বাজেয়াপ্ত ও গ্রেপ্তারের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই আইনের আওতায় অপরাধগুলোকে আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে।'

ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইনটেন্যান্স অব পাবলিক অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল',এর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের মূল আইনটি সংশোধন করে দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ, সহিংস আন্দোলন এবং গণ-অশান্তির সময় হওয়া ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ আদায়ের একটি বিশেষ ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ক্ষতিপূরণ শুধু সহিংসতায় সরাসরি জড়িত ব্যক্তিদের থেকেই নয়, বরং পরিকল্পনাকারী, অর্থদাতা, উসকানিদাতা এবং সহায়তাদানকারীদের কাছ থেকেও আদায় করা যাবে। অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে ভূমি রাজস্ব আদায়ের মতো কঠোর প্রক্রিয়া বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও নিলাম করা হতে পারে।পিটিআইকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রবীণ বিজেপি নেতা বলেন, এর উদ্দেশ্য জনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, অপরাধচক্র ভেঙে দেওয়া এবং যারা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে তাদের থেকে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা। আইন মেনে চলা নাগরিকদের ভয়ের কিছু নেই।এসব বিল পাসের সময়কাল রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার দাবি করছে, তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে এমন একটি রাজ্য পেয়েছেন, যেখানে সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি, অবৈধ বালু খনি এবং রাজনৈতিক মদদপুষ্ট পেশিশক্তি স্থানীয় ক্ষমতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে ছিল। কঠোর আইনি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে বিজেপি নেতারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে থানা ও সরকারি দপ্তরে হামলার ঘটনাগুলো তুলে ধরেছেন। পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে কোনো শক্তপোক্ত বিরোধী দল নেই। তবে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বিরোধী নেতা এই বিলের বিরোধিতা করেছেন।

বিল নিয়ে উদ্বিগ্ন বিরোধীরা

বিভক্ত তৃণমূলের উভয় পক্ষের নেতারাই সরকারের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন, যা রাজনৈতিক বিরোধী, সামাজিক কর্মী ও আন্দোলনকারীদের দমনে ব্যবহৃত হতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস দলীয় সংসদ সদস্য মহুয়া মৈত্র সম্প্রতি প্রস্তাবিত এই আইনগুলোকে গত কয়েক দশকে রাজ্যে দেখা সবচেয়ে কঠোর আইন হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি এগুলো বিতর্কিত জাতীয় নিরাপত্তা আইনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।বিলটির ধারা অনুযায়ী, কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কমিশনার বা রাজ্য সরকারের অনুমোদিত ডিআইজি পদমর্যাদার কোনো কর্মকর্তা যদি আশঙ্কা করেন কোনো 'গুন্ডা' অসামাজিক কাজ করছে বা করতে পারে, তবে তাকে সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় প্রবেশ না,ও করতে দিতে পারেন। বিলে 'অসামাজিক কার্যকলাপ' বলতে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করা, জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি, জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করা, আইনি ব্যবসায় বাধা দেওয়া এবং খনি বা বালু উত্তোলনের মাধ্যমে সরকারি রাজস্বের ক্ষতি করাকে বোঝানো হয়েছে।অন্যদিকে, 'গুন্ডা' হিসেবে তাকেই গণ্য করা হবে, যে অভ্যাসগতভাবে অসামাজিক কাজ করে, ভারতীয় ন্যায় সংহিত ২০২৩-এর ধারা ১১১ বা ১১২-এর অধীনে অভিযুক্ত, অথবা অস্ত্র, মাদক ও বিস্ফোরক আইনের অধীনে অপরাধের সঙ্গে জড়িত এবং সমাজের জন্য বিপজ্জনক হিসেবে পরিচিত।পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকারকর্মীরা যাবতীয় বিলের বিরোধিতা করে বলেছেন, এর ফলে প্রধানত রাজনৈতিক দল এবং মানবাধিকারকর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাঁরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করলে সেটিকে 'অসামাজিক কার্যকলাপ' হিসেবে চিহ্নিত করে বিনা বিচারে এক বছর তাঁদের আটকে রাখা যাবে। এভাবে গুন্ডা দমনের নামে নাগরিক সমাজের যাবতীয় বিরোধিতা ও আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার আগামী দিনে রুখে দেবে বলে মনে করছেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....12 June....2026...new_Layout 1 04-07-2026 08:07 Page 3

হরেকরকম

নয়া জামানা

২৯ জুন থেকে ৭ জুলাই ২০২৬
কেমন যাবে ?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি ঃ বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে।পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বাড়িতে বিবাদ বাধতে পারে। খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বাড়তে পারে।

মিথুন রাশি ঃ সকলকে কাছে পেয়েও খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না। প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় খারাপ খবর পেতে পারেন। আর্থিক চাপ থাকবে।

কর্কট রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। অফিসে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বাড়বে।

সিংহ রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। দাম্পত্যকলহ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশ থেকে সাবধান থাকুন। স্ত্রীর/স্বামীর জন্য কাজের যোগাযোগ হতে পারে। বাড়িতে কোনও কাজের জন্য খরচ বাড়তে পারে। বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন।

কন্যা রাশি ঃ অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার আশঙ্কা। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। সংসারে কোনও আত্মীয়কে নিয়ে বিবাদ হতে পারে। বিবাহের জন্য বাড়িতে আলোচনা হতে পারে। চাকরির স্থানে কাজের দায়িত্ব বাড়তে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আদালত পর্যন্ত যেতে পারে। জলপথে বিপদের আশঙ্কা। আর্থিক চাপ থাকতে পারে। সপ্তাহের শেষ দিকে ব্যবসায় মন্দা দেখা দিতে পারে।

তুলা রাশিঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। বাড়িতে অতিথি সমাগমের যোগ রয়েছে। সন্তানের জন্য কাজের ব্যবস্থা হতে পারে। স্ত্রীকে নিয়ে দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা। আইনি কাজের জন্য খরচ বাড়তে পারে। লিভারের সমস্যা বাড়তে পারে। চলাফেরার ব্যাপারে সাবধান থাকুন। সপ্তাহের মধ্যভাগে শারীরিক সমস্যায় কাজের ক্ষতি হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশিঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। সম্পত্তির ব্যাপারে খরচ বাড়তে পারে। দাম্পত্যকলহে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। বাড়িতে অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয় কম হবে। বিলাসিতার জন্য খরচ বাড়তে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন। পেটের সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

ধনু রাশিঃ আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। সংসারের সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে পারেন। শত্রুর দ্বারা কোনও ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় নতুন কিছু শুরু করতে পারেন।

মকর রাশিঃ কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ চেষ্টায় কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। বাড়তি খরচ চিন্তায় ফেলতে পারে। শরীরের কোনও ক্ষতস্থান থেকে চিন্তা বাড়তে পারে। আপনার মধুর ব্যবহারে সুনাম পাবেন।

কুম্ভ রাশি ঃ খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না। কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ রয়েছে।

মীন রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসাবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে। সপ্তাহের মধ্যভাগে চিকিৎসার খরচ বাড়তে পারে। গুরুজনের সঙ্গে তর্ক থেকে সাবধান থাকুন। নতুন কাজের যোগাযোগ হতে পারে। প্রেমের জন্য সময় ব্যয় হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ভাল সময়।

উজ্জ্বল ত্বক পেতে শুধু স্কিনকেয়ার নয়, গুরুত্ব দিন খাদ্যাভ্যাসেও

নয়া জামানা ঃ উজ্জ্বল ও সুস্থ ত্বক পেতে অনেকেই নানা ধরনের স্কিনকেয়ার রুটিন মেনে চলেন। দামি প্রসাধনী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঘরোয়া উপায়;সবকিছুই চেষ্টা করা হয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বকের যত্ন শুধু বাহ্যিক পরিচর্যার ওপর নির্ভর করে না, বরং খাদ্যাভ্যাস এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বক ভালো রাখতে পর্যাপ্ত জলপান অত্যন্ত জরুরি। শরীরকে হাইড্রেটেড রাখা শুধু সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে জল পান করলে শরীরের অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য উপাদান বের হতে সাহায্য করে বলে মনে করা হয়। অনেকেই হালকা গরম জল পান করার পরামর্শ দেন, কারণ এটি শরীরকে সতেজ রাখতে সহায়ক হতে পারে।ত্বকের যত্নে মধু ও লেবুর সংমিশ্রণও অনেকের কাছে জনপ্রিয়। সকালে হালকা গরম জলের সঙ্গে পরিমাণমতো মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে। মধুতে থাকা বিভিন্ন উপাদান ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সহায়ক বলে মনে করা হয়, অন্যদিকে লেবুতে থাকা ভিটামিন সি ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে ভূমিকা রাখতে পারে।এছাড়া ফল ও সবজির রসও খাদ্যতালিকায় রাখা যেতে পারে। বিভিন্ন ফল ও সবজিতে থাকা ভিটামিন, খনিজ ও ফাইবার শরীরের পুষ্টির চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি ত্বকের স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, শুধু বাহ্যিক পরিচর্যা নয়;সঠিক খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত জলপান এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনই দীর্ঘমেয়াদে ত্বক ভালো রাখার মূল চাবিকাঠি।

গরমকালে টোনারের উপকারিতা

ত্বককে ঠান্ডা ও সতেজ রাখে,হালকা ময়েশ্চার দেয়

ঘাম ও ধুলোবালি পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

সব ধরনের ত্বকের জন্যই সাধারণত নিরাপদ

বিশেষ করে শুষ্ক বা নরমাল স্কিন হলে টোনার ব্যবহার করাই ভালো। গোলাপজল টোনার গরমকালে খুব জনপ্রিয়।

অন্যদিকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট একটু বেশি শক্তিশালী ধরনের স্কিন প্রোডাক্ট। এতে সাধারণত অ্যালকোহল বা পোর-টাইটেনিং উপাদান থাকে, যা ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমাতে সাহায্য করে।

গরমকালে অ্যাস্ট্রিনজেন্টের উপকারিতাঅতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করে,পোরস ছোট দেখাতে সাহায্য করে,ব্রণ বা তেলতেলে ত্বকে উপকারী,তবে শুষ্ক বা সংবেদনশীল ত্বকে এটি ব্যবহার করলে ত্বক আরও শুকিয়ে যেতে পারে।তেলতেলে বা ব্রণপ্রবণ ত্বকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ভালো।শুষ্ক বা নরমাল ত্বকে টোনার ব্যবহার করা নিরাপদ ও উপকারী।

তাই গরমকালে বেশিরভাগ মানুষের জন্য হালকা ও হাইড্রেটিং টোনারই বেশি উপযোগী।

যাদের ত্বক তৈলাক্ত নয় তারা নিঃসন্দেহে এবং নির্দ্বিধায় টোনার ব্যবহার করুন। এবং যাদের মুখে ব্রণ ও ব্রোনোর সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য উপকারী হল অ্যাস্ট্রিনজেন্ট।

কিনছেন কেন ? বাড়িতেই সহজ পদ্ধতিতে বানিয়ে নিন ছাতু

নয়া জামানা ঃ ছাতু হলো ভাজা ডাল বা শস্য গুঁড়ো করে তৈরি একটি পুষ্টিকর খাদ্য। গরমকালে এটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়, কারণ এটি শরীর ঠান্ডা রাখে এবং শক্তি দেয়। খুব সহজেই বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছাতু তৈরি করা যায়। ছাতু খেলে পেট ঠান্ডা থাকে এবং হিট স্ট্রোকেরও ঝুঁকি কমে। বাজারে কিনতে পাওয়া অনেক ছাতুতেই ভেজাল থাকে। তাই বাড়িতেই ছাতু বানানোর পদ্ধতি জেনে নিন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

ছোলা (বুট) , ৫০০ গ্রাম

সামান্য যব বা গম (ঐচ্ছিক) , ১০০ গ্রাম, একটি কড়াই

মিক্সার গ্রাইন্ডার বা শিল-নোড়া

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে ছোলা ভালো করে বেছে নিন যাতে কোনো পাথর বা ময়লা না থাকে। এরপর পরিষ্কার জলে একবার ধুয়ে নিন এবং রোদে বা কাপড়ে মেলে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন।

এবার একটি কড়াই মাঝারি আঁচে গরম করুন। শুকনো কড়াইয়ে ছোলাগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে থাকুন। প্রায় ১০-১৫ মিনিট ভাজতে হবে। ছোলাগুলো যখন হালকা বাদামি রঙের হবে এবং সুন্দর গন্ধ বের হবে, তখন বুঝবেন সেগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়েছে। চাইলে একইভাবে সামান্য যব বা গমও ভেজে নিতে পারেন।ভাজা ছোলাগুলো ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করুন। অনেক সময় ছোলার খোসা আলাদা হয়ে যায়, চাইলে চালুনি দিয়ে ছেঁকে খোসা ফেলে দিতে পারেন। এতে ছাতু আরও মিহি ও মোলায়েম হবে।গুঁড়ো হয়ে গেলে সেটিকে একটি শুকনো বয়াম বা কাচের জারে ভরে রাখুন। এতে আর্দ্রতা ঢুকবে না এবং ছাতু দীর্ঘদিন ভালো থাকবে।ছাতু দিয়ে নানাভাবে খাবার তৈরি করা যায়। ঠান্ডা পানিতে ছাতু, লবণ, লেবু ও পেঁয়াজ মিশিয়ে শরবত বানানো যায়। আবার দুধ, চিনি বা গুড় দিয়েও মিষ্টি ছাতু খাওয়া যায়।বাড়িতে তৈরি ছাতু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, পুষ্টিকর এবং বাজারের ছাতুর তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। নিয়মিত ছাতু খেলে শরীর শক্তিশালী থাকে এবং গরমের ক্লান্তিও কমে।

নজরে INSTA

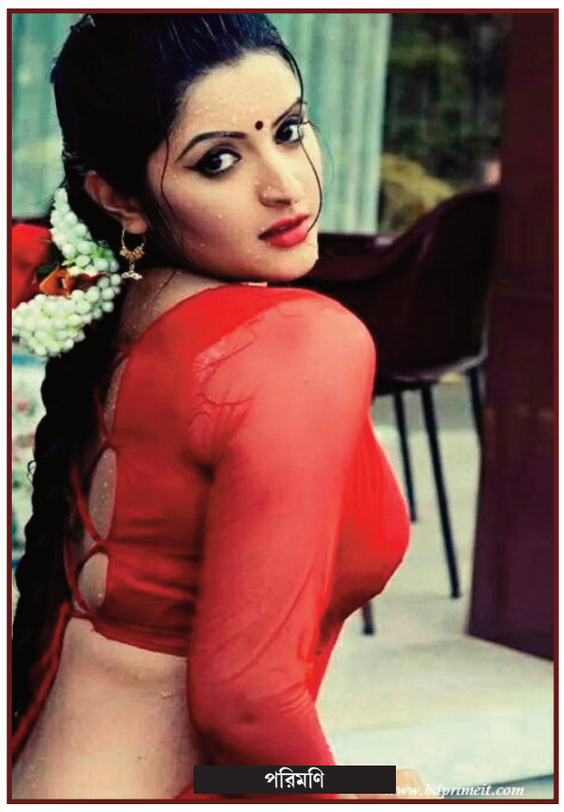
পরিমণি

ঈশাণ্যা

অনুস্কা

পুজা

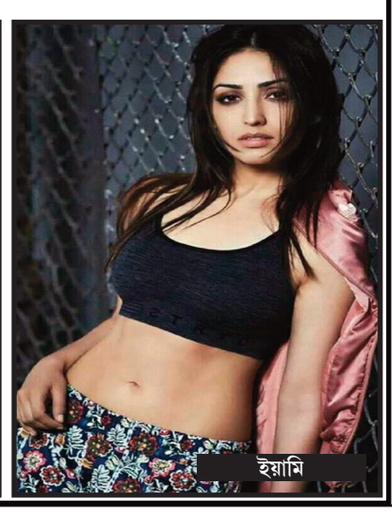
ইয়ামি

গ্রীষ্মে আরাম চাই? বেছে নিন সঠিক রঙের পোশাক

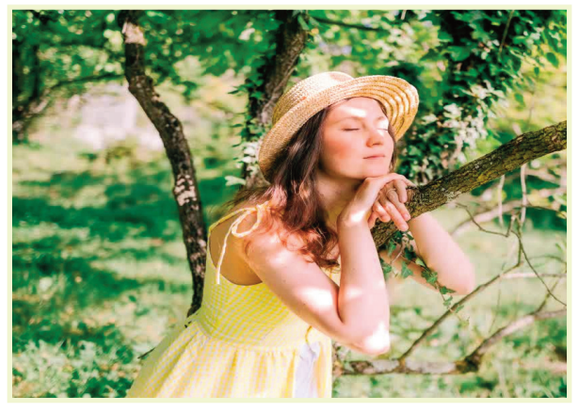

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গ্রীষ্ম যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই প্রখর রোদ, অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং ঘামের কারণে বাড়ছে অস্বস্তি। এই সময় মানুষ সাধারণত ঠান্ডা পানীয়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কিংবা খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বস্তি খোঁজেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, গরমে শরীরকে স্বস্তিতে রাখতে পোশাকের রঙ এবং কাপড়ের নির্বাচনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসকদের মতে, ফ্যাশন বা স্টাইলের কারণে অনেকেই গাঢ় রঙের পোশাক বেছে নেন, যা গ্রীষ্মকালে শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। বিশেষ করে কালো, নেভি ব্লু, মেরুন ও গাঢ় বাদামি রঙ সূর্যের তাপ বেশি শোষণ করে। ফলে শরীর দ্রুত গরম হয়ে ওঠে এবং অস্বস্তি বাড়ে।

বিশেষজ্ঞরা জানান, কালো রঙ সূর্যের আলোর প্রায় ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। এর ফলে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে এবং অতিরিক্ত ঘাম হয়। এর থেকেই ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা, হিটস্ট্রোক এবং ক্লান্তির ঝুঁকি বাড়তে পারে।

শুধু তাই নয়, গাঢ় রঙের সঙ্গে মোটা কাপড় ব্যবহার করলে ঘাম ত্বকে আটকে থাকে। বাতাস চলাচল বাধাগ্রস্ত হওয়ায় ঘামাচি, ফুসকুড়ি, অ্যালার্জি এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের আশঙ্কাও বাড়ে।

তাই গরমে আরামদায়ক থাকতে চিকিৎসকরা সাদা ও হালকা রঙের পোশাক পরার পরামর্শ দিচ্ছেন। আকাশী নীল, মিন্ট গ্রিন, পিচ, হালকা হলুদ এবং ল্যাভেন্ডারের মতো প্যাস্টেল শেড এই ঋতুর জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

রঙের পাশাপাশি কাপড় নির্বাচনেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, ১০০ শতাংশ সুতি বা লিনেন কাপড় শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এই ধরনের কাপড়ে বাতাস চলাচল সহজ হয় এবং ঘাম দ্রুত শুকিয়ে যায়, ফলে শরীর দীর্ঘক্ষণ আরামদায়ক থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রীষ্মে শুধু স্টাইল নয়, স্বাস্থ্যের কথাও মাথায় রেখে পোশাক নির্বাচন করাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

গরমে স্নানের পর এই ভুলগুলি করছেন না তো? হতে পারে মারাত্মক ক্ষতি

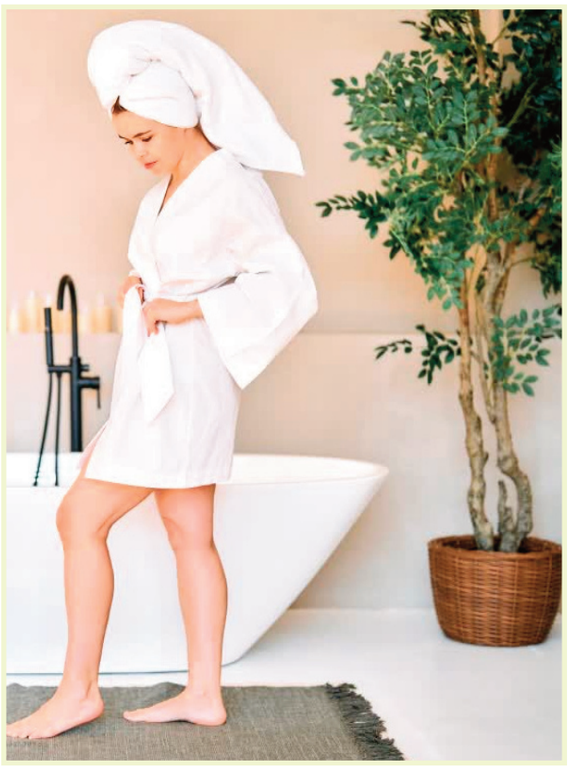

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গ্রীষ্মের দাবদাহ এখন চরমে। তীব্র গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় স্বস্তি পেতে অনেকেই দিনে একাধিকবার স্নান করছেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু স্নান করলেই হবে না;স্নানের পর কিছু সাধারণ অভ্যাসও স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা ও রক্ত সঞ্চালনে সাময়িক পরিবর্তনের কারণে এই সময়ে কিছু বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, স্নানের পরপরই এসি বা তীব্র গতির পাখার সামনে বসা উচিত নয়। কারণ, স্নানের পর শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা কমে যায়। এই অবস্থায় অতিরিক্ত ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এলে সর্দি-কাশি, মাথাব্যথা বা শরীর আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

স্নানের সঙ্গে সঙ্গে ভারী খাবার খেতেও বারণ করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, স্নানের সময় শরীরের রক্ত সঞ্চালনের ধরণ কিছুটা পরিবর্তিত হয়, ফলে সঙ্গে সঙ্গে খাবার খেলে হজমের সমস্যার আশঙ্কা বাড়তে পারে। তাই স্নান ও খাওয়ার মধ্যে অন্তত ২০ থেকে ৩০ মিনিট বিরতি রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

অনেকেরই অভ্যাস, রাতে স্নানের পর ভেজা চুল নিয়েই ঘুমিয়ে পড়া। তবে এই অভ্যাস মাথাব্যথা, চুলের ক্ষতি এবং মাথার ত্বকে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। দীর্ঘক্ষণ ভেজাভাব থাকলে ছত্রাক সংক্রমণের সম্ভাবনাও তৈরি হয়।

এছাড়া,

স্নানের পরপরই রোদে বের হওয়া বা শরীরচর্চা করাও এড়িয়ে চলতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, স্নানের পর শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে কিছুটা সময় নেয়। এই সময়ে অতিরিক্ত শারীরিক চাপ বা তীব্র রোদের সংস্পর্শ শরীরে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে।

ত্বকের যত্নেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তোয়ালে দিয়ে শরীর জোরে ঘষার বদলে আলতোভাবে মুছে নেওয়াই ভালো। এতে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং শুষ্কতা কমে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্নানের পর শরীরকে কিছুটা সময় বিশ্রাম দেওয়া এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সুযোগ করে দেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ছোট ছোট এই অভ্যাসগুলি মেনে চললে গরমের দিনে শরীর ও ত্বক দুটোই ভালো রাখ

8
৪ জুলাই ২০২৬

মহানগর

নয়া জামানা

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে ভোলবদল, আধুনিকীকরণের জোয়ারে হাওড়া ডিভিশনের রেল স্টেশনগুলি

মুসাম্মদ আমরিন সুলতানা ।। নয়া জামানা ।। কলকাতা

যাত্রী পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে এবং স্টেশনগুলিকে আধুনিক রূপ দিতে বড়সড় পদক্ষেপ করল পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন। রেল স্টেশনগুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যাতায়াত ব্যবস্থা আরও মসৃণ ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে একগুচ্ছ নতুন উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ থেকে শুরু করে চলন্ত সিঁড়ি ও লিফট বসানোর মতো আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ এখন জোরকদমে চলছে। এই উন্নয়নমূলক কাজের অঙ্গ হিসেবে দেশের অন্যতম ব্যস্ত রেল টার্মিনাল হাওড়া স্টেশনে যুক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন ২৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম। প্রায় ৬৩৫ মিটার দীর্ঘ এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরিতে খরচ হয়েছে ২.৬৯ কোটি টাকা। রেল সূত্রে খবর, চলতি জুলাই মাসেই এই প্ল্যাটফর্মটি সাধারণ যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যা দূরপাল্লা ও লোকাল ট্রেনের চাপ অনেকটাই সামাল দেবে।

শুধু হাওড়া স্টেশনই নয়, ডিভিশনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তারকেশ্বর, লিলুয়া, আজিমগঞ্জ, ডানকুনি, রামপুরহাট ও কাটোয়ার মতো স্টেশনগুলিতে নতুন ফুট ওভারব্রিজ (এফওবি) নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে কিংবা তা

চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এর ফলে যাত্রীদের এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাতায়াত আরও নিরাপদ হবে। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক, শিশু এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে স্টেশনে লিফট ও চলন্ত সিঁড়ি (এস্কেলেটর) বসানোর ওপর জোর দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই ডিভিশনের ৮টি স্টেশনে ১৫টি লিফট চালু করা হয়েছে। আগামী দিনে হাওড়া, বালি, বেলুড়, রিষড়া,

শেওড়াফুলি, চন্দননগর, ব্যান্ডেল, তারকেশ্বর, সাঁইথিয়া ও লিলুয়া স্টেশনেও নতুন লিফট বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, স্টেশনগুলিতে আধুনিকতার ছোঁয়া দিতে প্রায় ৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে চলন্ত সিঁড়ি বা এস্কেলেটর প্রকল্পের জন্য। মোট ৯টি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন;বালি, শেওড়াফুলি, চন্দননগর, বর্ধমান, বোলপুর, রামপুরহাট, অম্বিকা-কালনা, কাটোয়া এবং আজিমগঞ্জে এই আধুনিক পরিষেবা চালু হতে চলেছে। রেল কর্তৃপক্ষের আশা, এই সমস্ত প্রকল্পগুলি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে হাওড়া ডিভিশনের লাখ লাখ দৈনিক যাত্রীর রেল সফর আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যময়, গতিশীল ও নিরাপদ হয়ে উঠবে।

বিনামূল্যে পেশাদার কোর্সের সুযোগ স্কটিশ চার্চ কলেজে

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ উচ্চশিক্ষার ডিগ্রির পাশাপাশি বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কর্মমুখী দক্ষতা বাড়াতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী স্কটিশ চার্চ কলেজ। কলেজের পড়ুয়াদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সংবাদ পাঠ, সঞ্চালনা এবং ডেটা সায়েন্সের মতো অত্যন্ত চাহিদাসম্পন্ন বিষয়ে দুটি বিশেষ প্রশিক্ষণমূলক কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের সহযোগিতায়, বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষা দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্টের যৌথ উদ্যোগে এই কোর্সগুলি পরিচালিত হতে চলেছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংবাদ পাঠ ও সঞ্চালনা কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মূলত সংবাদ উপস্থাপনা, সঠিক উচ্চারণ শৈলী, ক্যামেরার সামনে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলার কৌশল এবং উন্নত যোগাযোগ দক্ষতার ওপর বাস্তবমুখী ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পাবেন। অন্যদিকে, বর্তমান ডিজিটাল যুগের চাকরির বাজারে ডেটা সায়েন্স বা তথ্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। এই কোর্সে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য বিশ্লেষণ এবং ডেটা সায়েন্সের প্রাথমিক ধারণা থেকে শুরু করে ব্যবহারিক প্রয়োগের খুঁটিনাটি শেখানো হবে, যা শিক্ষার্থীদের কর্পোরেট জগতে এগিয়ে রাখবে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো এর জন্য শিক্ষার্থীদের কোনো প্রকার কোর্স ফি বা আর্থিক মূল্য চোকাতে হবে না। তবে প্রতিটি কোর্সের জন্য আসন সংখ্যা সীমিত রাখা হয়েছে; প্রতি ব্যাচে মাত্র ৩৩ জন করে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। আসন সীমিত থাকার কারণে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের দ্রুত ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাবিদদের মতে, প্রথাগত শিক্ষার সাথে এমন দক্ষতাভিত্তিক কোর্সের মেলবন্ধন শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে সাফল্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

পিকনিক গার্ডেনে ভুয়ো কল সেন্টারের পর্দাফাঁস, পুলিশের জালে ৩

নয়া জামানা, কলকাতাঃ কলকাতার পিকনিক গার্ডেন এলাকায় একটি ফ্ল্যাটে চলা আন্তর্জাতিক সাইবার প্রতারণা চক্রের হদিশ মেলাল কসবা থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওই আবাসনে আচমকা অভিযান চালায় পুলিশ বাহিনী। সেখান থেকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয় তিন অভিযুক্তকে। ধৃতরা কসবা, বেনিয়াপুকুর ও তিলজলার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা ওই ফ্ল্যাট থেকে ভুয়ো কল সেন্টার খুলে মূলত মার্কিন নাগরিকদের টার্গেট করত। মোটা টাকা হাতিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন টোপ দিয়ে চলছিল এই জালিয়াতির কারবার। ঘটনাস্থল থেকে তল্লাশি চালিয়ে ৮টি মোবাইল ফোন, ৩টি ল্যাপটপ, ৩টি রাউটার এবং ২টি ডেবিট কার্ড বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সাইবার অপরাধ রুখতে পুলিশকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়ার পরই কসবা থানার অতিরিক্ত ওসির নেতৃত্বে এই বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

১০ ঘণ্টার মেগা ব্লক শিয়ালদহ ডিভিশনে, সপ্তাহান্তে ট্রেন বাতিলের জেরে ভোগান্তির আশঙ্কা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ সপ্তাহান্তে শিয়ালদহ ডিভিশনের রেল পরিষেবায় বড়সড় পরিবর্তনের ঘোষণা করল পূর্ব রেল। বরানগর রোড ও দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের মাঝে রেল ওভারব্রিজের গার্ডার প্রতিস্থাপনের কাজের জন্য আগামী ৫ জুলাই রাত ১টা থেকে ৬ জুলাই সকাল ১১টা পর্যন্ত মোট ১০ ঘণ্টার ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লক কার্যকর থাকবে। এর ফলে একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার ট্রেনের রুট পরিবর্তন করা হয়েছে, যার জেরে যাত্রীদের চরম ভোগান্তির আশঙ্কা করা হচ্ছে। রেল সূত্রে খবর, শিয়ালদহ-আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ও অকাল তখত এক্সপ্রেস দমদম জংশন-নৈহাটি হয়ে ঘুরপথে চলবে এবং যাত্রীদের সুবিধার্থে বেলঘরিয়া স্টেশনে অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হবে। অন্যদিকে, দার্জিলিং মেল, উত্তরবঙ্গ, পদাতিক, কাঞ্চনকন্যা, আগ্রা ক্যান্ট-কলকাতা এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনগুলি নৈহাটি-দমদম জংশন হয়ে যাতায়াত

বরানগর রোড ও দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের মাঝে রেল ওভারব্রিজের গার্ডার প্রতিস্থাপনের কাজের জন্য আগামী ৫ জুলাই রাত ১টা থেকে ৬ জুলাই সকাল ১১টা পর্যন্ত মোট ১০ ঘণ্টার ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লক কার্যকর থাকবে।

করবে। এছাড়া পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস বর্ধমান ও নৈহাটি হয়ে শিয়ালদহ রুটে চালানো হবে। পূর্ব রেল জানিয়েছে, এই ব্লকের কারণে শিয়ালদহ-ডানকুনি শাখার একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। সাধারণ মানুষের অসুবিধা কমাতে ছুটির দিনটিকে বেছে নেওয়া হলেও যাত্রীদের বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে ট্রেনের সময়সূচি দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিয়ালদহের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা জানান, যাত্রী সুরক্ষা ও উন্নত পরিষেবার স্বার্থেই এই জরুরি কাজটি করা হচ্ছে।

প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়াতে রাজ্য পুলিশে বড় রদবদল, একসঙ্গে বদলি ১০৮ আইসি

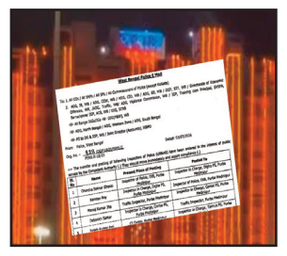

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্য পুলিশের প্রশাসনিক স্তরে এক বড়সড় রদবদল ঘটাল রাজ্য সরকার। একযোগে ১০৮ জন ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ (আইসি)-কে বদলির নির্দেশ দিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পুলিশের প্রশাসনিক কাজকে আরও গতিশীল, সক্রিয় এবং কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যেই এই ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, গুরুত্বপূর্ণ থানা এবং পুলিশের একাধিক বিশেষ শাখায় এই রদবদল কার্যকর করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ থানার আইসি-দের বদলি করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে বারুইপুর, সোনারপুর, নরেন্দ্রপুর, ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, বজবজ, নোদাখালির মতো থানা। পাশাপাশি উপকূলবর্তী ও পর্যটন কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকা যেমন দিঘা, কাঁথি ও তমলুক থানার আইসি-দেরও নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। থানার পাশাপাশি ডিআইবি, ডিইবি, শিয়ালদহ জিআরপি এবং রাজ্য ট্র্যাফিক হেডকোয়ার্টারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কয়েকজন আইসি-কেও অন্য পদে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই রদবদলের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার আইসি এবং ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম থানার আইসির পারস্পরিক বদলি। ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার বর্তমান আইসিকে ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম থানায় পাঠানো হয়েছে এবং নয়াগ্রাম থানার বর্তমান আইসিকে বিধাননগরের ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার দায়িত্ব দিয়ে আনা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কেবল সাধারণ পুলিশ কর্মীই নন, ইউনিফর্মড ব্রাঞ্চ ও আর্মড ব্রাঞ্চের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরও বদলি হয়েছে এই তালিকায়। বদলি হওয়া সমস্ত পুলিশ আধিকারিককে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তাদের নতুন কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিয়ের কনে নিখোঁজ হওয়ার পর পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার, হাবড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, হাবড়াঃ বিয়ের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি ছিল। বাড়িতে চলছিল শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। কিন্তু সেই আনন্দের আবহেই নেমে এল চরম শোকের ছায়া। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার জয়গাছি শ্রীনগর এলাকার একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হল ২৫ বছর বয়সি তরুণী মৃদুলা সাহার দেহ। তিনি হাবড়া চৈতন্য কলেজের বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। আগামী ১২ জুলাই তাঁর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। পরিবারের দাবি, বুধবার রহস্যজনকভাবে নিজেব

. মোবাইল ফোন বাড়িতে রেখেই বেরিয়ে যান মৃদুলা। নিখোঁজ ডায়েরি করার পর, বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় পুকুরে তাঁর ভাসমান দেহ মেলে। মৃতার বাবা প্রকাশ সাহার অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে খুন করা হয়েছে। তবে পুলিশের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

জরুরি নির্মাণে ছাড় কলকাতা পুরসভার, কাটল বিভ্রান্তি

নয়া জামানা, কলকাতাঃ কলকাতায় সমস্ত নির্মাণকাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে;এমন গুঞ্জন ও বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করল কলকাতা পুরসভা। সম্প্রতি তারাতলায় একটি গুদাম দুর্ঘটনার পর শহরের নির্মীয়মাণ ভবনগুলির নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, আগের সরকারের আমলে

অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যানগুলি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে অডিট করা হবে। এই সিদ্ধান্তের পর শহরের বহু নির্মাণকাজ থমকে যায়। এমনকি পাঁচতলার কম উচ্চতার সাধারণ বাড়ির কাজও আটকে যাওয়ায় চরম উদ্বেগ তৈরি হয় নির্মাণ শিল্প ও সাধারণ মানুষের মনে। এই পরিস্থিতিতে স্থবিরতা কাটাতে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন নির্দেশিকা আনল পুরসভা। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যেসব জায়গায় ইতিমধ্যেই বেসমেন্ট বা পাইলিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে, সংলগ্ন বাড়ির সুরক্ষার স্বার্থে সেই কাজগুলো শেষ করা যাবে। বর্ষার মরশুমে দুর্ঘটনা এড়াতে সেফটি নেট লাগানো,

বাঁশের মাচা বা লোহার কাঠামো খোলা বা বসানো এবং অর্ধসমাপ্ত ক্রেন বসানোর কাজও সম্পন্ন করা যাবে। এছাড়া, বন্ধ নির্মাণস্থলে জল জমে যাতে ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়ার মশার উপদ্রব না ঘটে, সেই বিষয়েও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অডিটের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নতুন নির্মাণে কড়াকড়ি থাকলেও, জরুরি ও সুরক্ষাজনিত কাজে এই ছাড় দেওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে সংশ্লিষ্ট মহলে।

পুষ্পবৃষ্টি ও আলোকসজ্জায় সেজে উঠছে তারকেশ্বর, শ্রাবণী মেলায় ভক্তদের জন্য প্রশাসনের অভিনব উদ্যোগ

নয়া জামানা, হুগলি ঃ শ্রাবণ মাসকে কেন্দ্র করে সেজে উঠছে তারকেশ্বর। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ যাত্রা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে একাধিক বিশেষ উদ্যোগ।

এ বছর প্রথমবার ভক্তদের স্বাগত জানাতে হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির অভিনব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রাবণ মাসের প্রতি রবিবার তারকেশ্বর, জল্লেশ ও মহাকাল মন্দিরে আকাশপথ থেকে ফুল ছড়ানো হবে। এছাড়া আগামী ১৯ জুলাই শেওড়াফুলির নিমাইতীর্থ ঘাট থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত বিশেষ পুষ্পবৃষ্টি এবং ১৪ জুলাই নিমাইতীর্থ ঘাটে গঙ্গা আরতির আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছর অসংখ্য ভক্ত নিমাইতীর্থ ঘাট থেকে গঙ্গাজল কাঁধে নিয়ে খালি পায়ে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার পথ হেঁটে তারকেশ্বর মন্দিরে পৌঁছান। এই দীর্ঘ যাত্রাপথকে আরামদায়ক করতে রাস্তা সংস্কার, নতুন ঘাট নির্মাণ,

পানীয় জল, বিশ্রামকেন্দ্র এবং চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এমনকি দীর্ঘ পথ হেঁটে আসা পুণ্যার্থীদের পায়ের কষ্ট কমাতে রাস্তার বিভিন্ন অংশে নরম কটনের ম্যাট বিছিয়ে দেওয়া হবে। নিরাপত্তার বিষয়েও বাড়তি নজর দিচ্ছে প্রশাসন। পুরো যাত্রাপথে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর কন্ট্রোল রুম, পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন, ড্রোন নজরদারি ও এনডিআরএফ টিম প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি থাকছে পর্যাপ্ত বায়ো-টয়লেট ও স্থায়ী শৌচাগার। আলোর মালায় সেজে ওঠা যাত্রাপথ আর উন্নত পরিকাঠামোর মাধ্যমে এ বছরের শ্রাবণী মেলা ভক্তদের কাছে আরও স্মরণীয় হয়ে উঠবে বলে আশা করছে প্রশাসন।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

৪ জুলাই ২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

অ্যাসিড হামলায় ১২ বছরের সাজা যুবকের

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারে এক মহিলা হোটেল মালিকের ওপর নৃশংস অ্যাসিড হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে ৬০ হাজার টাকা জরিমানাও ধার্য করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের অতিরিক্ত কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলে আদালত জানিয়েছে। ঘটনাটি ঘটে গত বছরের ১৫ অক্টোবর রাতে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সংলগ্ন বি.জি. রোডে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার সময় মহিলা হোটেল মালিকের মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারে অভিযুক্ত ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, যার বাড়ি ব্যারাকপুরে। শুধু তাই নয়, ব্লেড দিয়ে মহিলার কানও কেটে দেয় সে। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা তৎপরতা দেখিয়ে অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অপরাধমূলক মামলার রেকর্ড রয়েছে। ব্যারাকপুর পুলিশের নজর এড়াতে সে আলিপুরদুয়ারে এসে আশ্রয় নিয়েছিল বলে তদন্তে উঠে আসে।

প্রাথমিকভাবে অনুমান, বকেয়া পাওনা সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই এই হামলা চালানো হয়। মামলার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ও নথি খতিয়ে দেখে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে দুটি ধারায় ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৬০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেয়।

ড্রেন দখল অভিযোগে অভিযান প্রশাসনের

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ দিনহাটা শহরের সাতকুরা এলাকায় ড্রেনের উপর নির্মিত একটি বাণিজ্যিক ভবনকে ঘিরে ওঠা অভিযোগের জেরে শুক্রবার সরেজমিনে গিয়ে জমি মাপজোক করল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। অভিযোগ,

২০১৭ সালে তৎকালীন দিনহাটা পুরসভার উদ্যোগে শিশু পার্কের সামনে ড্রেনের ওপর ভবন নির্মাণ করে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হয়, যার ফলে শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অভিযোগকারী আনোয়ার হোসেন দিনহাটা এক নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর দাবি, ড্রেনের ওপর অবৈধ নির্মাণের কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই দিনহাটা সংহতি ময়দান ও দিনহাটা হাই স্কুলের মাঠে জল জমে যায়। এতে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা শুক্রবার সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করে জমি মাপজোক করেন। দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্মাণটি আইনসম্মতভাবে হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। তদন্তের রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত সেই অনুযায়ী নেওয়া হবে। আনোয়ার হোসেন দাবি করেন, ড্রেনের ওপর এই নির্মাণ সম্পূর্ণ বেআইনি এবং এর ফলে শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, তৎকালীন পুরসভার চেয়ারম্যান উদয়ন গুহ প্রভাব খাটিয়ে এই নির্মাণ করিয়েছিলেন। বিষয়টি তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

জল্পেশে চালু হচ্ছে অনলাইন টিকিট

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ আসন্ন শ্রাবণী মেলায় জল্পেশ মন্দিরে দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে প্রথমবার অনলাইন টিকিট ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে জল্পেশ মেলা কমিটি। বাড়িতে বসেই মাত্র ৪০ টাকায় অনলাইনে টিকিট কেটে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন পুণ্যার্থীরা। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। মন্দির কমিটি জানিয়েছে, একটি ব্যাংকের সহযোগিতায় অনলাইন টিকিট ব্যবস্থা চালু করা হবে। আগামী ১৯ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী শ্রাবণী মেলা, যা টানা পাঁচ সপ্তাহ রবিবার ও সোমবার চলবে।

প্রতি বছর অসম, নেপাল, ভুটান-সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত জলঢাকা নদী থেকে জল নিয়ে 'বোল বোম' ধ্বনি তুলে পায়ে হেঁটে জল্পেশ মন্দিরে পৌঁছান এবং শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করেন। এতদিন টিকিট কাটতে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হতো, ফলে ভোগান্তির শিকার হতেন ভক্তরা। নতুন অনলাইন ব্যবস্থায় সেই সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে আশা মন্দির কমিটির। মন্দির কমিটির সম্পাদক গীরেন্দ্রনাথ দেব জানান, সমস্ত নিয়ম মেনেই অনলাইন টিকিট চালু করা হচ্ছে, যাতে ভিড় ও হুড়োহুড়ি এড়ানো যায়। অন্যদিকে, মেলাকে ঘিরে প্রশাসন ও পুলিশও প্রস্তুতি শুরু করেছে। নিরাপত্তা, যান নিয়ন্ত্রণ ও ভিড় সামাল দিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলার ব্যবসায়ীরাও দোকান বসাতে জল্পেশে পৌঁছাতে শুরু করেছেন। এবার ভালো ব্যবসার আশায় রয়েছেন তাঁরা।

উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের নতুন ব্লুপ্রিন্ট

উত্তরকন্যা নিয়ে রোডম্যাপ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

উত্তম সিংহ ।। নয়া জামানা ।। বাগডোগরা

উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে উত্তরকন্যাকে পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরকন্যায় প্রায় তিন ঘণ্টার প্রশাসনিক বৈঠক শেষে বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মধ্যে উত্তরকন্যাকে সীমাবদ্ধ না রেখে সব সরকারি দপ্তরের কার্যকর প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, পুরসভা ও জিটিএ-র বহু জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে নিয়মিত দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগ এসেছে। প্রশাসনিক কাজে গাফিলতি করলে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের শোকজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ সময়মতো ব্যয়, ডিপিআর জমা এবং টেন্ডার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ওপরও জোর দেন তিনি। তিনি জানান, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে বর্তমানে ৩০০টি প্রকল্পের কাজ চলছে। প্রতিটি প্রকল্পের গুণগত মান স্থানীয় বিধায়কদের উপস্থিতিতে বিডিওদের পর্যালোচনা করতে হবে। এর মধ্যে ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অগ্রগতি তিনি নিজেই পরবর্তী উত্তরবঙ্গ সফরে খতিয়ে দেখবেন। বর্ষা ও সম্ভাব্য বন্যা মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর ও শিলিগুড়ির বন্যাপ্রবণ এলাকায় সেচ দপ্তরের একাধিক প্রকল্পের কাজ চলছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত ৪০০ পুলিশ মোতায়েন, সিভিল ডিফেন্স ইউনিট গঠন, প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক ও অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের নিয়ে বিশেষ বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী গড়ে তোলার কথাও ঘোষণা করেন। উত্তরবঙ্গে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন, সেচ ও বিমান পরিষেবার উন্নয়নেও একাধিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে তিনি জানান, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও বালুরঘাটে নতুন মেডিকেল কলেজ, হাসিমারা বিমানবন্দরকে বাণিজ্যিক বিমানবন্দর হিসেবে গড়ে তোলা, বালুরঘাট ও মালদায় বিমান পরিষেবা চালু এবং কোচবিহার বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া 'বিকশিত ভারত' কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ এলাকায় ১২৫ দিনের কর্মসংস্থানের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, অদক্ষ, অর্ধদক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকদের জন্য যথাক্রমে ৩০০, ৪০০ ও ৬০০ টাকা দৈনিক মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্প প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে কিছু উপভোক্তা জুন মাসে অর্থ পাননি। আগামী দু'মাস আবেদন সংশোধনের সুযোগ থাকবে এবং শুধুমাত্র প্রকৃত যোগ্যরাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

অন্নপূর্ণার টাকার দাবিতে বিক্ষোভ উত্তরবঙ্গে

নয়া জামানা, উত্তরবঙ্গ ব্যুরো ঃ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা না পাওয়ার অভিযোগে শুক্রবার কোচবিহারের দিনহাটা ও জলপাইগুড়ির ক্রান্তিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন শতাধিক মহিলা। প্রশাসনের কাছে দ্রুত টাকা প্রদানের দাবি জানিয়ে দিনহাটায় মহকুমা শাসকের দপ্তর ও দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির ক্রান্তি ব্লকের লাটাগুড়িতে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিক্ষোভের পর ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন মহিলারা। দিনহাটার বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য অনলাইন ও অফলাইনে আবেদন জমা দেওয়া হলেও এখনও তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা আসেনি। তাঁদের দাবি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অর্থ নিয়মিত পেলেও নতুন প্রকল্পের ঘোষিত অর্থ এখনও মেলেনি।

এদিন মহকুমা শাসক ভরত সিং কয়েকজন প্রতিনিধিকে ডেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। একই দাবিতে দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও অফিসেও বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। বিডিও বিশাদ ভট্টাচার্য তাঁদের সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে যোগাযোগ

করার পরামর্শ দেন। তবে দ্রুত সমস্যা না মিটলে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। অন্যদিকে, লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিক্ষোভের পরও কোনও স্পষ্ট উত্তর না পেয়ে ক্ষুব্ধ মহিলারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। ফলে কিছু সময় যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে প্রশাসনের উদ্যোগে পাঁচজন মহিলা প্রতিনিধির সঙ্গে ব্লক আধিকারিকের বৈঠক হয়। বৈঠকের পর প্রতিনিধিরা জানান, প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা ধাপে ধাপে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সমস্যার সমাধান হবে। প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করা হলেও দ্রুত টাকা না পেলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

ফালাকাটায় ব্রাউন সুগারসহ গ্রেপ্তার ২

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল জেলা পুলিশ। নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভিত্তিতে ফালাকাটা থানার পুলিশ, স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)-এর সহায়তায় জাতীয় সড়কের সুভাষপল্লী মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার রাতের ওই অভিযানে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য আইনানুগভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে চেষ্টা করছে, এই মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না। জেলা পুলিশের দাবি, মাদক পাচার ও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে তাদের অভিযান ভবিষ্যতেও একইভাবে চলবে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং গোটা চক্রকে আইনের আওতায় আনতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

পুন্ডিবাড়ীতে নব নির্বাচিত প্রধান ভক্তি

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ দীর্ঘদিনের জটিলতার অবসান ঘটিয়ে নতুন প্রধান পেল পুন্ডিবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত। শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রাক্তন প্রধান শেফালী রায়ের পদত্যাগের পর প্রধানের পদটি দীর্ঘদিন শূন্য ছিল। অবশেষে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী ভক্তি মণ্ডল সরকার বিপুল সমর্থন নিয়ে নতুন প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন। পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেছে, মোট ৩০ জন সদস্যের মধ্যে ২৮ জন ভক্তি মণ্ডল সরকারের পক্ষে ভোট দেন। নিরঙ্কুশ সমর্থন পাওয়ায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নির্বাচনকে ঘিরে সকাল থেকেই পুন্ডিবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মোতায়েন ছিল পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী। প্রশাসনের দাবি, পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত চত্বর সরগরম হয়ে ওঠে। ফল ঘোষণার পর বিজয়ী শিবিরে উচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ফলাফল পঞ্চায়েতে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি ও সংখ্যাগরিষ্ঠতারই প্রতিফলন। দায়িত্ব গ্রহণের পর নবনির্বাচিত প্রধান ভক্তি মণ্ডল সরকার জানান, পঞ্চায়েত এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং মানুষের প্রয়োজনীয় পরিষেবা নিশ্চিত করাই তাঁর অগ্রাধিকার হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, নতুন নেতৃত্বের হাত ধরে দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক স্থবিরতা কাটিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ ও জনপরিষেবা আরও গতিশীল হবে।

বর্জ্য সমস্যায় হাট বন্ধের হুঁশিয়ারি

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির নতুন বাজার কর্মতীর্থ ভবনে জমে থাকা বর্জ্যের স্তূপ ও তীব্র দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে হাট বন্ধের হুঁশিয়ারি দিলেন ব্যবসায়ীরা। শুক্রবার বেশ কিছু সময় দোকান বন্ধ রেখে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বর্জ্য অপসারণ না হওয়ায় কর্মতীর্থ ভবন কার্যত অলিখিত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। দুর্গন্ধ, মশা-মাছির উপদ্রব ও স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে ব্যবসা চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট বন্ধ থাকায় ময়নাগুড়ি পুরসভার বর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ফলে বাজার এলাকায়

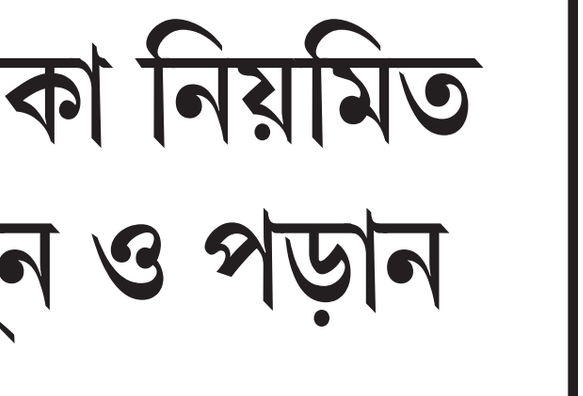

প্রতিদিন বর্জ্য জমে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। ব্যবসায়ী রঞ্জিত সাহা, নিরঞ্জন রায় ও সুরেন রায় জানান, দ্রুত বর্জ্য সরানো না হলে মঙ্গলবার ও শুক্রবারের হাট বন্ধ রাখতে বাধ্য হবেন তাঁরা। পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, বর্তমানে বর্জ্য ফেলার বিকল্প জায়গা না থাকায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। জলপাইগুড়ি পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড ব্যবহারের অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি বন্ধ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প পুনরায় চালুর উদ্যোগও অব্যাহত রয়েছে।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

দৈনিক নয়া জামানা পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

হুমায়ুনকে খুনের হুমকি, ইমেল ঘিরে তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ‘স্যাটাভাঙা মার’ মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্কের মধ্যেই এবার খুনের হুমকি পেলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সূত্রের খবর, ইমেলের মাধ্যমে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। তবে ইমেলটি কোথা থেকে পাঠানো হয়েছে এবং সেটি আসল না ভুয়ো, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে রেজিনগর থানায় অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন হুমায়ুন কবীর। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ইমেলের উৎস ও সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় তদন্ত শুরু করবে বলে সূত্রের খবর। এর আগে ‘স্যাটাভাঙা মার’ মন্তব্যকে কেন্দ্র করে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর ও রেজিনগর থানায় পৃথক এফআইআর দায়ের হয়েছে।

ওই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই থানার পক্ষ থেকে তাঁকে তলব করা হয়। তবে নির্ধারিত দিনে শক্তিপুর থানায় হাজিরা দেননি তিনি। বরং থানার ওসিকে উদ্দেশ্য করে বিতর্কিত মন্তব্য করেন, যা নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, গত শনিবার মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের কাশীপুর এলাকায় এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, বিজেপি জিতেছে এবং সরকার গড়েছে, কিন্তু মুর্শিদাবাদে হেরে যাওয়ার পরও কয়েকজন এমন আচরণ করছেন যেন তাঁরাই বিধায়ক। এরপরই তিনি ‘স্যাটাভাঙা মার’ সংক্রান্ত মন্তব্য করেন, যা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এই ঘটনার জেরে রেজিনগর থানার পুলিশ ওই সভার তিন আয়োজককে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সদস্য। এদিকে, খুনের হুমকির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি হুমায়ুন কবীর। পুলিশ ইমেলের উৎস, প্রেরকের পরিচয় এবং হুমকির বিশ্বাসযোগ্যতা খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে।

মুখ্যমন্ত্রী র হুঁশিয়ারির পরেই ফের বেলডাঙায় এনআইএ,ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞাসাবাদ

নয়া জামানা,বেলডাঙাঃ চলতি বছরের জানুয়ারিতে বেলডাঙায় সংঘটিত অশান্তির ঘটনায় তদন্তে ফের বেলডাঙায় এল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র আধিকারিকরা। শুক্রবার তাঁরা প্রথমে বেলডাঙা থানায় গিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং মামলার তদন্ত-সংক্রান্ত বেশ কিছু নথিপত্র সংগ্রহ করেন। পরে ঘটনাস্থল বড়ুয়া মোড়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং কয়েক জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডে বেলডাঙার এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ নিয়ে প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। পাশাপাশি রেললাইনও অবরোধ করা হয়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ১৭ জানুয়ারি বিহারে আরও এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেলডাঙার বড়ুয়া মোড়ে ফের জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু হয়। অভিযোগ, ওই বিক্ষোভ চলাকালীন একাধিক দোকান, বাস ও লরিতে ভাঙচুর চালানো হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় লালগোলা-শিয়ালদহ শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় এবং কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বেলডাঙা। ঘটনার পর বেলডাঙা থানার পুলিশ ২৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে মামলার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে যায়। পরে মামলায় অভিযুক্ত কয়েক জন জামিনে মুক্তি পান। সম্প্রতি বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বেলডাঙার ঘটনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সরকারি সম্পত্তি নষ্টের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। তিনি জানান, দোষীদের গ্রেপ্তার করে তাঁদের সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির অর্থ আদায়ের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই প্রেক্ষাপটে শুক্রবার এনআইএ-র তদন্তকারীরা ফের বেলডাঙায় এসে তদন্তে অগ্রগতি ঘটানোর লক্ষ্যে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পাশাপাশি বড়ুয়া মোড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের বক্তব্য নথিভুক্ত করেন এবং ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে কয়েক জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তদন্তের স্বার্থে আরও তথ্য ও নথি সংগ্রহ করা হয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে।

সালার স্টেশনে উচ্ছেদ নোটিশ, পুনর্বাসনের দাবিতে উদ্বেগে ব্যবসায়ী ও বস্তিবাসীরা

আইয়ুব আলী, নয়া জামানা,সালার ঃ পূর্ব রেলের সালার স্টেশন চত্বরে রেলের জমি দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে উচ্ছেদ অভিযানে নামল রেল কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার আরপিএফ ও রেল আধিকারিকরা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছে জবরদখল করে গড়ে ওঠা দোকানপাট ও বস্তি এলাকার বাসিন্দাদের নোটিশ প্রদান করেন। নোটিশ অনুযায়ী আগামী ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের স্থান খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বহু বেকার যুবক রেলের জমির উপর ছোট ছোট ব্যবসা করে সংসার চালিয়ে আসছেন। পাশাপাশি কয়েকটি অসহায় ও দুস্থ পরিবারও ওই এলাকায় বসবাস করে আসছিল। উচ্ছেদের নোটিশ হাতে পাওয়ার পর অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন তারা। ক্ষতিগ্রস্ত

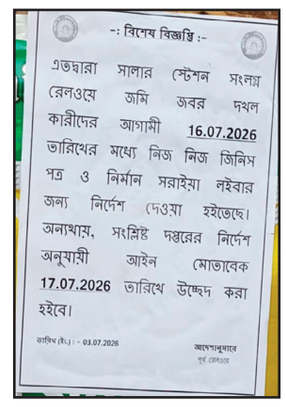

পরিবারগুলির অভিযোগ, পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য, বিকল্প বাসস্থান ও ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পর উচ্ছেদ করা হলে তা আরও মানবিক হতো। নোটিশ পাওয়ার পর বহু পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়েন। বস্তিবাসী ও ব্যবসায়ীদের একাংশ জানান, এই দোকান ও বসতিই ছিল তাদের একমাত্র জীবিকার উৎস। উচ্ছেদের পর তারা কোথায় ব্যবসা করবেন, কোথায় বসবাস করবেন, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগে রয়েছেন। এদিন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা বিক্ষোভও প্রদর্শন করেন।

তাদের অভিযোগ, এই কঠিন পরিস্থিতিতে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকে পাশে পাওয়া যায়নি। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়া উচ্ছেদ করা হলে বহু পরিবার চরম আর্থিক সংকটে পড়বে এবং জীবিকা নির্বাহ করাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রেলের জমি দখলমুক্ত করে নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভিনরাজ্যে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হরিহরপাড়ার পরিযায়ী ফেরিওয়ালার

মুক্ত দাস ,নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জোগাড়ের আশায় ভিনরাজ্যে ফেরি করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আর জীবিত অবস্থায় বাড়ি ফেরা হল না। উত্তরপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার মালোপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পদ্মনাভপুর এলাকার বাসিন্দা আব্বাস মণ্ডলের। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক মাস আগে জীবিকার সন্ধানে উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্রা জেলার মায়রপুর এলাকায় বিভিন্ন সামগ্রী ফেরি করতে যান আব্বাস মণ্ডল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাজার করতে যাওয়ার সময় একটি দ্রুতগতির মোটরবাইক তাকে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে

স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় আব্বাস মণ্ডলের। শুক্রবার তাঁর মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃতদেহ গ্রামের বাড়িতে আনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। শেষবারের মতো আব্বাসকে দেখতে এলাকার মানুষের ভিড় জমেছে। জানা গিয়েছে, আব্বাস মণ্ডলের পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী ও দুই কন্যা। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও ছোট মেয়ের বিয়ের জন্য অর্থ জোগাড় করতেই তিনি ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার কার্যত দিশাহারা হয়ে পড়েছে। পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

চিকিৎসক দিবসে ফরাক্কায় রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যায় সংস্কৃতির অনন্য মেলবন্ধন

সঞ্জয়কুমার দাস , নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে ১ জুলাই ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের আবাসিকদের সাংস্কৃতিক সংস্থা সম্প্রীতি আয়োজন করেছিল এক মনোজ্ঞ রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা। ইলেক্ট্রিক অফিস সংলগ্ন মাঠের স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের মঞ্চের নামকরণ করা হয় ডা. বিধানচন্দ্র রায় মঞ্চ। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের জিএম শ্রী আর. কে. দেশপান্ডে। উপস্থিত ছিলেন অনুপনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডা. ইন্দ্রজিৎ সরকার, প্রাবন্ধিক সঞ্জয়কুমার দাস, সংগীতগুরু জগদীশ চক্রবর্তী-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সম্প্রীতির সম্পাদক অক্ষয়কুমার সরকার। চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে ডা. ইন্দ্রজিৎ সরকার-কে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রধান বক্তা

সঞ্জয়কুমার দাস তাঁর বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং ডা. বিধানচন্দ্র রায়-এর মানবতাবাদী দর্শনকে একসূত্রে গেঁথে চিকিৎসা,

সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে পঞ্চাশাধিক নৃত্য, সংগীত ও বাচিক শিল্পী রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, নৃত্য ও আবৃত্তির মাধ্যমে তিন মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। চিকিৎসক দিবসকে কেন্দ্র করে এমন সাংস্কৃতিক আয়োজন প্রমাণ করে, সুস্থ সমাজ গঠনে চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতিও সমানভাবে অপরিহার্য।

এই সন্ধ্যা তাই হয়ে উঠেছিল মানবতা, সৃজনশীলতা ও সম্প্রীতির এক স্মরণীয় উৎসব।

ফরাক্কায় রেডক্রসের উদ্যোগে চিকিৎসকদের সম্মাননা

নয়া জামানা, ফারাক্কা ঃ জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে ১ জুলাই ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির ফরাক্কা শাখার উদ্যোগে বেনিয়াগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক আন্তরিক ও অনাড়ম্বর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ফরাক্কার বিএমওএইচ ডা. মসিউর রহমান-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি সমাজের কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

এদিন বিএমওএইচ ডা. মসিউর রহমানের পাশাপাশি সংবর্ধিত হন ডা. সজলকুমার পণ্ডিত, ডা. রোজিনা, ডা. এস. এম. মইদুল ইসলাম এবং স্বাস্থ্যকর্মী ফারহানা ইয়াসমিন। মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় তাঁদের নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ এবং নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির ফরাক্কা শাখা এ বছরের ‘ডক্টর্স অফ দ্য ইয়ার’ সম্মানে সম্মানিত করে ডা. এস. এম. মইদুল ইসলাম-কে। এই সম্মান কেবল একজন চিকিৎসকের ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রতীক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাখার সম্পাদক কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও জীবনব্যাপী সদস্য কমলকুমার মিশ্র, বিশ্বজিৎ হালদার, মোশারফ হোসেন, সৌমিত্র মিশ্র, হাজিকুল ইসলাম, রাজেশ চৌধুরী, সুব্রত মিশ্র, আনজুম-আরা খাতুন, দীপ্রজিৎ ভকত এবং সঞ্জয়কুমার দাস-সহ বহু সদস্য অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ছোট পরিসরের হলেও এই আয়োজন ছিল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি মানবসেবার আদর্শকে আরও সুদৃঢ় করার বার্তাই বহন করেছে রেডক্রসের এই উদ্যোগ।

রঘুনাথগঞ্জ থানায় নতুন আইসি সৌরভ চট্টোপাধ্যায়

রাজু শেখ, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার গুরুত্বপূর্ণ রদবদলের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ থানার নতুন আইসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সৌরভ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এর আগে বীরভূম জেলার চন্দ্রপুর সার্কেলের সিআই পদে কর্মরত ছিলেন। অন্যদিকে, রঘুনাথগঞ্জ থানার প্রাক্তন আইসি কাত্তিক চন্দ্র রায়কে তাঁর জায়গায় চন্দ্রপুরে পাঠানো হয়েছে।উল্লেখ্য, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গিপুরকে নতুন জেলা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। জেলা ঘোষণার পর প্রশাসনিক স্তরে এটি অন্যতম প্রথম বড় রদবদল বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে নতুন প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা আরও সুসংহত করার লক্ষ্যেই এই বদলি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।রঘুনাথগঞ্জ

জঙ্গিপুর জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত এলাকা। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষের যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হওয়ায় থানার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নতুন আইসি হিসেবে সৌরভ চট্টোপাধ্যায়ের ওপর সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাও অনেক।এখন দেখার বিষয়, দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ মানুষের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন। এলাকার বাসিন্দাদের আশা, নতুন আইসির নেতৃত্বে রঘুনাথগঞ্জ থানার পরিষেবা আরও উন্নত হবে এবং সাধারণ মানুষ আরও নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক পরিবেশ পাবেন।

তলব এড়িয়ে ওসিকে বাবা-মা তুলে আক্রমণ হুমায়ুনের

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর-এর। এবার থানার তলব প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে শক্তিপুর থানার ওসিকে কটাক্ষ করে বিতর্কে জড়ালেন তিনি। ‘স্যাটাভাঙা মার’ মন্তব্যকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে রাজনৈতিক মহলে তুমুল বিতর্ক চলছে। সেই মন্তব্যের জেরে শক্তিপুর ও রেজিনগর;দুই থানাই বিধায়ককে হাজিরার নোটিস দেয়। শুক্রবার শক্তিপুর থানায় তাঁর হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও আগেই তিনি জানিয়েছিলেন, সেখানে যাবেন না। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, ওসি যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই নাকি বলছেন তাঁর বাবা এসেছে। এরপর তিনি কটাক্ষ করে বলেন, তিনি এসপিকে জানিয়ে শক্তিপুর থানায় গিয়ে তাঁর ক্ষুন্নতুন বাবাক্ষু-র সঙ্গে দেখা করবেন এবং প্রয়োজনে মাকেও নিয়ে যাবেন, যাতে তিনি তাঁর স্বামীকে চিনতে

পারেন কি না, তা দেখা যায়। এই মন্তব্য ঘিরেই নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এছাড়া তিনি জানান, পরদিন রেজিনগর থানায় হাজিরা দিতে গেলে প্রায় এক হাজার সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তাঁর দাবি, পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলে ওই সমর্থকেরাও তাঁর সঙ্গে যাবেন। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে রেজিনগরের কাশীপুরে এক জনসভায় হুমায়ুন কবীর বিজেপিকে উদ্দেশ করে বিতর্কিত ‘স্যাটাভাঙা মার’ মন্তব্য করেছিলেন। পরে শক্তিপুরের আরেক সভায় তিনি স্থানীয় ওসিকে লক্ষ্য করেও কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দেন। ওই বক্তব্যগুলি প্রকাশ্যে আসার পর রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। বিরোধী শিবির তাঁর বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করে। এরপর পুলিশ দুটি পৃথক মামলায় তাঁকে হাজিরার নোটিস দেয়। গত মঙ্গলবার সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে নোটিসও পৌঁছে দেওয়া হয়।

ভগবানগোলা স্টেশন থেকে আটক ৯ বাংলাদেশি, লালগোলা হোল্ডিং ক্যাম্পে পাঠাল পুলিশ

নয়া জামানা, ভগবানগোলা ঃ ভগবানগোলা রেলস্টেশন থেকে আটক ৯ জন সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিককে শুক্রবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে লালগোলার পদ্মা ভবনে অবস্থিত হোল্ডিং ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাঁদের পরবর্তী তদন্তের জন্য সেখানে রাখা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের প্রথমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়।

চিকিৎসকদের ছাড়পত্র পাওয়ার পর বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তাঁদের লালগোলার হোল্ডিং ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় ভগবানগোলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিশ্বজিৎ হালদারের নেতৃত্বে একাধিক পুলিশ আধিকারিক ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন। গোটা পথজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। উল্লেখ্য, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভগবানগোলা রেলস্টেশন থেকে ওই ৯ জনকে আটক করে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁদের পরিচয় ও নথিপত্র নিয়ে সন্দেহ তৈরি হওয়ায় তদন্ত শুরু হয়। তদন্তের স্বার্থে এবং প্রচলিত নিয়ম মেনেই তাঁদের লালগোলার পদ্মা ভবনের হোল্ডিং ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এদিকে, কয়েক দিন আগেই মুর্শিদাবাদে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের অভিযোগে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গত সোমবার সাগরদিঘি থানার পুলিশ মহম্মদ সোহেল নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে। বর্তমানে তাঁকে আহিরণের হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ধৃত ব্যক্তির বাড়ি বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে। প্রায় ১০ বছর আগে উত্তর ২৪ পরগনার ঝাউডাঙা সীমান্ত দিয়ে তিনি ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করেন বলে অভিযোগ। এরপর নিজের নাম পরিবর্তন করে ‘সোহেল শেখ’

পরিচয়ে প্রথমে মুম্বই এবং পরে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার মোড়গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তদন্তে আরও অভিযোগ উঠেছে, ভুয়ো পরিচয়ে তিনি আধার কার্ড ও ভোটার পরিচয়পত্র তৈরি করেন। পাশাপাশি সাগরদিঘির ইসলামপুর এলাকার এক তরুণীকে বিয়ে করেন এবং তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে বলে পুলিশ

সূত্রে জানা গিয়েছে। গোপন সূত্রে তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে মোড়গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, দুটি ঘটনাতেই আটক ব্যক্তিদের পরিচয়, নথিপত্র এবং ভারতে অবস্থানের বৈধতা খতিয়ে

দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পর আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....12 June....2026...new_Layout 1 04-07-2026 08:07 Page 7

সরকারি বাস না চলায় সমস্যায় মহিলারা, রায়গঞ্জ,বিন্দোল রুটে দ্রুত পরিষেবা চালুর দাবি

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা,রায়গঞ্জ ঃ পশ্চিমবঙ্গে সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা থাকলেও রায়গঞ্জ,বিন্দোল রুটে এখনও সরকারি বাস না চলায় ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এই রুটে সরকারি বাস না থাকায় মহিলা যাত্রীদের বেসরকারি বাসে ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ফলে রাজ্য সরকারের দেওয়া সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। স্থানীয়দের কথায়, প্রতিদিনই এই রুটে বহু ছাত্রছাত্রী, চাকরিজীবী মানুষ আর সাধারণ যাত্রী যাতায়াত করেন। সরকারি বাস চালু হলে একদিকে যেমন মহিলা যাত্রীরা বিনামূল্যে ভ্রমণের সুবিধা পাবেন, তেমনই সাধারণ যাত্রীদেরও নিরাপদ ও সাশ্রয়ী যাতায়াতের সুযোগ বাড়বে। এই সমস্যার কথা তুলে ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে দ্রুত সরকারি বাস পরিষেবা চালুর আবেদন জানিয়েছেন। স্থানীয়

বাসিন্দা কাকলি বিশ্বাস জানান,এই পরিষেবা পুনরায় চালু হলে রায়গঞ্জে চিকিৎসার জন্য যাওয়া, বিভিন্ন জরুরি কাজে যাতায়াত, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা এবং নিত্যদিনের যাতায়াতে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। সনাতন হেমব্রম জানান, বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া সরকারি বাস পরিষেবা দ্রুত চালু করা হোক।এ প্রসঙ্গে রায়গঞ্জের বিধায়ক তথা মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী জানান, বিষয়টি তাঁর নজরে এসেছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন কত দ্রুত এই রুটে সরকারি বাস পরিষেবা চালু করে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের এই দাবি পূরণ করতে পারে।

শিক্ষা, সচেতনতা ও প্রতিরোধ ঃ বাল্যবিবাহ ও নারী পাচার রুখতে দৃঢ় পদক্ষেপ

সাজাহান আলি,নয়া জামানা, পতিরাম ঃ শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন, শিশু পাচার ও বাল্যবিবাহের মতো ঘটনা বর্তমানে ক্রমবর্ধমান। সমাজের জ্বলন্ত এই সমস্যাগুলি ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে বিদ্যালয়ের ছাত্রী তথা সমাজের একটা বড় অংশকে। এর ফলে পারিবারিক দুশ্চিন্তা , কন্যার অন্ধকার ভবিষ্যৎ এবং মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হচ্ছে। এমন পটভূমিতে শুক্রবার পতিরাম বিবেকানন্দ গার্লস হাইস্কুলে আয়োজিত হল গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা সভা। বিদ্যালয়ের কয়েকশো ছাত্রী ,শিক্ষিকা,শিক্ষা কর্মীদের উপস্থিতিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের উপস্থিতিতে ও শক্তি বাহিনীর সহযোগিতায় বহু বিশিষ্টজন এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ,পতিরাম থানার ওসি প্রিতম সিং,বালুরঘাট মহিলা থানার ওসি চন্দ্রিমা সরকার,পতিরাম থানার মহিলা পুলিশ আধিকারিক আফরোজা ইসলাম, হিলি বিএসএফ ক্যাম্পের অ্যান্টি হিউমান ট্রাফিকিং ইউনিটের সাব-ইন্সপেক্টর হানুটা রাম সহ অন্যান্যরা। শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর উপস্থিত কয়েকশো ছাত্রীর কাছ থেকে এ বিষয়ে তাদের কি কি সমস্যা এবং কোন কোন বিষয়গুলি তারা সম্মুখীন হচ্ছে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ছাত্রীরা বেশ কয়েকজন এই বিষয়ে তাদের খোলাখুলি মতামত প্রদান করে।এরপর এই সমস্ত সমস্যা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং সরকারি আইন কি কি রয়েছে, সর্বোপরি পক্সো আইনে শিশুদের কিভাবে নিরাপত্তা বিধান করা হয় সেই বিষয়গুলিও তুলে ধরা হয়। এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সরকারি সহায়তা পাওয়ার যে বিষয়গুলি রয়েছে তাও সকলকে অবগত করা হয়। পতিরাম থানার ওসি প্রীতম সিং ও পুলিশের তরফে এ ধরনের কোনো ঘটনা দেখামাত্র সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে অবগত করার আবেদন জানানো হয়। সর্বোপরি ছাত্রীরা তাদের এলাকায় বাল্যবিবাহের কোন ঘটনা দেখলে তাও যেন দ্রুত বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ অথবা পুলিশ ও প্রশাসনকে জানায় তারও পরামর্শ দেওয়া হয়।

কাটমানি ও দুর্নীতি, ইসলামপুর পৌরসভায় বিজেপি যুব মোর্চার বিক্ষোভ

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ আবাস যোজনায় কাটমানি-সহ একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শুক্রবার ইসলামপুর পৌরসভা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করল বিজেপি যুব মোর্চা। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য পৌরসভা চত্বরে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরে ইসলামপুর থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিন ইসলামপুরে বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে পৌরসভার সামনে পৌঁছায়। সেখানে বিক্ষোভকারীরা পৌরসভার গেট খুলে ভিতরে প্রবেশ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিজেপির অভিযোগ, আবাস যোজনায় কাটমানি, উপভোক্তা নির্বাচনে অনিয়ম এবং পৌরসভার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রতিবাদেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।বিক্ষোভ চলাকালীন বিজেপি

নেতারা পৌরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে চান। তবে তাঁকে সেখানে না পেয়ে কর্মী-সমর্থকদের একাংশ 'চোর চোর' স্লোগান দিতে শুরু করেন। এর জেরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেও পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখে।বিজেপি যুব মোর্চার দাবি, আবাস যোজনা-সহ পৌরসভার বিভিন্ন প্রকল্পে ওঠা অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে বিজেপির এই অভিযোগের বিষয়ে ইসলামপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোতি দত্ত জানান আমরা উন্নয়নের কাজ করেছি যদি কোন অনিয়ম হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমরা পতিয়ে দেখব বলে আশ্বাস দেন।

হায়দ্রাবাদে 'মিম'এর সাংগঠনিক বৈঠক, পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে লড়াইয়ের বার্তা

দিলদার আলী, নয়া জামানা, কুশমন্ডি ঃ পশ্চিমবঙ্গে আগামী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত হলো অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (মিম)-এর এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক আলোচনা সভা। সভায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জেলা সভাপতি, যুব নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্মসূচি ও নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পক্ষ থেকে জেলা সভাপতি উমেদ আলী খান, যুব সভাপতি মোকসেদুর আলম এবং জেলা নেতৃত্ব নাঈম মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।আলোচনা সভায় রাজ্য নেতৃত্ব স্পষ্ট বার্তা দেন, আগামী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিটি বুথে শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে এবং সর্বশক্তি দিয়ে নির্বাচনী

লড়াইয়ে অংশ নিতে হবে।পাশাপাশি দলের আদর্শ, নীতি ও জনমুখী কর্মসূচিকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সভায় আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে জেলা নেতৃত্বকে তৃণমূল স্তরে সংগঠন বিস্তার, নতুন কর্মী অন্তর্ভুক্তি এবং বুথভিত্তিক সংগঠনকে আরও সক্রিয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্য নেতৃত্বের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিরাও সংগঠনকে আরও সুসংহত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বৈঠক শেষে দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রতিনিধিরা জানান, রাজ্য কমিটির নির্দেশনা এবং দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের দিকনির্দেশনা অনুসরণ

করে জেলার প্রতিটি প্রান্তে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা হবে।আগামী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুরে কার্যকর ও শক্তিশালী লড়াই গড়ে তুলতে দলের সকল স্তরের নেতা-কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন বলেও তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মহরমের মেলায় কাওয়ালির আসর

দিলীপকুমার তালুকদার,বুনিয়াদপুর ঃ মহরমের লাঠিখেলাকে কেন্দ্র করে ১০ দিনের জন্য মেলা শুরু হয়েছে বংশীহারীর মহাবাড়ি পঞ্চায়েতের ল্যাংড়াপিরে।উল্লেখ্য, গত ২৭ জুন ল্যাংড়াপিরে হজরত হুসেন শাহ আল কাদেরি ওরফে ল্যাংড়াপিরের মাজারে শ্রদ্ধা জানিয়ে পিরের মাজার সংলগ্ন মাঠে ঐতিহাসিক ১৮৮ তম লাঠিখেলা শুরু হয়।সেদিন থেকে ল্যাংড়াপির মহরম কমিটির পরিচালনায় ১০ দিনব্যাপী মেলা শুরু হয়েছে।মেলায় হরেক রকমের পশরা সাজিয়ে স্থানীয় ও দুরবর্তী স্থানের ব্যবসায়ীরা বসেছেন।মেলায় মনোহারী দোকান, আসবাব পত্র, নানা মুখোরোচক খাবারের দোকানের পাশাপাশি লোভনীয় সব মিষ্টির দোকানও বসেছে।মেলায় মিষ্টির মধ্যে গজা,জিলিপি এবং বিশালাকারের লুচি চলতি ভাষায় হাতি পাওয়া দেদার বিক্রি হচ্ছে।ছোটবড় সকলের মনোরঞ্জনের জন্য নানা ইলেক্ট্রিক নাগরদোলা,ব্রেক ডান্স,টয় ট্রেন মেলায় হাজির।বিকাল থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত নরনারীর উপস্থিতিতে মেলা জনজোয়ারে পরিনত হচ্ছে।প্রতিবারের ন্যায় এবারও গত বুধবার রাতে মেলা প্রাঙ্গনে কাওয়ালির আসর বসেছিল।মালদার চাঁচলের কাওয়াল আমজাদ আলি চিশতি গভীর রাত পর্যন্ত কাওয়ালি গান পরিবেশন করেন।মেলার নিরাপত্তা বজায় রাখতে মেলা কমিটির পক্ষ থেকে সমগ্র মেলা সিসি টিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। ল্যাংড়াপির মাজারের মোতওয়ালি কালাম চৌধুরী বলেন, আমাদের এই ল্যাংড়াপিরের মহরম মেলা সকল ধর্মের মানুষের উপস্থিতিতে সারা দক্ষিন দিনাজপুর জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে।

কুশমণ্ডি থানায় চালু হলো নারী সহায়তা কেন্দ্র

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ নারী সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নকে আরও জোরদার করতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানায় আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো নারী সহায়তা কেন্দ্র। রাজ্যজুড়ে একযোগে এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে কুশমণ্ডি থানাতেও এদিন নতুন এই কেন্দ্রের সূচনা করা হয়। মহিলাদের অভিযোগ গ্রহণ, প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং দ্রুত আইনি ও প্রশাসনিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।কুশমণ্ডি থানা প্রাঙ্গণে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ট্রাফিক ডিএসপিডি বিল্বমঙ্গল সাহা, কুশমন্ডি থানার এসআই অনন্ত মণ্ডল-সহ থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।অনুষ্ঠানে জানানো হয়, নারী সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে পারিবারিক নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, হয়রানি-সহ বিভিন্ন সমস্যার শিকার মহিলারা সহজেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শ ও প্রশাসনিক সহযোগিতা পাবেন। একই সঙ্গে নারীদের নিরাপত্তা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও এই কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।অনুষ্ঠানের শেষে কুশমণ্ডি বিধানসভার বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় বলেন, বর্তমান সময়ে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেই লক্ষ্যেই কুশমণ্ডির মহিলাদের কথা ভেবে এই নারী সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই কেন্দ্র এলাকার মহিলাদের আস্থা ও ভরসার ঠিকানা হয়ে উঠবে এবং যেকোনো সমস্যায় তাঁরা দ্রুত প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভ করবেন।

ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে সচেতনতামূলক ডকুমেন্টারির উদ্বোধন মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদে

নয়া জামানা, মালদা ঃ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন, কর্ম এবং তাঁর জন্ম ও মৃত্যুদিন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি বিশেষ তথ্যচিত্র (ডকুমেন্টারি) নির্মাণ করেছে মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। শুক্রবার মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ডকুমেন্টারিটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক তথা মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান মলয় মণ্ডল।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এআই নয়ন কুমার মণ্ডল, আবুল মালেক, ফিন্যান্স অফিসার দীপঙ্কর রায়-সহ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা। উদ্বোধনের পর মলয় মণ্ডল জানান, ডকুমেন্টারিটি জেলার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেওয়া হবে। বিদ্যালয়গুলিকে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তথ্যচিত্রটি প্রদর্শনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন,

আদর্শ ও অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।এ প্রসঙ্গে মলয় মণ্ডল বলেন, ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও অবদান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিচিতি নেই। তাই শিশুদের ছোটবেলা

থেকেই তাঁর জীবনী, কর্ম এবং দেশের প্রতি তাঁর অবদান সম্পর্কে জানানো প্রয়োজন। এই ডকুমেন্টারির মাধ্যমে আগামী প্রজন্ম তাঁর জীবনাদর্শ ও কৃতিত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন ও সমৃদ্ধ হবে বলে আমরা আশা করছি।জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিহাসচর্চা এবং জাতীয় ব্যক্তিত্বদের জীবন ও অবদান সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি করবে বলেই মনে করছে শিক্ষা মহল।এছাড়াও জেলার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এক পক্ষ ব্যাপী ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির উপর একাধিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছে।শুক্রবার মালদা শহরের মহেশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্যামাপ্রসাদ কে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদের উপরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করা হয়।মহেশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় উপস্থিত ছিলেন এসআই রিতা চৌধুরী,নয়ন কুমার রায়, দীপঙ্কর রায় সহ একাধিক শিক্ষা আধিকারিক।

দলে যোগদানের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করল ব্লক কংগ্রেস

আহমেদ বাপি,নয়া জামানা, গাজোল ঃ শুক্রবার বিকেলে দলে যোগদান নিয়ে বেশকিছু শর্ত বেঁধে দিল গাজোল ব্লক জাতীয় কংগ্রেস। এদিন দল দলীয় কর্মীদের নিয়ে একটি গুরুত্ব পূর্ণ বৈঠকও করে। সেই বৈঠকে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের গাজোলের ব্লক সভাপতি প্রেম চৌধুরী ও জেলা নেতৃত্ব ও অঞ্চল নেতৃত্ব সহ অন্যান্যরা। পরে সাংবাদিক বৈঠক করে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে গেছে। সরকার আর নেই। এই মুহূর্তে অনেকে কংগ্রেসের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সবাইকে দলে নেওয়া হবে না। বেশ কিছু নিয়ম মানতে হবে। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা দক্ষিণ মালদার সংসদ ঈশা খান চৌধুরীর নির্দেশে একাধিক শর্ত মানতে হবে। যে যত বড় নেতা হোক না কেন, আগে অঞ্চল ভিত্তিক , এরপর ধাপে ধাপ ব্লকে আসতে হবে, জেলায় অনুমোদন পাঠানো হবে। তারা গ্রহণ করলে দলে নেওয়া হবে বলে কংগ্রেস স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। পাশাপাশি শৃঙ্খলাও মেনে চলতে হবে। তবে ভালো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদেরই নেওয়া হবে বলে কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

৮
৪ জুলাই ২০২৬

পূর্ব ও পঃ বর্ধমান

নয়া জামানা

এডিপিসিতে পুলিশ অফিসারদের বড়সড় রদবদল, একাধিক থানা ও ফাঁড়ির দায়িত্বে পরিবর্তন

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের আওতাধীন বিভিন্ন থানা ও ফাঁড়ি এলাকায় পুলিশ আধিকারিকদের এক বড়সড় রদবদলের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল। ৩ জুলাই ২০২৬ তারিখে এডিপিসির পক্ষ থেকে জারি করা এই বিজ্ঞপ্তিতে আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমার বেশ কিছু থানা ও ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের পারস্পরিক স্থানান্তর, পদোন্নতি এবং পদাবনতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, দুর্গাপুর থানার ওসি সঞ্জীব দে-কে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের নারকোটিক সেকশনের ওসির দায়িত্বে পাঠানো হচ্ছে। আসানসোল দক্ষিণ থানার আইসি মানব ঘোষকে দুর্গাপুর পুলিশ স্টেশনের ওসি করা হয়েছে।

গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিক অমরনাথ দাস যাচ্ছেন রাণীগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে। অন্যদিকে, জাহাঙ্গিরি মহল্লার আইসি উজ্জল

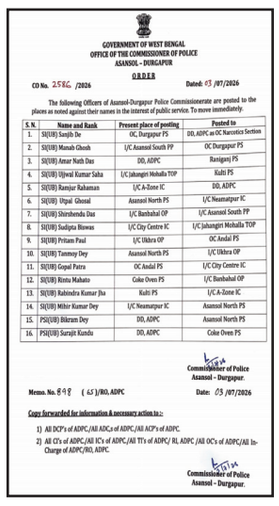

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE
ASANSOL - DURGAPUR

ORDER

CO No. 2586 /2026 Dated: 03 /07/2026

The following Officers of Asansol-Durgapur Police Commissionerate are posted to the places as noted against their names in the interest of public service. To move immediately.

S. N.	Name and Rank	Present place of posting	Posted to
1.	SI(UB) Sanjib De	OC, Durgapur PS	DD, ADPC as OC Narcotics Section
2.	SI(UB) Manab Ghosh	I/C Asansol South PP	OC Durgapur PS
3.	SI(UB) Amar Nath Das	DD, ADPC	Raniganj PS
4.	SI(UB) Ujjwal Kumar Saha	I/C Jahangiri Mohalla TOP	Kulti PS
5.	SI(UB) Ranjur Rahaman	I/C A-Zone IC	DD, ADPC
6.	SI(UB) Utpal Ghosal	Asansol North PS	I/C Neamatpur IC
7.	SI(UB) Shirshendu Das	I/C Banhabal OP	I/C Asansol South PP
8.	SI(UB) Sudipta Biswas	I/C City Centre IC	I/C Jahangiri Mohalla TOP
9.	SI(UB) Pritam Paul	I/C Ukhra OP	OC Andal PS
10.	SI(UB) Tanmoy Dey	Asansol North PS	I/C Ukhra OP
11.	SI(UB) Gopal Patra	OC Andal PS	I/C City Centre IC
12.	SI(UB) Rintu Mahato	Coke Oven PS	I/C Banhabal OP
13.	SI(UB) Rabindra Kumar Jha	Kulti PS	I/C A-Zone IC
14.	SI(UB) Mihir Kumar Dey	I/C Neamatpur IC	Asansol North PS
15.	PSI(UB) Bikram Dey	DD, ADPC	Asansol North PS
16.	PSI(UB) Surajit Kundu	DD, ADPC	Coke Oven PS

Commissioner of Police
Asansol - Durgapur.

Memo. No. 8498 (65)/RO, ADPC Date: 03 /07/2026

Copy forwarded for information & necessary action to :-
1) All DCP's of ADPC/All ADCs of ADPC/All ACP's of ADPC.
2) All CIs of ADPC/All ICs of ADPC/All TI's of ADPC/ RI, ADPC /All OC's of ADPC/All In-Charge of ADPC/RO, ADPC.

Commissioner of Police
Asansol - Durgapur.

আসছেন। অন্ডালের বনবহাল ফাঁড়ির আইসি শীর্ষেন্দু দাসকে আসানসোল দক্ষিণ থানার আইসি এবং সিটি সেন্টারের আইসি সুদীপ্ত বিশ্বাসকে জাহাঙ্গীরী মহল্লার আইসি করা হয়েছে। অন্ডালের উখড়া ফাঁড়ির আইসি প্রিতম পাল ওই থানারই ওসির দায়িত্ব পেয়েছেন, আর আসানসোল উত্তর থানার তন্ময় দে আসছেন উখড়া ফাঁড়ির আইসি হয়ে। এছাড়া, অন্ডাল থানার ওসি গোপাল পাত্রের পদাবনতি ঘটিয়ে তাঁকে সিটি সেন্টারের আইসি করা হয়েছে। কোকোভ্যান থানার রিন্টু মাহাতো পাচ্ছেন বনবহাল ফাঁড়ির দায়িত্ব এবং কুলটি থানার রবীন্দ্র কুমার ঝা-কে এ জোনের আইসি করা হয়েছে। পাশাপাশি, গোয়েন্দা বিভাগের দুই আধিকারিক বিক্রম দে এবং সুরজিৎ কুন্ডুকে যথাক্রমে আসানসোল উত্তর থানা ও কোকোভ্যান থানায় পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়াতেই এই রদবদল বলে মনে করা হচ্ছে।

কুমার সাহাকে কুলটি পুলিশ স্টেশনে এবং এ জোনের আইসি রামজুর রহমানকে এডিপিসির গোয়েন্দা বিভাগে স্থানান্তর করা হয়েছে। একইভাবে, আসানসোল উত্তর থানার আধিকারিক উৎপল ঘোষাল নিয়ামতপুরের আইসি এবং নিয়ামতপুরের আইসি মিহির কুমার দে আসানসোল উত্তর থানায়

কাটোয়ায় গান্ধী মূর্তির মুখ কাপড়ে ঢাকার ঘটনায় ধৃত বিহারের ভবঘুরে যুবক

আমিনুর রহমান ।। নয়া জামানা ।। কাটোয়া

পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহরে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির মুখ কালো কাপড়ে ঢেকে দেওয়ার একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। দেশের জাতির জনকের মূর্তির সঙ্গে এমন আচরণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই নড়েচড়ে বসে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে অতি দ্রুত তদন্ত শুরু করে পুলিশ এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। অবশেষে কাটোয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে পুলিশ এক ভবঘুরে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি সম্পূর্ণ মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন এবং তিনি আদতে বিহারের বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে কাটোয়া স্টেশন মোড় এলাকার এই ঘটনাটি ঘটে। সেই সময় গোটা এলাকা ছিল সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য। সিসিটিভি ফুটেজে

দেখা যায়, মাঝরাতে ওই ব্যক্তি চুপিসাড়ে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এসে উপস্থিত হন। এরপর তিনি মূর্তির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে নিজের গায়ের সমস্ত জামাকাপড় একে একে খুলে ফেলেন এবং তা দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ ঢেকে দেন। গভীর রাতের এই ঘটনার সময় আশেপাশে কেবল কয়েকটি কুকুরকে চিৎকার করতে দেখা যায়। এই কাণ্ড ঘটানোর পরেই ওই ব্যক্তি খালি গায়েই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এলাকা ছেড়ে চলে যান। পরদিন সকালে বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনের নজরে আসতেই তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে দিনভর কাটোয়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। অবশেষে রাতের দিকে কাটোয়া স্টেশন চত্বর থেকে ওই ভবঘুরেকে আটক ও পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

তবে ঠিক কী কারণে বা কোন উদ্দেশ্যে তিনি এই কাজ করেছিলেন, সে বিষয়ে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া প্যান কার্ড এবং কার্ডের নথি পরীক্ষা করে পুলিশ জানতে পেরেছে যে, তাঁর নাম রমণ কুমার ওঝা এবং তিনি বিহারের দ্বারভাঙা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে কাটোয়া ও তার আশেপাশের এলাকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতেন। পুলিশ বর্তমানে তাঁর মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

সহকর্মীর বিরুদ্ধে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ বিসি কলেজের অধ্যাপিকার, আসানসোলে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসানসোলের বিধানচন্দ্র কলেজে এক অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে তাঁরই সহকর্মী তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. অমৃতা বন্দোপাধ্যায়কে শারীরিক নিগ্রহ ও দীর্ঘদিনের হয়রানির অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার বিভাগে কাজ করার সময় ড. বন্দোপাধ্যায়ের অজান্তে তাঁর ছবি তোলেন সহকর্মী অধ্যাপিকা সাবেরা শর্মা বসু। এ নিয়ে আপত্তি জানালে দুজনের মধ্যে বচসা বাধে এবং ড. বন্দোপাধ্যায়কে শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর আক্রান্ত অধ্যাপিকা হিরাপুর থানা এবং কলেজের অধ্যক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এমনকি আসানসোল জেলা হাসপাতালে তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষাও করানো হয়।

কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় শুক্রবার তিনি অধ্যক্ষের ঘরের সামনে ধর্ণায় বসেন। ড. বন্দোপাধ্যায়ের দাবি, গত নয় বছর ধরে ওই অধ্যাপিকা কর্মস্থলে অশান্তি ও অসহযোগিতা করে আসছেন। এদিকে কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব

সহকারে দেখা হচ্ছে। শনিবার এই নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছে এবং জেলা প্রশাসনকেও বিষয়টি জানানো হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গলসিতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, সাবস্টেশনে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে বেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবার প্রতিবাদে সাবস্টেশনের সামনে তুমুল বিক্ষোভে শামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা কার্যত বিপর্যস্ত। সামান্য বৃষ্টি হলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকছে না, এমনকি অনেক সময় পুরো রাত অন্ধকারে কাটছে।

নয়া জামানা, গলসি ঃ পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে বেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবার প্রতিবাদে সাবস্টেশনের সামনে তুমুল বিক্ষোভে শামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা কার্যত বিপর্যস্ত। সামান্য বৃষ্টি হলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকছে না, এমনকি অনেক সময় পুরো রাত অন্ধকারে কাটছে। গরমের মধ্যে এই তীব্র লোডশেডিংয়ের কারণে শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ মানুষ এবং পড়ুয়াদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে স্থানীয় ব্যবসাও।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ইচ্ছাকৃতভাবে গলিগ্রাম ও পুরসা ফিডারের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে রাখছেন। তাঁদের অভিযোগ, দপ্তরের হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করলেও কোনো যোগাযোগ করা যায় না। অথচ, গ্রামবাসীরা সাবস্টেশনে এসে বিক্ষোভ শুরু করতেই অলৌকিকভাবে লাইন চালু করে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, গলসি সাবস্টেশনে পর্যাপ্ত সারাইকর্মী নেই। একমাত্র মোবাইল ভ্যানটির অবস্থাও জীর্ণ, যা প্রায়শই বিকল হয়ে পড়ে থাকে। ফলে রাতে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে তা মেরামত করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না, বরং কর্মীদের নানা বাহানা শুনতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই বঞ্চনার প্রতিবাদেই বৃহস্পতিবার রাতে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা সাবস্টেশন চত্বর ঘেরাও করেন। তবে বিক্ষোভের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। এই বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কলকাতায় ব্যবসায়ী নেতার ওপর হামলা, জেলাজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড়

নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ কলকাতার পোস্তা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বনাথ আগরওয়ালের ওপর হিংসাত্মক হামলার ঘটনায় রাজ্যজুড়ে ব্যবসায়ী মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার দাবিতে এবার সরব হলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ব্যবসায়ী নেতারাও। ব্যবসায়ী সংগঠন সিডাবলুবিটিএ-এর সভাপতি সুশীল পোদ্দার এই হামলার তীব্র নিন্দা করে জানিয়েছেন, ব্যবসায়ীদের সম্মান ও সুরক্ষার প্রশ্নে কোনো আপস করা হবে না। রাজ্যের ১৫ লক্ষ ব্যবসায়ী

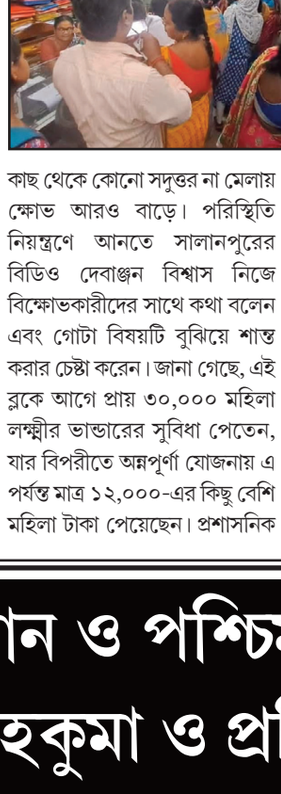

আক্রান্ত নেতার পাশে রয়েছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং পুলিশি সক্রিয়তার কারণে অভিযুক্ত দ্রুত গ্রেপ্তার হওয়ায় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। এদিকে ঘটনার আঁচ পড়েছে জেলা স্তরেও। পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়েই ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বর্ধমানের ব্যবসায়ী নেতা তথা কনফেডারেশন কার্যকরী কমিটির সদস্য বিশ্বজিত মল্লিক স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ভবিষ্যতে যাতে কেউ এমন অপরাধ করার সাহস না পায়, তার জন্য প্রয়োজনে বর্ধমানের ব্যবসায়ীরা রাস্তায় নেমে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করবেন।

স্ত্রীকে খুনের পর আত্মঘাতী স্বামী, বন্ধুদের পাঠানো মেসেজে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, জামুড়িয়া ঃ পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়ার বালানপুরে এক মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জয়ন্ত বাউরি (৩০) নামে এক যুবক তাঁর স্ত্রী সোনামণি বাউরিকে (২৮) শ্বাসরোধ করে খুন করার পর নিজে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন। ঘটনার সময় তাঁদের দশ বছরের ছেলেটি ওই ঘরেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। মৃত্যুর আগে জয়ন্ত তাঁর বন্ধুদের মোবাইলে একটি মেসেজ পাঠান, যেখানে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ছেলের নামে করে দেওয়ার এবং তার ভবিষ্যৎ দেখার অনুরোধ জানান।

মেসেজ দেখে সন্দেহ হওয়ায় বন্ধুরা দ্রুত জয়ন্তর বাড়িতে গিয়ে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পান এবং পুলিশে খবর দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১০ বছর আগে প্রেমের সম্পর্কের সূত্রে বিয়ে হলেও দম্পতির মধ্যে প্রায়শই পারিবারিক অশান্তি লেগে থাকত। জামুড়িয়া থানার পুলিশ

মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং জয়ন্তর মোবাইলের মেসেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে।

টাকা না মেলায় সালানপুর বিডিও অফিসে মহিলাদের বিক্ষোভ, প্রশ্নের মুখে অন্নপূর্ণা যোজনা

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, সালানপুর ঃ রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি মতো ১লা জুলাই থেকে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র দ্বিতীয় দফার টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষোভের ছবি ধরা পড়ছে। পূর্বতন 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' বন্ধ হয়ে গেলেও এখনও বহু যোগ্য মহিলার অ্যাকাউন্টে নতুন প্রকল্পের ৩ হাজার টাকা না ঢোকায় দিকে দিকে হাহাকার তৈরি হয়েছে। এমনই এক চরম ক্ষোভের আবহ তৈরি হয় পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুর বিডিও অফিসে, যেখানে শতাধিক বঞ্চিত মহিলা আজ সকালে জড়ো হয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, অফলাইন বা অনলাইনে সমস্ত নিয়ম মেনে ফর্ম জমা দেওয়া সত্ত্বেও ১লা জুলাইয়ের মধ্যে তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা আসেনি। পঞ্চায়েত থেকে বিডিও অফিস ঘুরেও প্রশাসনের

কাছ থেকে কোনো সদুত্তর না মেলায় ক্ষোভ আরও বাড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সালানপুরের বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস নিজে বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলেন এবং গোটা বিষয়টি বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করেন। জানা গেছে, এই ব্লকে আগে প্রায় ৩০,০০০ মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পেতেন, যার বিপরীতে অন্নপূর্ণা যোজনায় এ পর্যন্ত মাত্র ১২,০০০-এর কিছু বেশি মহিলা টাকা পেয়েছেন। প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামী আগস্ট মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পের আবেদনের সময়সীমা রয়েছে এবং ধাপে ধাপে স্ক্রুটিনি বা যাচাইকরণ করেই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হচ্ছে। যাদের নাম এখনও তালিকায় ওঠেনি, তারা পুনরায় অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য রাজ্য সরকারের হেল্পলাইন নম্বর ৮২৮২০৮২৮২০-এ যোগাযোগ করা যাবে। সংশ্লিষ্ট মহলের অনুমান, এবার সরকার প্রকৃত দরিদ্র পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে টাকা দিতে চাইছে, যার ফলে যাচাইকরণ প্রক্রিয়ায় কিছুটা স্বচ্ছল পরিবারের মহিলাদের নাম বাদ পড়ার কারণেই এই জটিলতা তৈরি হয়েছে।

তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারের দাবিতে রানিগঞ্জে বিজেপির বিক্ষোভ

নয়া জামানা, রানিগঞ্জ ঃ পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে হয়রানি ও দীর্ঘদিনের নির্যাতনের অভিযোগ তুলে সরব হল বিজেপি। শুক্রবার রানিগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়িতে বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও স্থানীয় বাসিন্দা একত্রিত হয়ে একটি জোরালো বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রানিগঞ্জ বরো-২ এর অন্তর্গত ওই ওয়ার্ডে গত ১৫ বছর ধরে তৃণমূলের শাসনে বহু সাধারণ মানুষকে মানসিক ও সামাজিকভাবে চরম নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছে। এলাকার বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের নানাভাবে হেনস্থা করার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, এই বিষয়ে আগেই পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো সদর্থক বা ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যার ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এদিন ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানায় বিজেপি। সেই সঙ্গে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, প্রশাসন যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা না নেয়, তবে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে দল। অন্যদিকে পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিকরা অভিযোগটি খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের এই পুরনো ক্ষোভকে কেন্দ্র করে বর্তমানে ওই এলাকায় চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এখন পুলিশ শেষ পর্যন্ত কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বর্ধমানে লরি-বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ১ ও আহত ১

নয়া জামানা, খণ্ডঘোষ ঃ পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের বর্ধমান, বোঁয়াইচণ্ডী রাস্তায় শুক্রবার সকালে একটি মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। বড়গোপীনাথপুর ও শংকরপুর গ্রামের মাঝামাঝি এলাকায় একটি পণ্য বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ঘটনাস্থলেই এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয় এবং অপর একজন গুরুতর জখম হন। পুলিশ ও স্থানীয়দের তৎপরতায় দুজনকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত ব্যক্তি বর্তমানে চিকিৎসাধীন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁরা স্থানীয় কোনো চালকলের শ্রমিক। দুর্ঘটনার পর রায়না ও খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করে। ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করা হলেও চালক পলাতক, তাঁর সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....12 June....2026...new_Layout 1 04-07-2026 08:07 Page 9

সুস্থ পুত্রসন্তানের জন্মের পরই ঝুমুর শিল্পীর মৃত্যু, চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে বিক্ষোভ

নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ সন্তানের জন্মের আনন্দ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরিণত হল শোকে। সুস্থ পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়ার পর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল ২৭ বছরের ঝুমুর শিল্পী রজনী পাত্র মাহাতোর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঝাড়গ্রাম শহরের রঘুনাথপুর এলাকার সেবা সদন নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে সামিল হন মৃতার পরিবার, আত্মীয়-পরিজন, স্থানীয় বাসিন্দা ও শিল্পী সমাজের সদস্যরা।

অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম শহরের নতুনডিহি এলাকার বাসিন্দা রজনী পাত্র মাহাতো বৃহস্পতিবার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে সেবা সদন নার্সিংহোমে ভর্তি হন। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ তিনি একটি সুস্থ পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। পরিবারের দাবি, সন্তান জন্মের কিছুক্ষণ পর থেকেই তাঁর তীব্র পেটব্যথা শুরু হয়। বিষয়টি বারবার চিকিৎসক ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

পরিবারের আরও অভিযোগ, রোগীর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হলেও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ কিংবা উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্রে স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শুক্রবার ভোররাতে একটি ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর তাঁর অবস্থার আরও অবনতি ঘটে এবং শুক্রবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতার স্বামী চিন্ময় মাহাতো ও শ্বশুর শিবু মাহাতোর অভিযোগ, চিকিৎসায় গাফিলতির কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই নার্সিংহোম চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বহু ঝুমুর শিল্পী, স্থানীয় বাসিন্দা ও আত্মীয়-পরিজন সেখানে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পরিস্থিতি শান্ত করে। অন্যদিকে, নার্সিংহোমের মালিক তথা চিকিৎসক সঞ্জয় নন্দী সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, রোগীকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল এবং তাঁকে বাঁচানোর জন্য চিকিৎসার সবরকম চেষ্টা করা হয়েছে। চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি হয়নি বলেও তিনি দাবি করেন। তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বক্তব্যসহ সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখা হবে। তদন্তে যদি চিকিৎসায় গাফিলতির প্রমাণ মেলে, তাহলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনপ্রিয় ঝুমুর শিল্পীর অকাল প্রয়াণে শিল্পী মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একই সঙ্গে এই ঘটনাকে ঘিরে বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রসূতি পরিষেবার মান, রোগী নিরাপত্তা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার জবাবদিহি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

কুড়িয়ে পাওয়া ৪০ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে সততার নজির গড়লেন সিভিক ভলেন্টিয়ার প্রতাপ রায়

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ মানবাজার থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের সততা ও মানবিকতায় ফিরে পেলেন এক দরিদ্র কৃষক তাঁর হারিয়ে যাওয়া ৪০ হাজার টাকা। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় প্রশংসার ঢেউ উঠেছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ মানবাজার থানার অন্তর্গত ইন্দকুড়ি পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। বিশরী দোলদেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা বানেশ্বর মান্ডি গবাদি পশু কেনার উদ্দেশ্যে নগদ ৪০ হাজার টাকা নিয়ে স্থানীয় হাটে যাচ্ছিলেন। টাকা একটি পলিথিনের ব্যাগে রেখে তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। পথ চলার সময় অসাবধানতাবশত ব্যাগটি পড়ে যায়, কিন্তু তিনি তা বুঝতে পারেননি। ঠিক সেই সময় এলাকায় কর্তব্যরত মানবাজার থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার প্রতাপ রায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকা টাকার প্যাকেটটি দেখতে পান। তিনি সেটি নিজের কাছে নিরাপদে রেখে প্রকৃত মালিকের খোঁজ করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে বানেশ্বর মান্ডি ওই এলাকায় এসে উদ্বিগ্নভাবে টাকার খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বিষয়টি লক্ষ্য করে প্রতাপ রায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। বানেশ্বর মান্ডি টাকার বিবরণ দিলে তাঁকে নিয়ে মানবাজার থানায় যাওয়া হয়। সেখানে প্রয়োজনীয় আইনানুগ যাচাই-বাছাইয়ের পর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের উপস্থিতিতে বানেশ্বর মান্ডির হাতে সম্পূর্ণ ৪০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া টাকা ফিরে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বানেশ্বর মান্ডি। তিনি মানবাজার থানার পুলিশ এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার প্রতাপ রায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। প্রতাপ রায়ের এই সততা ও দায়িত্বশীল আচরণ সাধারণ মানুষের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

গভীর রাতে কালীমন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি, প্রণামী বাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে উধাও দুষ্কৃতীরা

রাখি গরাই,নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়ার ইন্দপুর এলাকার জুনবেদিয়া সার্বজনীন কালী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই, ২০২৬) গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা মন্দিরের প্রধান ফটকের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর মন্দিরে থাকা প্রণামী বাক্স ভেঙে তার মধ্যে থাকা নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা মন্দির খুলতে এসে তালা ভাঙা এবং প্রণামী বাক্সের অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে হিড়বাঁধ থানা ও ইন্দপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ মন্দির চত্বর ও আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখে এবং ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের চুরির ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাঁদের দাবি, দ্রুত দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, তার জন্য মন্দিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। আশপাশের এলাকার তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি সম্ভাব্য সূত্র খুঁজে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য প্রমাণও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে। ইন্দপুরের জুনবেদিয়া মলিয়ান এলাকার শিলাবতী নদীর সেতু সংলগ্ন এই কালীমন্দিরে চুরির ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা আশা করছেন, দ্রুতই ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন হবে এবং জড়িত দুষ্কৃতীদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

পিংলায় চোলাই মদ বিক্রির অভিযোগে দুই মহিলা গ্রেপ্তার, উদ্ধার বিপুল পরিমাণ মদ

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ প্রকাশ্য রাস্তায় বেআইনিভাবে দেশি চোলাই মদ বিক্রির অভিযোগে শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলার কিষাণ মান্ডি এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করল আবগারি দপ্তর। অভিযানের সময় তাঁদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ দেশি চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধার হওয়া ওই মদ নষ্ট করে দেওয়া হয়। আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় জলের বোতলে ভরে চোলাই মদ বিক্রি করা হচ্ছে বলে গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায়। সেই তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার পরিকল্পিতভাবে অভিযান চালান আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। অভিযান চলাকালীন দুই মহিলাকে হাতেনাতে চোলাই মদ বিক্রি করতে দেখা যায় বলে দাবি আবগারি দপ্তরের।

এরপর তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং পরে নিয়ম মেনে তা ধ্বংস করা হয়। পরবর্তীতে ধৃত দুই মহিলাকে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের জন্য পিংলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আবগারি দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বেআইনি মদ বিক্রি ও পাচারের বিরুদ্ধে আগামী দিনেও একইভাবে নিয়মিত অভিযান চালানো হবে।

এলাকায় অবৈধ চোলাই মদের কারবার সম্পূর্ণ বন্ধ করাই প্রশাসনের লক্ষ্য। এই অভিযানে খুশি কিষাণ মান্ডি এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য,

দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্যে চোলাই মদ বিক্রি চললেও এবার প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকায় অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এজন্য আবগারি দপ্তরের কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষ।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে বিডিও অফিসে মহিলাদের বিক্ষোভ, উত্তেজনা দাসপুরে

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পে অনলাইনে আবেদন করার পরও অ্যাকাউন্টে টাকা না পাওয়ার অভিযোগ তুলে শুক্রবার দাসপুর-১ ব্লক বিডিও অফিসে বিক্ষোভে সামিল হলেন বহু মহিলা। তাঁদের দাবি, সরকারি নির্দেশিকা মেনে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি জমা দিয়ে অনলাইনে আবেদন করা হলেও এখনও পর্যন্ত প্রকল্পের নির্ধারিত ৩ হাজার টাকা তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি। সকালের পর থেকেই দাসপুর-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মহিলা বিডিও অফিসে এসে জড়ো হন।

একসময় বিক্ষোভ তীব্র আকার নিলে বিডিও অফিস চত্বর কার্যত মহিলাদের ভিড়ে ভরে যায়। পরে ক্ষুব্ধ মহিলাদের একাংশ অফিসের ভিতরে ঢুকে কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চান, সব নিয়ম মেনে আবেদন করার পরও কেন তাঁদের টাকা দেওয়া হয়নি। ঘটনার জেরে বিডিও অফিসে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দাসপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রথমদিকে বিক্ষোভকারীদের সামাল দিতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হলেও, দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মহিলাদের বক্তব্য, তাঁরা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার সমস্ত শর্ত পূরণ করেছেন। তবুও টাকা না পাওয়ায় তাঁরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে তাঁদের প্রাপ্য অর্থ দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। শুধু দাসপুর নয়, শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভা এলাকাতেও একই অভিযোগে বিক্ষোভের খবর মিলেছে। বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, দ্রুত তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা না পড়লে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা।

তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার গঙ্গাজলঘাটী পঞ্চায়েত প্রধান

রাখি গরাই,নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ তোলাবাজি ও আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গঙ্গাজলঘাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুভজিৎ সিংহকে গ্রেপ্তার করেছে গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। এরপর শুক্রবার সকালে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে তাঁকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভজিৎ সিংহ দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পরিকল্পিতভাবে এই মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, সত্য সামনে এলে সব অভিযোগই খারিজ হয়ে যাবে। অন্যদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত একটি মামলার তদন্তে নেমেই এই গ্রেপ্তারি করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩০৮(২) ধারায় তোলাবাজির মামলা রুজু হয়েছে। তদন্তকারীরা ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছেন এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহের কাজও শুরু করেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গঙ্গাজলঘাটী এলাকায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শাসক ও বিরোধী;উভয় মহলেই বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা। তবে পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এগোবে এবং তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১০০ নয়, এবার ১২৫ দিনের কাজ পশ্চিম মেদিনীপুরে বাড়ল কর্মসংস্থানের সুযোগ

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান আরও বাড়াতে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (এমজিএনআরইজিএ) প্রকল্পে এবার ১০০ দিনের পরিবর্তে ১২৫ দিন পর্যন্ত কাজের সুযোগ মিলবে। ১ জুলাই থেকে জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে হাজার হাজার জব কার্ডধারী শ্রমিক অতিরিক্ত ২৫ দিনের কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। শুক্রবার জেলা কালেক্টরেটে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন জেলা শাসক বীজিন কৃষ্ণা। তিনি জানান, জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। নতুন পুকুর খনন, পুরনো পুকুর সংস্কার, ড্রেন নির্মাণ ও মেরামত, নিচু জমি ভরাট, গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার, জমি সমতলিকরণ-সহ নানা জনস্বার্থমূলক কাজ এই প্রকল্পের আওতায় করা হচ্ছে। এর ফলে যেমন গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে, তেমনই স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানও বাড়বে। প্রশাসন জানিয়েছে, জেলার সমস্ত জব কার্ডধারীর তথ্য হালনাগাদ করার কাজ চলছে। ১২৫ দিনের কর্মসংস্থানের সুবিধা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছে। একই সঙ্গে যাচাই-বাছাই করে প্রায় চার হাজার ভুয়ো বা অযোগ্য জব কার্ড বাতিল করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, প্রকৃত শ্রমিকদের কাছে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পের কাজ কার্যত বন্ধ ছিল। রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে আর্থিক ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে কাজ এবং অর্থ বরাদ্দে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বর্তমানে প্রকল্পটি পুনরায় চালু হওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন গতি আসবে বলে মনে করছে প্রশাসন। গ্রামীণ শ্রমিকদেরও আশা, অতিরিক্ত ২৫ দিনের কাজ তাঁদের পরিবারের আয় বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। বিশেষ করে বর্ষাকাল ও কৃষিকাজের ফাঁকে এই প্রকল্প বহু পরিবারের কাছে নিয়মিত আয়ের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠবে।

পিংলায় ইঞ্জিন ভ্যান -বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুরুতর জখম যুবক;পলাতক চালক

নয়া জামানা,পিংলা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের মালিগ্রাম অঞ্চলের ঘুসুমপুকুর এলাকায় ইঞ্জিন ভ্যান ও মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। শুক্রবার বিকেলে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় আহত যুবকের ডান হাতের একটি অংশ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাস্তায় পড়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত যুবকের নাম উত্তম ঘোড়াই (২৪)। তিনি মোটরবাইকে করে জলচক থেকে পিংলার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় পিংলা থেকে জলচকের উদ্দেশ্যে যাওয়া একটি ইঞ্জিন ভ্যান ঘুসুমপুকুর এলাকায় পৌঁছতেই মোটরবাইকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। দুর্ঘটনার অভিঘাতে উত্তম ঘোড়াই রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় দ্রুত তমলুক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে, দুর্ঘটনার পর ইঞ্জিন ভ্যানের চালক গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। পলাতক চালক ও গাড়ির খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

৮ বছরের লড়াইয়ের অবসান, আদালতের রায়ে নিজের জমি ফিরে পেলেন প্রাক্তন সেনাকর্মী

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা, বসিরহাট ঃ দীর্ঘ ৮ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে নিজের জমির দখল ফিরে পেলেন বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের স্যান্ডেলবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩১ নম্বর বুথ এলাকার বাসিন্দা ও প্রাক্তন সেনাকর্মী শরদিন্দু মণ্ডল। আদালতের রায়ে জমি ফিরে পেয়ে খুশির হাওয়া বইছে তাঁর পরিবার ও স্থানীয় এলাকায়। অভিযোগ, প্রায় আট বছর আগে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কিছু দুষ্কৃতী তাঁর প্রায় আড়াই বিঘা জমি জোরপূর্বক দখল করে নেয়। শরদিন্দু মণ্ডলের দাবি, জমি ফেরত চাইতে গেলে তাঁকে একাধিকবার হুমকি ও চাপের মুখে পড়তে হয়। বিষয়টি নিয়ে তিনি স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও প্রথমদিকে কোনও কার্যকর সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ। এরপর ন্যায়বিচারের আশায় আদালতের শরণাপন্ন হন প্রাক্তন সেনাকর্মী। দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলার পর অবশেষে আদালত তাঁর পক্ষেই রায় দেয়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী জমির দখল ফিরিয়ে দেওয়া হয় শরদিন্দু মণ্ডলকে। বহু বছরের অপেক্ষার পর নিজের জমি ফিরে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। আদালতের এই রায়কে তাঁরা ন্যায়বিচারের জয় বলে মনে করছেন।

জমি ফিরে পাওয়ার আনন্দে শরদিন্দু মণ্ডল এলাকায় রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন। অনেকেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানান এবং দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে তাঁর ধৈর্যের প্রশংসা করেন। স্থানীয়দের একাংশের মতে, এই ঘটনা প্রমাণ করে আইনের ওপর আস্থা রাখলে শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব। আদালতের এই রায়কে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নিজের অধিকার ফিরে পাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন প্রাক্তন সেনাকর্মী শরদিন্দু মণ্ডল।

এলাকায় ফিরতেই তৃণমূল নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভ, মারধর ও ‘ডিম থেরাপি’র অভিযোগ

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা, বসিরহাট ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার নয়া বস্তিয়া মিলনী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উপপ্রধানের স্বামী তথা এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা প্রেম কুমার মণ্ডলকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগ,

দীর্ঘদিন পর এলাকায় ফিরতেই ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের একাংশ তাঁকে রাস্তায় মোটরবাইক থেকে নামিয়ে মারধর করে এবং ডিম ছুড়ে বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, প্রেম কুমার মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালাতেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের মারধর, প্রাণনাশের হুমকি, এমনকি বিরোধীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এমন দোকানদারদেরও ভয় দেখানোর অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। এছাড়াও, আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়া এবং কাটমানি আদায়ের অভিযোগও স্থানীয়দের একাংশ তুলেছেন। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর প্রেম কুমার মণ্ডল দীর্ঘদিন এলাকায় ছিলেন না। শনিবার সকালে তিনি এলাকায় ফিরতেই ক্ষুব্ধ জনতার একাংশ তাঁকে দেখতে পেয়ে ঘিরে ধরে। এরপর তাঁকে মোটরবাইক থেকে নামিয়ে মারধর করা হয় এবং ডিম ছুড়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই ঘটনার বিষয়ে প্রেম কুমার মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অভিযোগগুলির বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এখনও সামনে আসেনি। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হলে ঘটনার প্রকৃত কারণ ও দায় নির্ধারণ হবে।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পেয়ে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন শতাধিক মহিলা

নয়া জামানা , বসিরহাট ঃ রাজ্য সরকারের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের আর্থিক অনুদান না পাওয়ার অভিযোগে বসিরহাটের স্বরূপনগর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন শতাধিক মহিলা। তাঁদের অভিযোগ, নির্ধারিত সময়ে বহু উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে গেলেও এখনও কয়েক হাজার প্রকৃত সুবিধাভোগী কোনও অর্থ পাননি। বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাঁরা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি জমা দিয়েছেন এবং অনলাইন ও অফলাইন;দুইভাবেই আবেদন করেছেন। তবুও তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এখনও পর্যন্ত কোনও টাকা জমা পড়েনি। এর ফলে চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন বহু পরিবার। মহিলাদের আরও অভিযোগ, যাঁরা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন, তাঁদের অনেকের অ্যাকাউন্টে টাকা চলে এসেছে। অথচ প্রকৃত উপভোক্তারা বঞ্চিত রয়েছেন। এই অসঙ্গতির দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে অবিলম্বে টাকা পাঠানোর দাবি জানান তাঁরা।

এদিন শতাধিক মহিলা স্বরূপনগর বিডিও অফিসের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপিও জমা দেন। তাঁদের বক্তব্য, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিডিও অফিস চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

স্কুলের খেলার মাঠ দখলের অভিযোগে উত্তেজনা, মাঠ বাঁচানোর দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল

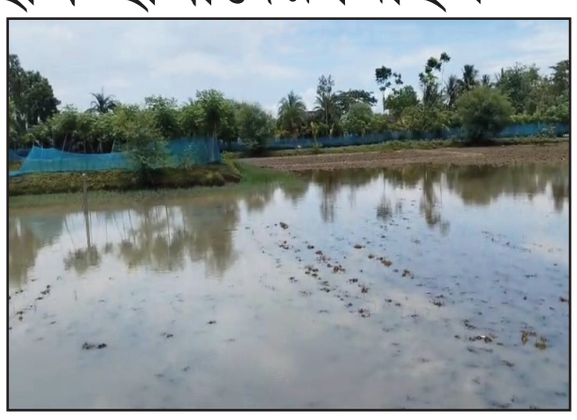

নয়া জামানা , বসিরহাট ঃ স্কুলের খেলার মাঠ দখলের চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের বাঁকড়া এলাকায়। দক্ষিণ-পূর্ব বাঁকড়া স্কুলের খেলার মাঠ রক্ষার দাবিতে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং গ্রামবাসীরা বিক্ষোভে সামিল হন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলের সামনে একটি সরকারি জমি রয়েছে। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ওই খোলা জায়গাটি ছাত্র-ছাত্রীদের খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এলাকার বাসিন্দারাও দীর্ঘদিন ধরে এটিকে স্কুলের মাঠ হিসেবেই চেনে। অভিযোগ, শনিবার হঠাৎই মাঠের পাশের কিছু জমির মালিক ওই জায়গার একাংশে পিলার পুঁতে দখলের চেষ্টা করেন। বিষয়টি জানতে পেরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে এর প্রতিবাদ জানান। এরপর মাঠ রক্ষার দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল বের করে। তাদের হাতে ছিল খেলার মাঠ বাঁচানোর দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান। বিক্ষোভে অভিভাবক এবং গ্রামবাসীরাও যোগ দেন। তাঁদের দাবি, মাঠটি দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

তাই এই মাঠের বর্তমান অবস্থান ও ব্যবহার বজায় রাখতে হবে। ঘটনার খবর পেয়ে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ আপাতত পিলার বসানোর কাজ বন্ধ করে দেয় এবং যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের প্রয়োজনীয় জমির নথিপত্র নিয়ে থানায় উপস্থিত হতে নির্দেশ দেয়।

নথি যাচাইয়ের পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং গ্রামবাসীদের একটাই দাবি;যে মাঠে প্রজন্মের পর প্রজন্ম খেলাধুলা করেছে, সেই মাঠ কোনওভাবেই দখল হতে দেওয়া যাবে না। ভবিষ্যতেও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যেন নির্বিঘ্নে ওই মাঠেই খেলাধুলা করতে পারে, সেই দাবিতেই তাঁদের এই আন্দোলন।

নিম্নচাপের জেরে সুন্দরবনে রেড অ্যালার্ট, সমুদ্রে নিষেধাজ্ঞা; মৎস্যজীবীদের দ্রুত ফেরার নির্দেশ

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে আবহাওয়ার ব্যাপক অবনতি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার থেকে প্রবল বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝোড়ো হাওয়া এবং ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। সম্ভাব্য এই দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে সুন্দরবন উপকূল এলাকায় জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গভীর সমুদ্রে থাকা সমস্ত মৎস্যজীবীকে অবিলম্বে নিরাপদ বন্দরে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সুন্দরবন পুলিশ জেলার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ স্পিডবোট নিয়ে নদীপথে টহল শুরু করে। মাইকিংয়ের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের সতর্ক করা হয় এবং দ্রুত নিরাপদ স্থানে ফিরে আসার অনুরোধ জানানো হয়। পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনো নতুন মাছধরা ট্রলারকে গভীর সমুদ্রে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রশাসনের এই সতর্কবার্তার পর ইতিমধ্যেই বহু মাছধরা ট্রলার নিরাপদে বন্দরে ফিরে এসেছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, প্রবল বৃষ্টির পাশাপাশি উত্তাল সমুদ্র, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সমুদ্রে অবস্থান করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সেই কারণে মৎস্যজীবীদের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে কোনো ধরনের ঝুঁকি না নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশাসন, পুলিশ ও উপকূলরক্ষী বাহিনী যৌথভাবে নজরদারি চালাচ্ছে। উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি রাখা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে নদী বা সমুদ্র উপকূলে না যাওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে এবং সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কুয়েমুড়ি বিদ্যালয়ে বাল্যবিবাহ ও মানব পাচার রোধে সচেতনতার শপথ, অংশ নিল ৫০০ পড়ুয়া

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ‘স্বয়ংসিদ্ধা’ প্রকল্পের উদ্যোগে এবং ‘মুক্তি’ সংস্থার ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুয়েমুড়ি হেরম্ব গোপালপুর সনাতন মিলন বিদ্যাপীঠ (উচ্চ মাধ্যমিক)-এ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মানব পাচার রোধ এবং শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলিতে পড়ুয়াদের সচেতন করে তুলতেই বিদ্যালয়ে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ জন সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পাথরপ্রতিমা থানার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই শিক্ষার্থীরা ‘মুক্তির পথ’ শীর্ষক একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম ও মানব পাচারের কারণ, কুফল এবং সমাজে এর ভয়াবহ প্রভাব তুলে ধরে। পড়ুয়াদের পরিবেশনা উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়। এরপর ‘মুক্তি’-র প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট সমাজসেবী শংকর হালদার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। তিনি বাল্যবিবাহ ও মানব পাচারের মতো সামাজিক ব্যাধি প্রতিরোধে পরিবার,

বিদ্যালয় এবং সমাজের সম্মিলিত ভূমিকার ওপর জোর দেন। পাশাপাশি শিশুদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান এবং যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করার বার্তা দেন। পাথরপ্রতিমা থানার কর্মকর্তারাও উপস্থিত পড়ুয়াদের বাল্যবিবাহ ও মানব পাচার প্রতিরোধে প্রচলিত আইন, প্রশাসনিক সহায়তা এবং জরুরি পরিষেবা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন। তাঁরা চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এবং জরুরি পরিষেবা ১০০/১১২ নম্বরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

সন্দেহজনক কোনো ঘটনা বা বিপদের পরিস্থিতিতে কীভাবে দ্রুত পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, সে বিষয়েও শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়মিত আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

যোগেশগঞ্জে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বৈঠক, ঐক্য ও সমাজগঠনের শপথে উজ্জীবিত যুবসমাজ

চিন্ময় চক্রবর্তী,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার যোগেশগঞ্জ কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল হিন্দু জাগরণ মঞ্চের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক। সভায় এলাকার বহু যুবক-যুবতীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধভাবে একটি সুস্থ, নিরাপদ ও সচেতন সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা বলেন, সমাজকে শক্তিশালী করতে হলে যুবসমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। হিন্দু সমাজের ন্যায্য দাবি-দাওয়া, অধিকার রক্ষা এবং সমাজে চলতে থাকা বিভিন্ন ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সবাইকে একসঙ্গে রুখে দাঁড়ানোর বার্তা দেওয়া হয়। বিশেষ করে মাদকাসক্তির কারণে বহু তরুণ মূল স্রোত থেকে বিচ্যুত হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। তাঁদের সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের কথাও জানানো হয়। সভায় নারী সুরক্ষার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বক্তারা বলেন, নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রতিটি মানুষের সামাজিক দায়িত্ব। পরিবার, পাড়া ও সমাজের সকল স্তরে নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতে সবাইকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বৈঠকে মহান শিক্ষাবিদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐক্যের আদর্শের কথা স্মরণ করা হয়। তাঁর ভাবনাকে সামনে রেখে সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়। উপস্থিত যুবকদের ঐক্যবদ্ধ থেকে সমাজকল্যাণে কাজ করার শপথও গ্রহণ করানো হয়। এদিন উপস্থিত যুবসমাজ নিজেদের পাড়া, গ্রাম ও এলাকার উন্নয়ন, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করেন। সভার শেষে ‘ন হিন্দু পতিত ভবেত’ মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সকলকে ঐক্য, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং জনকল্যাণমূলক কাজে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। উপস্থিত যুবকদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ গোটা বৈঠককে প্রাণবন্ত করে তোলে।

উত্তর ২৪ পরগনার যোগেশগঞ্জ কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল হিন্দু জাগরণ মঞ্চের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক। সভায় এলাকার বহু যুবক-যুবতীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধভাবে একটি সুস্থ, নিরাপদ ও সচেতন সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

সন্তোষপুরে অস্ত্র ও হেরোইন উদ্ধারের দাবি, ধৃত শেখ রমজান ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সন্তোষপুরের গাজীর মাঠ এলাকা থেকে শেখ রমজান ওরফে বাবুকে গ্রেপ্তার করেছে রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ। পুলিশের দাবি, অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শেখ রমজানকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালানোর সময় তার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। এরপরই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় অস্ত্র আইন এবং এনডিপিএস আইন-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে পুলিশের পক্ষ থেকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হলেও, শুনানি শেষে মহামান্য বিচারক অভিযুক্তকে ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, অভিযুক্ত শেখ রমজান সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র বা মাদক উদ্ধার করা হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে এবং তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

১১
৪ জুলাই ২০২৬

নদীয়া বীরভূম

নয়া জামানা

সুপারি ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি'র হানা !

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ নবদ্বীপের সুপারি ব্যবসায়ী অশোক অধিকারী এলাকায় পরিচিত নাম। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, অসম ও ত্রিপুরাতেও তাঁর ব্যবসা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।অনেক বছর ধরে তিনি এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ফলে তাঁর বাড়িতে ইডির তল্লাশি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।এ দিন ভোর প্রায় পাঁচটা নাগাদ অশোক অধিকারীর বাড়িতে পৌঁছন তদন্তকারীরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও।

প্রথমে বাড়ি এবং সংলগ্ন গোডাউন ঘিরে ফেলা হয়। এরপর শুরু হয় নথিপত্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খতিয়ে দেখার কাজ। গোডাউনেও আলাদা করে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।ইডি সূত্রে খবর, মানি লন্ডারিংয়ের একটি মামলার তদন্তে অশোক অধিকারীর সম্ভাব্য যোগসূত্র আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্যই এই তল্লাশি। সেই কারণেই তাঁর বাড়ি ও ব্যবসা সংক্রান্ত একাধিক নথি, আর্থিক লেনদেনের তথ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখলেন তদন্তকারীরা। প্রয়োজনীয় নথি বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে বলেও এদিন সূত্রের দাবি।

তদন্তে যাতে কোনও বাধা না আসে, তার জন্য বাড়ির বাইরে মোতায়েন ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তদন্তকারী দলের সঙ্গে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরাও ছিলেন বলে সূত্রের খবর, যাতে প্রয়োজন হলে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, আর্থিক লেনদেন এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি যাচাই করতে অসুবিধা না হয়।

বিশ্বভারতীতে বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ শুরুর পূর্বেই স্থগিত

বিশ্বভারতীতে কর্মীদের জন্য বায়োমেট্রিক উপস্থিতি ব্যবস্থা চালুর পূর্বেই স্থগিত করে দিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার থেকে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টা আগেই সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তা নিয়ে এখনও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরেই শুরু হয়েছে জল্পনা।

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ বিশ্বভারতীতে কর্মীদের জন্য বায়োমেট্রিক উপস্থিতি ব্যবস্থা চালুর পূর্বেই স্থগিত করে দিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার থেকে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টা আগেই সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তা নিয়ে এখনও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরেই শুরু হয়েছে জল্পনা।

যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জন সংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।গত বুধবার বিশ্বভারতীর কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সেখানে জানানো হয়েছিল, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী বায়োমেট্রিক উপস্থিতি ব্যবস্থা চালুর প্রস্তুতি হিসেবে বৃহস্পতিবার থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ধাপে ধাপে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হবে।একাধিক বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট সময়সূচিও প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী কর্মীদের নির্দিষ্ট দিনে কম্পিউটার সেন্টারে উপস্থিত হয়ে বায়োমেট্রিক তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।তবে ওই বিজ্ঞপ্তি জারির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবস্থান বদল করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।বুধবার রাতে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব ই-মেল করে জানান, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই বিজ্ঞপ্তি স্থগিত রাখা হচ্ছে। ফলে বৃহস্পতিবার থেকে বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।

কীর্ণাহার হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা

পরিষেবার দাবিতে যুবদের গণস্বাক্ষর অভিযান

রূম্পা দাস,নয়া জামানা,কীর্ণাহার ঃ কীর্ণাহার গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা চালু, পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং চিকিৎসক ও শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির দাবিতে শুক্রবার গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচির আয়োজন করল কীর্ণাহার ২ নম্বর অঞ্চল যুবদের একাংশ। হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় একটি শিবির করে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। সেখানে শতাধিক স্থানীয় বাসিন্দা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়ে স্বাক্ষরের মাধ্যমে তাঁদের সমর্থন জানান।উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন বিক্রম সিনহা, সুদীপ ঘোষ, গোপাল মেটে-সহ অন্যান্য যুব সদস্যরা। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই কীর্ণাহার হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিকাঠামো নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। পর্যাপ্ত চিকিৎসক, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।উদ্যোক্তা বিক্রম সিনহা ও গোপাল মেটে জানান, গণস্বাক্ষর অভিযানের মাধ্যমে সংগৃহীত দাবিপত্র জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক

এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে পাঠানো হবে। তাঁদের দাবি, দ্রুত হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, চিকিৎসকের শূন্যপদ পূরণ, শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানসম্মত চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হাসপাতালে জরুরি পরিষেবা পর্যাপ্ত না থাকায় গুরুতর অসুস্থ রোগীদের দীর্ঘ কয়েক কিলোমিটার দূরের মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই পথ অতিক্রম করতে গিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়ায় রোগীর প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে বলে তাঁদের দাবি। তাই কীর্ণাহার হাসপাতালেই উন্নত ও নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা পরিষেবা চালুর দাবিতে তাঁরা গণস্বাক্ষর কর্মসূচিতে শামিল হন।এলাকাবাসীর একটাই প্রশ্ন;কবে উন্নত হবে কীর্ণাহার হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং কবে মিলবে প্রয়োজনীয় ও মানসম্মত চিকিৎসা পরিষেবা? এখন সেই উত্তরই প্রশাসনের কাছ থেকে প্রত্যাশা করছেন সাধারণ মানুষ।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না মেলায় নলহাটি-১ ব্লক দপ্তরে বিক্ষোভ, পুলিশের হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক পরিস্থিতি

সায়ন ভান্ডারী,নয়া জামানা,নলহাটি ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা এখনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে না পৌঁছনোর অভিযোগে শুক্রবার দুপুরে বীরভূমের নলহাটি-১ ব্লক দপ্তরে বিক্ষোভে সামিল হন শতাধিক মহিলা। নলহাটি থানার অন্তর্গত সংকেতপুর, সুলতানপুর, বাণীওর-সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা ব্লক দপ্তরে এসে যোজনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, এক মাসেরও বেশি সময় আগে অনলাইনে আবেদন করলেও এখনও পর্যন্ত অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের টাকা জমা পড়েনি। আবার কয়েকজন আবেদনকারীর দাবি, অনলাইন আবেদনে ত্রুটি থাকলেও তা সংশোধনের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও তথ্য না পাওয়ায় সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এই কারণেই তাঁরা

ব্লক দপ্তরে এসে দ্রুত সমস্যার নিষ্পত্তির দাবি জানান। শতাধিক মহিলা একত্রিত হওয়ায় কিছু সময়ের জন্য ব্লক দপ্তর চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নলহাটি থানার পুলিশ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দপ্তরে উপস্থিত না থাকায় অন্নপূর্ণা যোজনার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেন বিক্ষোভকারীরা। আধিকারিক তাঁদের অভিযোগ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপ ও প্রশাসনের আশ্বাসে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করেন মহিলারা।আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়ার সমস্যার সমাধানের জন্য কোথায় যোগাযোগ করতে হবে, সেই বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য না থাকায় তাঁরা বাধ্য হয়ে ব্লক দপ্তরে এসে বিক্ষোভে সামিল হন।

মিড-ডে মিল থেকে বঞ্চিত পড়ুয়ারা, বিদ্যালয় চত্বরে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ স্কুলের মধ্যে পালন করা হচ্ছিলো শিক্ষকদের বিবাহ বার্ষিকী এবং জন্মদিন। পড়ুয়াদের খাবার না দিয়েই এই কর্মকাণ্ড চলছিল বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের। শুধু তাই নয়, পড়ুয়াদের বঞ্চিত করে মিড-ডে মিলের রান্না চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয় বলেও অভিযোগ। মিড-ডে মিল কর্মীরা নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ খাবার নিয়ে যান বলেও অভিযোগ অভিভাবকদের। বৃহস্পতিবার এই অভিযোগ করেই নদীয়ার শান্তিপুর থানার নতুনপাড়া জনকল্যাণ বুনিয়াদি শিক্ষালয়ে বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা। যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শিক্ষকরা।শিক্ষকদের অভিযোগ, মিড-ডে মিল কর্মীরা প্রতিদিন মাংস থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলের বরাদ্দ করা খাবার চুরি করে বাড়ি নিয়ে যায়। অন্যদিকে মিড-ডে মিল কর্মীরা অভিযোগ তোলেন শিক্ষকরা খাবার চুরি করে। এমন কি মাঝেমধ্যেই শিক্ষকদের বিবাহবার্ষিকী ও জন্মদিন পালন করা হয় ছাত্রছাত্রীদের খাবার চুরি করেই। শিক্ষকরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ে পালন করার অভিযোগ স্বীকার করে নিলেও চুরি করার বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। অন্য দিকে মিড-ডে মিল কর্মীরাও চুরি করার কথা অস্বীকার করেছেন।বৃহস্পতিবার ঘটনা সামনে আসতেই এলাকার অভিভাবক এবং স্থানীয়রা স্কুলে গিয়ে জড়ো হন। এখন দেখছেন পড়ুয়াদের বঞ্চিত করে শিক্ষকদেরকেও মিড-ডে মিলের খাবার স্পেশাল ভাবে রান্না করে খেতে।এই অভিযোগ করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

তেহট্টে -২ নং ব্লকে ভোটার তালিকা থেকে ডিলিটেড ভোটারদের অধিকার ফেরানোর দাবিতে ডেপুটেশন

পার্থ দাস বৈরাগ্য,নয়া জমানা,নদীয়া ঃ এসআইআর প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম বাতিল হওয়ার প্রতিবাদে এবং ট্রাইব্যুনালের বিচার দ্রুত শেষ করার দাবিতে বৃহস্পতিবার তেহট্ট-২ ব্লক অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন দিল 'ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি'।সমিতির অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জেলায় লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।একই সঙ্গে যৌক্তিক অসঙ্গতির কারণে প্রায় ২৭ লক্ষ ভোটার এখনও ট্রাইব্যুনালের অধীন বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন।সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট নির্ধারিত ট্রাইব্যুনালে বিগত দুই মাসে মাত্র ১,৭৭৭ জনের আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে ১,৭২৭ জনকে বৈধ ভোটার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই গতিতে চললে বাকি আবেদন নিষ্পত্তি হতে কয়েক বছর লেগে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আন্দোলনকারীরা। ডেপুটেশনে নেতৃত্বদানকারীরা বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে লক্ষ লক্ষ বৈধ নাগরিককে আজ প্রমাণ করতে হচ্ছে যে তাঁরা এই দেশেরই নাগরিক।

ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শেষ করে সকল বৈধ ভোটারকে অবিলম্বে ভোটার তালিকাভুক্ত করতে হবে।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাতশোভা বেগম, মনিরুজ্জামান মন্ডল, দোয়াবক্স সেখ , আনারুল হক, রফিকুল ইসলাম সহ সমিতির অন্যান্য সদস্যরা। ডেপুটেশন শেষে সমিতির পক্ষ

থেকে জানানো হয় দাবি না মানা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

সারা ভারতের সাথে কৃষ্ণগঞ্জেও সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে সমবায় সপ্তাহ

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা, কৃষ্ণগঞ্জ ঃ ২৯শে জুন থেকে ৬ই জুলাই, ২০২৬ সাল পর্যন্ত দেশজুড়ে 'সমবায় সপ্তাহ' পালিত হচ্ছে।একই সাথে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জেও।কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রকের প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক সমবায় সমিতির উদ্যোগে খালবোয়ালিয়া সমবায় সমিতি প্রাঙ্গণে 'সমবায় সপ্তাহ' পালনের এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সি.ডি.ও.শান্তনু ভট্টাচার্য ও অশোক কুমার বারুই, এবং সমবায় পরিদর্শক আশীষ পাল।কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত বিশ্বাস বিশেষ কাজে আসতে না পারায় বিধায়কের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিতোষ বিশ্বাস এবং অন্যান্য সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ। উপস্থিত সমিতির কর্মকর্তারা, কর্মচারীবৃন্দ ও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মা বোনেরা ও গ্রামের কৃষকদের নিয়ে প্রথমে পথ পরিক্রমা হয় ও পরবর্তীতে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সমিতির মেয়েদের উদ্যোগে নিজেদের তৈরী ব্যাচ ও উত্তরীও দিয়ে অতিথি বরণ

করে নেওয়া হয়। সিডিও শান্তনু ভট্টাচার্য ও অশোক কুমার বারুই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও গানের মাধ্যমে মহিলাদের সচেতনতার বার্তা প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠান থেকে মহিলাদের ওয়েলফেয়ার ফান্ড এর অর্থরাশি প্রদান করা হয়। এই বিষয়ে উপস্থিত সাধারণ মহিলাদের কাছে জানতে চাইলে তারা জানান সমবায় ব্যাংকের এই ধরনের উদ্যোগের ফলে আমাদের মতো ঘরের গৃহিণীরা ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প ও হস্তশিল্প শুরু করে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে পেরেছি। পাশাপাশি তারা বলেন সমবায় সমিতিগুলো ভালো কাজ করার জন্য প্রতিটি পরিবার আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল হচ্ছে সমবায় সমিতিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে। সমবায় সমিতির সিডিও আধিকারিক অশোক কুমার বারুই সকল মাতা পিতা অভিভাবক ,অভিভাবিকা দিদি বৌদি, বোন সকলের উদ্দেশ্যে নচিকেতার সেই বিখ্যাত গান বৃদ্ধাশ্রম গেয়ে উপস্থিত সকলের মনে দাগ কেটে দেন। অশোক বাবুকে প্রশ্ন করা হয় আপনি এত মানুষের মধ্যে এই গানটা গাইলেন কেন? প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন এই গানটা করার একটাই উদ্দেশ্য কারণ তারা যেন তাদের মা-বাবা কাউকে বৃদ্ধাশ্রমে না পাঠান।

'পাইলট প্রকল্পে' স্বস্তির হাওয়া, শুরু স্বল্প মূল্যে বালি সরবরাহের কাজ

তারিক আনোয়ার,নয়া জামানা, সিউড়ি ঃ দীর্ঘদিন ধরেই বীরভূমে বালি, পাথর ও কয়লা শিল্পকে কেন্দ্র করে নানা বিতর্ক ও সমালোচনা রয়েছে। বিশেষ করে বালির মূল্যবৃদ্ধি এবং বাড়ি নির্মাণে সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান খরচ নিয়ে বহুবার অভিযোগ উঠেছে। আবাস যোজনার উপভোক্তাদের ক্ষেত্রেও বালির অতিরিক্ত দাম বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে স্বস্তির বার্তা নিয়ে এল বীরভূম জেলা প্রশাসন।সিউড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-এর ঘোষণামতো শুক্রবার থেকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে জেলার সিউড়ি ও রাজনগর ব্লকে সরকারি উদ্যোগে স্বল্পমূল্যে বালি সরবরাহ শুরু হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আবাস যোজনার উপভোক্তারা মাত্র ১,৫০০ টাকায় ১০০ সিএফটি (এক ট্রাক্টর) বালি পাবেন। বর্তমানে খোলা বাজারে একই পরিমাণ বালির জন্য

যেখানে প্রায় ৮,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে হয়, সেখানে সরকারি এই উদ্যোগে অনেক কম দামে বালি পাওয়ায় উপভোক্তাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যাতে কোনও ধরনের অনিয়ম বা জালিয়াতি না হয়, তার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম চালু করা হয়েছে। এই সুবিধা পেতে হলে উপভোক্তাকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে আবেদন করতে হবে। আবেদন যাচাইয়ের পর সরকারি চালান ইস্যু করা হবে এবং সেই চালানের একটি কপি সংশ্লিষ্ট থানাতেও পাঠানো হবে। সরকারি চালান ছাড়া এই সুবিধা পাওয়া যাবে না।উল্লেখ্য, আবাস যোজনার বাড়ি নির্মাণে বালির অস্বাভাবিক মূল্য দীর্ঘদিন ধরেই উপভোক্তাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল। সেই সমস্যা দূর করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আগে সিউড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় স্বল্পমূল্যে বালি সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করে শুক্রবার বীরভূম জেলা প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের সূচনা করল। প্রাথমিকভাবে সিউড়ি ও রাজনগর ব্লকে এই পরিষেবা চালু হলেও ভবিষ্যতে প্রকল্পের সাফল্যের ভিত্তিতে জেলার অন্যান্য ব্লকেও তা সম্প্রসারণ করা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। আবাস যোজনার উপভোক্তাদের মতে, এই উদ্যোগ তাঁদের বাড়ি নির্মাণের খরচ অনেকটাই কমাবে এবং সরকারি প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে সহায়ক হবে।

বোলপুরে এমএসএমই সচেতনতা শিবির, ক্ষুদ্র শিল্পের মানোন্নয়নে জোর

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বোলপুর ঃ ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প খাতকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে বোলপুরে আয়োজন করা হল এমএসএমই সচেতনতা কর্মসূচি।শুক্রবার গীতাঞ্জলি কমপ্লেক্সের শান্তিদেব সেমিনার হলে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডসের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সহযোগিতায় ছিল এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফ্যাসিলিটেশন অফিস, দুর্গাপুর এবং ন্যাশনাল চেম্বার অব কটেজ অ্যান্ড স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ।এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মানক ব্যুরোর উপ-মহাপরিচালক নিশাত সুলতানা হক, বিআইএসের পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তরের উপ-মহাপরিচালক ড. মীনাক্ষী গণেশন, এমএসএমই দপ্তরের কলকাতার অধিকর্তা প্রদীপ কুমার দাস-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পোদ্যোগীরা কর্মসূচিতে অংশ নেন। কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, ঋণ-সহায়তা, প্রশিক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ নিয়ে তাঁদের বিস্তারিতভাবে জানানো হয়। পাশাপাশি বিআইএসের সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ার গুরুত্বও তুলে ধরা হয়। নিশাত সুলতানা হক বলেন, বীরভূমে হস্তশিল্প, তাঁতশিল্প, চামড়াশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ-সহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তাই উৎপাদনের পাশাপাশি পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখা এবং বিআইএসের মানদণ্ড মেনে চলা জরুরি। তাতে দেশ-বিদেশের বাজারে পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা যেমন বাড়বে, তেমনই শিল্পোদ্যোগীদের নতুন সুযোগও তৈরি হবে।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

ভারত থেকে বিপুল আয় ট্রাম্পের সংস্থার

গুরুগ্রাম যেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের টাকার খনি !

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর পরিবারের সম্পত্তি। যা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে আমেরিকার অন্দরে। এই ডামাডোলের মাঝেই সামনে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্পের এই 'কুবেরের ধনে' বিরাট যোগদান রয়েছে ভারতের। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ট্রাম্প পরিবারের কোষাগারে শুধুমাত্র ভারত থেকে গিয়েছে ১০ মিলিয়ন ডলার।২০২৫ অর্থবর্ষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আয়ের যে খতিয়ান সামনে এসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, এই সময়কালে ট্রাম্প আয় করেছেন ২.৩ বিলিয়ন ডলার। যার মধ্যে ৫৮ মিলিয়ন ডলার লাইসেন্সের ফি বাবদ আয় করেছেন। এই পদ্ধতিতে ডেভলপাররা অর্থের বিনিময়ে কোনও বিলাসবহুল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের প্রকল্পে ট্রাম্পের নাম ব্যবহারের সুযোগ পান। ভারত-সহ বিশ্বের বহু দেশে এই চুক্তির মাধ্যমে চলছে ট্রাম্পের প্রকল্প। সেখান থেকেই আয় করছেন ট্রাম্প ও তাঁর পরিবার। সেই হিসেবে ভারতের মোট ৬টি শহর থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ আয় করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেগুলি হল, গুরুগ্রাম থেকে ৩.৬ মিলিয়ন ডলার, দিল্লি থেকে ১.৮ মিলিয়ন ডলার, হায়দরাবাদ থেকে ১.৫ মিলিয়ন ডলার, নয়ডা থেকে ১.৫ মিলিয়ন ডলার, পুনে থেকে ১.৫ মিলিয়ন ডলার এবং মুম্বই থেকে ১৮০,৮৫০ ডলার। অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি আয় হয়েছে গুরুগ্রাম থেকে।ভারতের ৬টি শহর থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করেছেন ট্রাম্প। সেগুলি হল, গুরুগ্রাম (৩.৬ মিলিয়ন ডলার), দিল্লি (১.৮ মিলিয়ন ডলার), হায়দরাবাদ (১.৫ মিলিয়ন ডলার), নয়ডা (১.৫ মিলিয়ন ডলার), পুনে (১.৫ মিলিয়ন ডলার) এবং মুম্বই (১৮০,৮৫০ ডলার)।শুধু ভারত নয় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, আবাসন ব্যবসায় ট্রাম্পের আয়ের সবচেয়ে বড় অংশটা এসেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। দুবাই থেকে তাঁর আয় ১১.৭ মিলিয়ন ডলার, আবুধাবি থেকে আয় ১০ মিলিয়ন ডলার, সৌদি আরব থেকে ৯.২ মিলিয়ন ডলার, এবং কাতারের দোহা থেকে ট্রাম্প পরিবারের আয় ৫.২৫ মিলিয়ন ডলার। এছাড়া, লাইসেন্স চুক্তির মাধ্যমে ভিয়েতনাম, রোমানিয়া, তুরস্ক এবং ইন্দোনেশিয়া থেকেও বিপুল আয় করেছে ট্রাম্পের সংস্থা।আবাসন ব্যবসার পাশাপাশি ক্রিপ্টো ব্যবসা থেকেও বিপুল আয় করেছে ট্রাম্প পরিবার। ২০২৫ সালে এই ব্যবসা থেকে তাঁদের আয় ১.৪ বিলিয়ন ডলার। রিপোর্ট বলছে, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ক্রিপ্টো সংক্রান্ত বিষয়ে ট্রাম্পের নীতিই এই আয় বৃদ্ধির মূল কারণ। ট্রাম্পের পুত্রের ক্রিপ্টো সংস্থা ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফিনান্সিয়াল, ৮০০ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এর মধ্যে ক্রিপ্টো টোকেন বিক্রি থেকে ৫২০ মিলিয়ন ডলার এবং ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ব্যবসায় অংশীদারিত্ব বিক্রি করে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের বেশি এসেছে। এছাড়া ট্রাম্প নিজের মিম কয়েন বিক্রি করে ৬৩৫ মিলিয়ন ডলার আয় করেছেন। এছাড়াও ট্রাম্পের পুরনো গলফ ও রিসর্ট ব্যবসা থেকেও ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যার গত বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি।

ডলার টানতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন টোপ

টাকার টান পড়লে ঘরের ছেলের চেয়ে প্রবাসী ভাইপোদের কদর যে একটু বেশিই বাড়ে, তা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক পদক্ষেপে বেশ মালুম হচ্ছে। ডলারের ভাঁড়ারে টান, ওদিকে টাকার দামের পতন ঠেকাতে

টাকার টান পড়লে ঘরের ছেলের চেয়ে প্রবাসী ভাইপোদের কদর যে একটু বেশিই বাড়ে, তা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক পদক্ষেপে বেশ মালুম হচ্ছে। ডলারের ভাঁড়ারে টান, ওদিকে টাকার দামের পতন ঠেকাতে রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে দেশের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারকে চাঙ্গা করতে প্রবাসী ভারতীয়দের পকেটেই নজর দিয়েছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। আর সেই টোপ যে বেশ ভালোই কাজে দিচ্ছে, তার প্রমাণ মিলতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সংশোধিত 'এফসিএনআর-বি' বা ফরেন কারেন্সি নন-রেসিডেন্ট ব্যাঙ্ক আমানত প্রকল্প বাজারে আসতেই হুড়মুড় করে ঢুকতে শুরু করেছে বিদেশি মুদ্রা। ব্যাঙ্কারদের হিসেব বলছে, ইতিমধ্যেই প্রায় তিন থেকে চারশো কোটি ডলারের আমানত জমা পড়েছে ব্যাঙ্কগুলির ঘরে। তবে এখানেই শেষ নয়, ব্যাঙ্কিং মহলের কর্তারা রীতিমতো স্বপ্ন দেখছেন যে, আগামী দিনে এই টাকার অঙ্কটা চার থেকে পাঁচ হাজার কোটি ডলারও ছুঁয়ে ফেলতে পারে। বিশেষ করে উপসাগরীয় বা গালফ দেশগুলোতে ঘাম ঝরানো প্রবাসীদের দিকেই এখন চাতক পাখির মতো চেয়ে আছেন তাঁরা। ব্যাঙ্ক কর্তাদের আশা, প্রচার বাড়লে ওই অঞ্চলের প্রবাসীরাই এই প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি টাকা ঢালবেন। এমনিতে শুধু দেশের প্রতি ভালোবাসার টানে কেউ তো আর গাঁটের কড়ি ঢালবে না, তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবার রীতিমতো আকর্ষক সুযোগ এনেছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই বিশেষ আমানতের উপর থেকে সুদের হারের ঊর্ধ্বসীমা এক ধাক্কায় তুলে নিয়েছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। ফলে ব্যাঙ্কগুলো এখন নিজেদের মতো করে চড়া সুদ হাঁকতে পারছে। যেমন, ছোট ফিনান্স ব্যাঙ্কগুলো তো রীতিমতো সাড়ে সাত শতাংশ পর্যন্ত সুদ দিচ্ছে, যেখানে বড় ব্যাঙ্কগুলোর প্রস্তাব সাড়ে ছয় শতাংশের আশেপাশে। শুধু তাই নয়, তিন থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি এই আমানতের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলোর যে মুদ্রা বিনিময়ের ঝুঁকিজনিত খরচ বা হেজিং কস্ট থাকে, তা এবার খোদ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। আগে নিয়ম ছিল যে, এই ধরনের আমানতের সুদ কোনওভাবেই দেশীয় টাকার আমানতের সুদের চেয়ে বেশি হতে পারবে না। কিন্তু এখন ডলার টানতে সেই নিয়মের ফাঁস আলগা হওয়ায় ব্যাঙ্কগুলোও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে এবং বিদেশে জোরদার প্রচার শুরু করেছে। আমেরিকার মতো দেশের প্রবাসীরা মুদ্রার ওঠাপড়ার ঝুঁকি নিয়ে কিছুটা সন্দিহান হলেও, কাতার বা দুবাইয়ের মতো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে কিন্তু বেশ ভালোই সাড়া মিলছে। যদিও ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, এই বিপুল পরিমাণ বিদেশি আমানত সামলাতে গিয়ে ব্যাঙ্কগুলো যেন আবার নিজেদের ঘাড়ে দায়ের বোঝা না চাপিয়ে ফেলে, সেদিকেও শীর্ষ ব্যাঙ্কের নজর রাখা জরুরি। তাছাড়া বিশ্ববাজারে সুদের হার বদলালে এই টাকা আবার রাতারাতি দেশ ছাড়বে না তো? সেই প্রশ্নও কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। তবুও আপাতত ডলারের খরা কাটাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই 'দেশি টোপ ও প্রবাসী মাছ' ফর্মুলা যে হিট, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

গ্রীষ্মের দাবদাহে পুড়ছে ইউরোপ,

গরমের আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার হুঁশিয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

শীতপ্রধান মহাদেশ হিসেবে যার বিশ্বজোড়া খ্যাতি, সেই ইউরোপের কপালেই এখন বিন্দু বিন্দু ঘাম। বিশ্ব উষ্ণায়নের জাঁতাকলে পড়ে ইউরোপের চেনা গ্রীষ্মকাল এখন কার্যত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক যে, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে; এবার থেকে ইউরোপের দেশগুলিকে শীতকালের ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু-র মতোই প্রতি বছর গরমের জন্যও আগে থেকে স্থায়ী পরিকাঠামো ও কোমর বেঁধে প্রস্তুতি রাখতে হবে। আপৎকালীন পরিস্থিতি ভেবে হাত গুটিয়ে বসে থাকার দিন শেষ। চলতি বছরের শুরুতেই ইউরোপের তাপমাত্রা সমস্ত পুরনো রেকর্ডকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিয়েছে। জুনের শেষ থেকেই শুরু হওয়া তীব্র তাপপ্রবাহে নাজেহাল সাধারণ মানুষ, বিকল হচ্ছে পরিকাঠামো। গত রবিবার জার্মানি, চেক প্রজাতন্ত্র ও পোল্যান্ডে তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে ফেলায় থমকে গিয়েছিল পরিবহন ব্যবস্থা। অন্যদিকে ফ্রান্সে জুনের গড় তাপমাত্রা যেখানে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকার কথা, সেখানে একটি শহরে পারদ চড়েছিল এক্কেবারে চুয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তীব্র এই দাবদাহের কারণে ফ্রান্সে ইতিমধ্যেই প্রায় এক হাজার জন মানুষের অতিরিক্ত মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্ভাগ্যবশত এই ভয়াবহ তাপমাত্রাই এখন ইউরোপের নতুন বাস্তব বা 'নিউ নর্মাল'। 'ওয়ার্ল্ড ওয়েদার অ্যাট্রিবিউশন'-এর গবেষণা বলছে, ১৯৭৬ সালের জুনের তুলনায় বর্তমান তাপপ্রবাহ প্রায় সাড়ে তিন ডিগ্রি বেশি গরম এবং পঞ্চাশ বছর আগে এই ধরনের চরম আবহাওয়া কল্পনাও করা যেত না। রিডিং ইউনিভার্সিটির আবহাওয়াবিদ ডক্টর অক্ষয় দেওরাস একটি সাক্ষাৎকারে রসিকতা করে বলেছেন, ব্যাপারটা এমন একটা দৌড় প্রতিযোগিতার মতো, যেখানে ফিনিশিং লাইনটাকে আচমকা শুরুর লাইনের অনেক কাছে নিয়ে চলে আসা হয়েছে। অর্থাৎ, যা আগে শতাব্দীতে একবার ঘটত, তা এখন প্রতি কয়েক দশকেই ফিরে ফিরে আসবে। ইউরোপ কেন বাকি বিশ্বের চেয়ে বেশি পুড়ছে, তার পিছনে রয়েছে দুটি মূল কারণ। প্রথমত, একটি উচ্চ-চাপ বলয় বা 'হিট ডোম' ইউরোপের আকাশে থিতু হয়ে বসে রয়েছে, যা গরম বাতাসকে এক জায়গায় বন্দি করে রাখছে। দ্বিতীয়ত, আশির দশকের পর থেকে ইউরোপ বাকি বিশ্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ গতিতে উত্তপ্ত হচ্ছে। 'কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস'-এর তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ইউরোপের পঁচানব্বই শতাংশেরও
বেশি এলাকায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। অধ্যাপক হানা ক্লোকের মতে, আমরা আজ যে গরমের ঠেলা সামলাচ্ছি, তা আসলে কয়েক দশক আগের দূষণের ফল। জলবায়ু ব্যবস্থা সাড়া দিতে কিছুটা সময় নেয়, তাই অতীতের কাজের পরিণতি এখন ভোগ করতে হচ্ছে। আল্পস পর্বতমালার হিমবাহগুলি ইতিমধ্যেই এমনভাবে গলে গিয়েছে যে সেগুলিকে আর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া অসম্ভব, যার ফলে গ্রীষ্মকালে ইউরোপের নদীগুলির জলপ্রবাহ স্থায়ীভাবে কমে গিয়েছে। ইউরোপের এই চরম গরমে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্য। চব্বিশ সালেই এই অঞ্চলে গরমে প্রায় বাষট্টি হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক অধিকর্তা ডক্টর হ্যান্স ক্লুগে এক অদ্ভুত সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, ইউরোপের বাড়িঘরগুলোর স্থাপত্যই তৈরি হয়েছিল শীতপ্রধান জলবায়ুর কথা মাথায় রেখে; অর্থাৎ, বাড়িগুলো এমনভাবে তৈরি যা ঘরের ভেতরের গরম ধরে রাখে, বের করে না। এখন সেই বাড়িগুলোই বাসিন্দাদের জন্য এক একটা বদ্ধ ওভেন হয়ে উঠেছে। ডক্টর ক্লুগে বলেন, সরকারগুলোকে এখন গরমের জন্য এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যা প্রতি বছর আসবেই।
এটি কোনও আচমকা বিপর্যয় নয়, বরং নিয়মিত পরিকাঠামোর বিষয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতি সামাল দিতে দুটি বিষয়ে অবিলম্বে নজর দেওয়া দরকার। প্রথমত, নিখুঁত এবং দ্রুত সতর্কবার্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে একা থাকা বয়স্ক মানুষদের কাছে গরমের তীব্রতা বাড়ার আগেই সাহায্য পৌঁছানো যায়। দ্বিতীয়ত, পুরনো রীতিনীতি বদলে জল
ও আবাসন পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ করা।
আগামী দিনের ইউরোপের গ্রীষ্মকাল কতটা ভয়াবহ হবে, তা কিন্তু আজ আমরা কতটা কার্বন নিঃসরণ কমাচ্ছি এবং কতটা প্রস্তুতি নিচ্ছি; তার ওপরেই নির্ভর করছে।

অপারেশন এপিক ফিউরি'র ধাক্কায় ফাটল ইতিহাসে !

বোমারু বিমানের দাপটে ইরানে চুরমার শত শত বছরের অতীত

বোমারু বিমানের কান-ফাটানো গর্জনের কাছে ৪০০ বছরের পুরনো শিল্পকলা যে নেহাতই ঠুনকো, সেটা প্রমাণ করতে সম্ভবত খুব একটা কসরত করতে হয়নি ইজরায়েল বা আমেরিকাকে। 'লক্ষ্য কেবল সামরিক ঘাঁটি'; হোয়াইট হাউস থেকে তেল আভিভ পর্যন্ত এমন গালভরা আশ্বাসের মাঝেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে ইরানের ইস্তাহান থেকে তেহরানের একের পর এক ঐতিহাসিক ইমারত। রয়টার্সের সাম্প্রতিক এক অনুসন্ধানী রিপোর্ট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, আধুনিক 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'-এর জাঁতাকলে কীভাবে পিষ্ট হচ্ছে একটি দেশের শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাস।

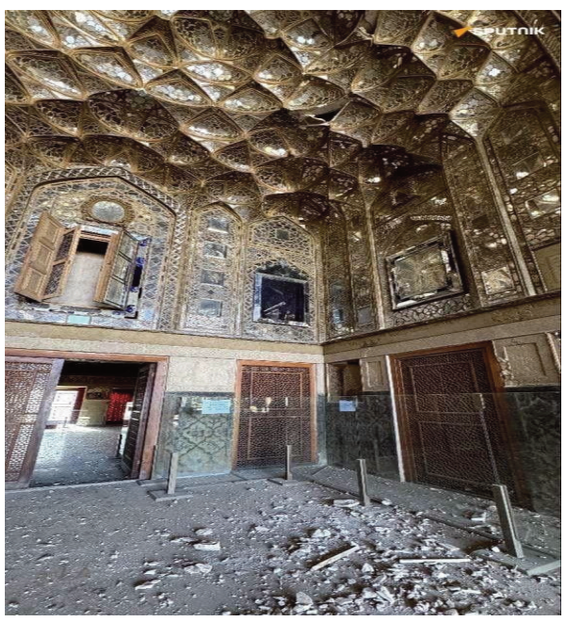

নকশ-এ-জাহান থেকে চেহেল সোতুন কম্পিত ইতিহাস

ইস্তাহানের নকশ-এ-জাহান চত্বর। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পাওয়া এই চত্বরের খ্যাতি ভুবনজোড়া। কিন্তু গত ৭ এবং ৯ মার্চ, এই চত্বর এবং সংলগ্ন চেহেল সোতুন প্রাসাদের কাছে যখন পরপর ইজরায়েলি বোমা আছড়ে পড়ল, তখন কেঁপে উঠেছিল প্রাচীন মিনার আর গম্বুজগুলোও। ১৭ শতকের 'মিউজিয়াম অফ ডেকোরেটিভ আর্টস'-এর নিরাপত্তারক্ষী রসুল মোসাভি মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধেই রয়টার্সের সাংবাদিকদের দেখাচ্ছিলেন ধ্বংসলীলা। আক্ষেপ করে বলছিলেন, তএই ইমারতগুলো তো আমাদেরই একটা অংশ ছিল !দ লক্ষ্য ছিল মাত্র ২০০ মিটার দূরের ইস্তাহানের গভর্নরের দফতর। কিন্তু সেই 'নিখুঁত' নিশানার ধাক্কায় মিউজিয়ামের ছাদ খসে পড়েছে ঐতিহ্যবাহী ইরানি পোশাক পরা ম্যানিকুইনগুলোর ওপর। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কাঁচ আর প্লাস্টারের টুকরো।

গতির কাছে নতিস্বীকার বিজ্ঞানের পরিহাস

২০০০ পাউণ্ডের বোমার যে নিজস্ব কোনও শিল্পবোধ নেই, তা বলাই বাহুল্য! প্রাক্তন মার্কিন বায়ুসেনা বিশেষজ্ঞ ওয়েস ব্রায়ান্টের মতে, শব্দের চেয়ে প্রায় ২০ গুণ বেশি গতিতে ছুটে আসা বোমার 'শকওয়েভ' এক কিলোমিটার দূরের ইমারতকেও ধরাশায়ী করতে পারে। ৯০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা কাঠামো তো তাসের ঘরের মতো ধসে পড়বেই। আর সেটাই হয়েছে ইস্তাহানে। বোমার অভিঘাতে ছাদ ওপরের দিকে ওঠে, আর দেওয়ালগুলো ভেতর দিকে দুমড়ে মুচড়ে যায়। ফলস্বরূপ, ফাটল ধরেছে ৪০০ বছরের পুরনো শাহ মসজিদের দেওয়ালে, খসে পড়ছে নীল টাইলস।
ইতিহাসের কঙ্কাল দীর্ঘ হচ্ছে তালিকা - খাতা-কলমে রয়টার্স অন্তত ১১টি ঐতিহাসিক ভবনের ক্ষতি চাক্ষুষ করেছে। কিন্তু ইরানের হিসেব বলছে সংখ্যাটা ১৩৪! কী নেই সেই তালিকায়? তেহরানের সুবিখ্যাত গোলিস্তান প্রাসাদ (হেরিটেজ), যার রাজকীয় সিংহাসন কক্ষ এখন ভাঙা আয়না আর কাঁচের টুকরোর ভাগাড়। ইস্তাহানের জামে মসজিদ এবং ট্রান্স-ইরানিয়ান রেলওয়ে-র মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য। ১৮০০ বছরের প্রাচীন ফলাক-ওল-আফলাক দুর্গ, যার গায়ে নীল রঙের আন্তর্জাতিক 'হেরিটেজ' শিল্ড ঝুলিয়েও শেষরক্ষা হয়নি। আন্তর্জাতিক আইন বা ১৯৫৪ সালের হেগ কনভেনশন অনুযায়ী, যুদ্ধের সময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু সে সব কে শোনে! ইজরায়েলি সেনার বাণীবদ্ধ সাফাই, তআমরা আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনেই কেবল সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছি।দ হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলির গলাতেও একই সুর, 'অপারেশন এপিক ফিউরি'-র টার্গেট নাকি কেবল ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল আর নৌবাহিনী, সাধারণ মানুষ বা সভ্যতা নয়। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা ভিন্ন। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্থাপত্যের অধ্যাপক স্টেফানি মুল্ডারের তীব্র কটাক্ষ, 'ইরাক বা সিরিয়ার যুদ্ধের সময় অন্তত নিয়ম মানার একটা চেষ্টা ছিল। কিন্তু এখন সব দস্তানা খুলে ফেলা হয়েছে, কারও কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই'। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ তো আগেই 'নো মার্সি' বা দয়ামায়াহীন যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। আর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তো হুঁশিয়ারিই ছিল; চুক্তি না মানলে 'পুরো সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে'। ২০১৭ এবং ২০২৫ সালে দু-দু'বার ইউনেস্কো থেকে আমেরিকার বেরিয়ে আসা যে নেহাতই কাকতালীয় নয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যে ইস্তাহানকে তার রূপের জন্য রোম বা এথেন্সের সঙ্গে তুলনা করা হয়, সেখানকার শতাব্দীপ্রাচীন বাজার এখন খাঁ-খাঁ করছে। পর্যটক শূন্য। মিষ্টি বিক্রেতা সাঈদ নিজের দোকানের ভাঙা কাঁচের দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন, 'আমরা একটা ভালো শেষের অপেক্ষায় আছি'। অন্যদিকে তেহরানের গোলিস্তান প্রাসাদে ৩০ বছর ধরে কর্মরত এক মহিলা কর্মী ভগ্নস্তূপ দেখে কেঁদেই ফেলেছিলেন। ছাদ ধসে পড়ার আতঙ্কে এখনও তাঁর চোখেমুখে চূড়ান্ত ভয়। যুদ্ধ তো আসে আর যায়, ক্ষমতার হাতবদল হয়, কিন্তু যে ইতিহাস একবার মাটির সঙ্গে মিশে যায়, তাকে কি আর কোনওদিন জোড়া লাগানো সম্ভব? আধুনিক অস্ত্রের আস্ফালনে আজ ইরানের সেই অমূল্য রত্নভাণ্ডারই বিপন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'অপারেশন এপিক ফিউরি'-র শেষে ইরান হয়তো দুর্বল হবে, কিন্তু হাজার বছরের সেই সভ্যতার কঙ্কালসার চেহারা আগামী পৃথিবীর কাছে কোন বার্তা রেখে যাবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

ইতিহাসের দুয়ারে কানাডা

মহাকাব্যের খোঁজে মরক্কো

একটি মুহূর্ত বদলে দিতে পারে একটি দেশের ফুটবল ইতিহাস। সেই রোমাঞ্চ নিয়েই মুখোমুখি হচ্ছে স্বাগতিক কানাডা ও আফ্রিকার অন্যতম শক্তিশালী দল মরক্কো। একদিকে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় ওঠা কানাডার স্বপ্নযাত্রা, অন্যদিকে ২০২২ বিশ্বকাপে আফ্রিকার ইতিহাস বদলে দেওয়া মরক্কোর অভিযান।বিশ্বকাপ ইতিহাসে মরক্কো অনেক বেশি অভিজ্ঞ। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠে প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে নতুন ইতিহাস লিখেছিল তারা। সেই দলের অনেক তারকাই এখনো আছেন। অন্যদিকে কানাডা ১৯৮৬ সালে প্রথম বিশ্বকাপ খেললেও কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি। ২০২২ সালেও বিদায় নিতে হয়েছিল গ্রুপ পর্ব থেকেই। চলতি বিশ্বকাপ তাদের ফুটবলের নতুন জন্মের গল্প। প্রথমবারের মতো নকআউট জিতে শেষ ষোলোয় উঠে তারা গোটা দেশের ফুটবল মানচিত্র বদলে দিয়েছে।কানাডা গ্রুপ পর্বে কঠিন লড়াই পেরিয়ে নকআউটে ওঠে। এরপর শেষ বত্রিশে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১,০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসে নিজেদের প্রথম নকআউট জয় তুলে নেয়।মরক্কো প্রমাণ করেছে তারা বিশ্ব ফুটবলের প্রতিষ্ঠিত শক্তি। গ্রুপ পর্বে ব্রাজিলের মতো পরাশক্তির সঙ্গে ড্র করে নিজেদের সামর্থ্যের জানান দেয়। নেদারল্যান্ডসকে ১,১ সমতার পর টাইব্রেকারে হারিয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করে।কানাডার সবচেয়ে বড় ভরসা জোনাথন ডেভিড। দীর্ঘ চোট কাটিয়ে অধিনায়ক আলফোনসো ডেভিসও ফিরেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বদলি হিসেবে নেমেই ম্যাচে গতি এনে দিয়েছিলেন তিনি। মাঝমাঠে স্টিফেন ইউস্তাকিও দলের ছন্দ ধরে রাখছেন, আর তরুণ লুক ডি ফুগেরোলেস রক্ষণে দারুণ পরিণত ফুটবল খেলছেন।মরক্কোর শক্তির কেন্দ্র তাদের ভারসাম্যপূর্ণ দল। ডান

প্রান্তে আশরাফ হাকিমির আক্রমণাত্মক দৌড় প্রতিপক্ষের জন্য বড় হুমকি। ইসমাইল সাইবারি ধারাবাহিকভাবে গোল করছেন। গোলবারের নিচে ইয়াসিন বোনু আবারও নির্ভরতার প্রতীক। মাঝমাঠে বিলাল এল খান্নুস ও সতীর্থরা বলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে জানেন।ম্যাচের আগে কানাডা কোচ জেসি মার্শ মরক্কোর প্রশংসা করে বলেছেন, মরক্কোর বিপক্ষে প্রস্তুতি নেওয়া যেন 'ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন'। তবে তিনি এটাও জানিয়েছেন, সবাই তাদের আন্ডারডগ ভাবলেও সেটিই কানাডার সবচেয়ে বড় প্রেরণা। অন্যদিকে তিনি বিশ্বাস করেন, তার দল নিজেদের ফুটবলের ধরণ বদলাবে না।মরক্কো শিবিরেও আত্মবিশ্বাসের কমতি নেই। ২০২২ সালের সাফল্য কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। এবারও তারা শিরোপার অন্যতম অঘোষিত দাবিদার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কানাডার বিপক্ষে তাদের লক্ষ্য আরেক ধাপ এগিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নেওয়া।দুই দলের হেড-টু-হেড পরিসংখ্যানেও এগিয়ে মরক্কো। ২০২২ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে মরক্কো ২,১ গোলে হারিয়েছিল কানাডাকে। ২০১৬ সালের প্রীতি ম্যাচে মরক্কো ৪,০ গোলে জয় পায় এবং ১৯৯৪ সালের ম্যাচটি ১,১ গোলে ড্র হয়েছিল। এখন পর্যন্ত তিন দেখায় মরক্কোর দুটি জয়, একটি ড্র।কৌশলগতভাবে ম্যাচের সবচেয়ে বড় লড়াই হবে কানাডার গতি বনাম মরক্কোর বলের নিয়ন্ত্রণ। কানাডা দ্রুত পাল্টা আক্রমণে সুযোগ খুঁজবে, বিশেষ করে ডেভিড ও ডেভিসকে কাজে লাগিয়ে। অন্যদিকে মরক্কো হাকিমির ওভারল্যাপ, সাইবারির ফিনিশিং এবং মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে ম্যাচ নিজেদের হাতে রাখতে চাইবে।কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিটের জন্য এটি কানাডার নতুন ইতিহাস লেখার সুযোগ, আর মরক্কোর প্রমাণ করা ২০২২-এর সেমিফাইনাল ছিল না কোনো বিস্ময়। স্বাগতিকদের স্বপ্ন কি আরও বড় হবে, নাকি আটলাস লায়ন্স আবারও বিশ্বমঞ্চে নিজেদের গর্জন শোনাবে?

মেডেলের ঔজ্জ্বল্যে ডোপিংয়ের কালি!

ভারতকে 'অতি বিপজ্জনক' তালিকায় ফেলল বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স

ভারতীয় ক্রীড়াজগতের বর্তমান ছবিটা এক অদ্ভুত দ্বিধায় দীর্ণ। একদিকে একের পর এক আন্তর্জাতিক মঞ্চে পদকের বন্যা, তৃণমূল স্তরে প্রতিভার অন্বেষণ আর ২০৩৬ সালের অলিম্পিক গেমস আয়োজনের মহৎ ও উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন; কিন্তু এই ঝকঝকে প্রচ্ছদের নিচে লুকিয়ে রয়েছে এক অন্ধকার বাস্তব। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের 'অ্যান্টি-ডোপিং রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট'-এ ভারতকে 'ক্যাটাগরি বি' থেকে নামিয়ে সরাসরি 'ক্যাটাগরি এ' অর্থাৎ চরম ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অ্যাথলেটিক্স ইন্টিগ্রিটি ইউনিট (এআইইউ)-এর বিশ্বব্যাপী ডোপিং অপরাধীদের তালিকায় বর্তমানে শীর্ষস্থান দখল করেছে ভারত, যেখানে সক্রিয় ডোপ মামলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬২-এ। সামনেই ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমস এবং ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক। এই পরিস্থিতিতে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রকের সামনে একটাই কঠিন প্রশ্ন; ডোপিংয়ের এই কালিমালিপ্ত জুতো পরে কি সত্যিই বিশ্ব ক্রীড়ার সুপারপাওয়ার হওয়া সম্ভব? এই ব্যবস্থার ফাটল কিন্তু আজকের নয়। ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকের ঠিক আগে কুস্তিগির নরসিংহ যাদবের কুখ্যাত ডোপ কেস থেকে শুরু করে ভারোত্তোলন ও ট্র্যাক-অ্যান্ড-ফিল্ডে ভারতীয় অ্যাথলিটদের নির্বাসনের ধারাবাহিক সিলসিলা বহু পুরোনো। আসল গলদটি লুকিয়ে রয়েছে ভারতের ক্রীড়া সংস্কৃতির গভীরে। 'টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম' (টপস)-এর অধীনে থাকা দেশের প্রথম সারির অ্যাথলিটরা উন্নত চিকিৎসা ও নজরদারির সুযোগ পেলেও, জুনিয়র বা সাব-এলিট স্তরের তরুণরা সম্পূর্ণ অরক্ষিত। সাফল্য এনে দেওয়ার তীব্র মানসিক চাপ থাকলেও ডোপিংয়ের ভয়াবহতা সম্পর্কে নূন্যতম শিক্ষাও পৌঁছায় না তাঁদের কাছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতের জনস্বাস্থ্য ও আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থার এক চরম ব্যর্থতা। আন্তর্জাতিক অ্যান্টি-ডোপিং কর্তারা বারবার সরব হয়েছেন যে, ভারতে অ্যানাবলিক স্টেরয়েডের মতো নিষিদ্ধ ওষুধ পাড়ার ওষুধের দোকানে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই মুড়ি-মুড়কির মতো কিনতে পাওয়া যায়। ফলে যখন একজন কিশোর অ্যাথলিট সহজেই নিষিদ্ধ ড্রাগের নাগাল পেয়ে যায়, তখন শুধু অ্যাথলিটকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে লাভ নেই, দায় বর্তায় গোটা সিস্টেমের ওপর। পদক সংখ্যার বৃদ্ধির পেছনে ডোপিংয়ের ভূমিকা কতটা, তা নিয়ে সরাসরি অকাট্য প্রমাণ না থাকলেও পরিসংখ্যান কিন্তু অস্বস্তির জন্ম দিচ্ছে। ভারতের জাতীয় অ্যান্টি-ডোপিং সংস্থা (নাডা) অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার বহর বিপুল বাড়িয়েছে। ২০২১ সালে যেখানে মাত্র ১,৯০০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল, ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭,৪০০-র গণ্ডিতে। কিন্তু পরীক্ষা বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে পজিটিভ কেসের সংখ্যাও; ৪২ থেকে একলাফে ২৬০! বেশি চোর ধরা পড়ার অর্থ কিন্তু এই নয় যে সমাজ অপরাধমুক্ত হচ্ছে; বরং এটি প্রমাণ করে যে কড়া আইন থাকা সত্ত্বেও দ্রুত সাফল্যের মোহে নিষিদ্ধ শর্টকাট নেওয়ার প্রবণতা কমেনি। এই 'ক্যাটাগরি এ' তকমা পাওয়ার ব্যবহারিক মাশুলও অত্যন্ত চড়া। এখন থেকে ভারতীয় অ্যাথলিটদের আন্তর্জাতিক স্তরে চরম কড়া নজরদারিতে থাকতে হবে, টুর্নামেন্টের ঠিক আগে হুটহাট সারপ্রাইজ টেস্টের মুখোমুখি হতে হবে, যা তাঁদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও মানসিক একাগ্রতাকে সম্পূর্ণ ঘেঁটে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এর চেয়েও বড় ধাক্কা লাগতে পারে ভারতের অলিম্পিক আয়োজনের স্বপ্নে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, অলিম্পিকের আসর বসাতে গেলে বিশ্ব অ্যান্টি-ডোপিং নিয়মের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আপস করা চলবে না। ভারত যদি নিজের ঘর গোছাতে না পারে, তবে ২০৩৬ সালের অলিম্পিক বিড শুরু হওয়ার আগেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে পারে। তবে এই কানাগলি থেকে বেরোনোর পথ যে নেই, তা নয়। সেজন্য প্রয়োজন এক আমূল এবং কাঠামোগত সংস্কার। প্রথমত, খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত স্থানীয় কোচ, শারীরশিক্ষার শিক্ষক এবং অ্যাকাডেমির প্রধানদের জন্য অ্যান্টি-ডোপিং শংসাপত্র বাধ্যতামূলক করতে হবে, যাতে জাতীয় শিবিরে পা রাখার আগেই অ্যাথলিটদের মগজে সঠিক শিক্ষা ঢুকে যায়। দ্বিতীয়ত, পুষ্টিকর সাপ্লিমেন্টের বাজারকে কঠোর নিয়মের আওতায় এনে সঠিক টেস্টিং ও শংসাপত্র নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভেজাল প্রোডাক্টের অজুহাতে কোনও অ্যাথলিট পার না পেয়ে যান। তৃতীয়ত, শুধু অ্যাথলিটদের শাস্তি না দিয়ে যে সমস্ত রাজ্য ফেডারেশন বা সাপোর্ট স্টাফদের নজরদারিতে ডোপিংয়ের ঘটনা ঘটছে, তাদের ওপর চড়া জরিমানা, প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা ও আজীবন নির্বাসনের খাঁড়া ঝোলাতে হবে। সর্বোপরি, নাডাকে সমস্ত পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষা বন্ধ করে আচমকা প্রতিযোগিতার বাইরে গিয়ে পরীক্ষা নিতে হবে এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে 'অ্যাথলিট বায়োলজিক্যাল পাসপোর্ট' (এবিপি)-এর ব্যবহার বাড়াতে হবে। ভারতের প্রতিভা, অর্থ বা রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব নেই, কিন্তু শর্টকাটের হাত ধরে আসা মেডেলের ঔজ্জ্বল্য যে আসলে মেকি, তা অনুধাবন করার সময় এসেছে। সততা ও গর্বের সঙ্গে জেতা পদকই দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকার তৈরি করতে পারে, অন্য কিছু নয়।

অস্ট্রিয়াকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে শেষ ষোলোয় পর্তুগালের সামনে স্পেন

গ্যালারিতে তখন পেনেলোপে ক্রুজ, হাভিয়ের বারদেম এবং পপ তারকা রোজালিয়ার মতো হলিউড ও সঙ্গীত জগতের রথী-মহারথীরা। আর লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামের সবুজ গালিচায় তখন স্প্যানিশ আর্মাডার দাপট। বৃহস্পতিবার ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর নকআউটের লড়াইয়ে অস্ট্রিয়াকে কার্যত ফুটবল-পাঠ দিয়ে ৩-০ গোলে অনায়াস জয় তুলে নিল স্পেন। মিকেল ওরেয়ারজাবালের জোড়া গোল এবং পেদ্রো পোরোর একটি দুরন্ত হেডারের সৌজন্যে টুর্নামেন্টের শেষ ষোলোর টিকিট নিশ্চিত করে ফেলল লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। আগামী সোমবার ডালাসে স্পেনের সামনে এবার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল, যে মহারণের অপেক্ষায় এখন থেকেই প্রহর গুনতে শুরু করেছে গোটা ফুটবল বিশ্ব। একটি বাতিল গোল এবং ক্রসবারে বল না লাগলে এদিন জয়ের ব্যবধান আরও বড় হতেই পারত। খেলার প্রথমার্ধের প্রথম কুলিং ব্রেকের পর থেকেই যেন অস্ট্রিয়ার ওপর চেপে বসে স্প্যানিশরা। বল দখলের লড়াইয়ে নিরঙ্কুশ আধিপত্য রেখে বিপক্ষের রক্ষণভাগকে চিরে দেওয়ার চিরপরিচিত কৌশল নিতে শুরু করেন পেদ্রি-রদ্রিরা। লামিন য়্যামালের একটি কর্নার থেকে মার্ক কুকুরেয়া বল জালে জড়ালেও রেফারি তা বাতিল করে দেন, কারণ স্প্যানিশ ডিফেন্ডার পাউ কুবারসি তখন অস্ট্রিয়ান গোলরক্ষক আলেকজান্ডার শ্লাগারের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর শ্লাগার একটি অনবদ্য ডাইভিং সেভ করে ওরেয়ারজাবালের নিচু শট আটকে দিলেও, ৩৬ মিনিটে আর অস্ট্রিয়ার রক্ষণ শেষরক্ষা করতে পারেনি। পেদ্রি বাঁ-প্রান্তে বল বাড়ান কুকুরেয়াকে, আর তাঁর মাপা ক্রস থেকে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় পায়ের ভিতরের অংশের আলতো টোকায় বল জালে জড়িয়ে স্পেনকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন ওরেয়ারজাবাল। ডানপ্রান্ত দিয়ে গোটা ম্যাচে অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডারদের রীতিমতো নাচিয়ে ছেড়েছেন তরুণ য়্যামাল। স্পেনের দাপট এতটাই ছিল যে, অ্যালেক্স বায়েনার একটি ফ্রি-কিক ক্রসবারে লেগে ফিরে আসার পর য়্যামালের ফিরতি শটও দুর্দান্তভাবে রুখে দেন শ্লাগার।

উল্টোদিকে, প্রথমার্ধের শেষলগ্নে ম্যাচে ফেরার একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল রালফ রাংনিকের অস্ট্রিয়া। রোমানো শ্মিডের পাস থেকে বক্সে সম্পূর্ণ ফাঁকায় বল পেয়েছিলেন স্টেফান পোশ। কিন্তু তাঁর প্রথম টাচ এতটাই জঘন্য ছিল যে, শট নেওয়ার আগেই বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমেই অস্ট্রিয়া জোড়া পরিবর্তন করে। দুই দীর্ঘদেহী স্ট্রাইকার সাশা কালাদজিক এবং মার্কো আরনাউতোভিচকে নামিয়ে লং বল খেলার মরিয়া রণনীতি নেন রাংনিক। কালাদজিকের একটি হেড ক্রসবারের ওপর দিয়ে উড়েও যায়। কিন্তু অস্ট্রিয়ার এই ফেরার চেষ্টার কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতে স্পেন ৬৬ মিনিটের মাথায়। বায়েনার ভাসানো ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে জাতীয় দলের জার্সিতে নিজের প্রথম গোলটি তুলে নেন রাইট-ব্যাক পেদ্রো পোরো। এরপর অস্ট্রিয়ার অধিনায়ক ডেভিড আলাবা গোললাইন থেকে য়্যামালের একটি নিশ্চিত গোল না বাঁচালে ব্যবধান তখনই ৩-০ হয়ে যেত। গোল বাঁচানোর কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য য়্যামালকে তুলে নেন স্প্যানিশ কোচ। ম্যাচের শেষলগ্নে দানি ওলমো, বায়েনা, লাপোর্তদের তুলে নিয়ে ফেরান তোরেস, মিকেল মেরিনো, গাভিদের নামায় স্পেন। ততক্ষণে লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামের লাল সমুদ্রে পরিণত হওয়া গ্যালারি স্প্যানিশদের বিখ্যাত 'টিকি-টাকা' পাসের ছন্দে মেতে উঠে 'ওলে, ওলে' রবে গর্জে উঠেছে। আর ঠিক ৮৯ মিনিটে সেই কুকুরেয়ার আরও একটি নিখুঁত ক্রস থেকে বক্সে সম্পূর্ণ ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা ওরেয়ারজাবাল নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করে অস্ট্রিয়ার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন। উনাই সিমনদের জমাট রক্ষণের সামনে অস্ট্রিয়ার মার্সেল সাবিৎজার, কনরাড লাইমার বা পল ওয়্যানাররা এদিন ছিলেন নেহাতই দর্শক। সব মিলিয়ে, এক নিখুঁত ফুটবল-সিম্ফনি রচনা করে রোনালদোদের বিরুদ্ধে মহড়া নেওয়ার আগে স্প্যানিশ আর্মাডা যেন এক কড়া বার্তাই দিয়ে রাখল।

রোনালদোর রেকর্ড

নাটকীয় হেড ও ভিএআর-এর নিষ্ঠুরতায় ক্রোয়েশিয়া বধ পর্তুগালের

কানাডার টরন্টো স্টেডিয়াম তখন এক টুকরো ইউরোপ। চরম আবহাওয়ার ভ্রুকুটি উড়িয়ে গ্যালারিতে উপচে পড়া ভিড় সাক্ষ্য দিচ্ছিল এক মহাকাব্যিক লড়াইয়ের। একদিকে ৪১ বছরের ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, অন্যদিকে ৪০ ছুঁইছুঁই লুকা মদ্রিচ;ফুটবল-বিধাতা যেন দুই প্রবীণ কিংবদন্তির জন্য তাঁদের ক্যারিয়ারের সম্ভাব্য শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচের এমন এক চিত্রনাট্য লিখে রেখেছিলেন, যেখানে পরতে পরতে লুকিয়ে ছিল নাটক, বিতর্ক এবং রোমাঞ্চ।

২ জুলাইয়ের সেই রুদ্ধশ্বাস নকআউট লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল পর্তুগাল। ক্রোয়েশিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর টিকিট নিশ্চিত করলেন রোনালদোরা। ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দলের রণনীতি ছিল স্পস্ট। ৪-২-৩-১ ফর্মেশনে রুবেন দিয়াজ, জোয়াও ক্যানসেলো এবং নুনো মেন্ডিসদের নিয়ে গড়া পর্তুগিজ রক্ষণের সামনে মাঝমাঠ সামলাচ্ছিলেন ভিটিনহা, জোয়াও নেভেসরা। আর সামনে ছিলেন লেয়াও, ব্রুনো ফার্নান্দেস, পেড্রো নেতো এবং স্বয়ং অধিনায়ক সিআর সেভেন। অন্যদিকে ৪-৩-৩ ছকে জোসিপ স্ট্যানিসিক, জোসিপ সুতালো, মারিন পনগ্রাসিচ ও জোসকো গাভার্দিওলদের জমাট রক্ষণ এবং লুকা সুসিক, মদ্রিচ, মাতেও কোভাচিচ ও মার্টিন বাতুরিনার অভিজ্ঞ মাঝমাঠ দিয়ে লড়াইয়ের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছিল ক্রোয়েশিয়া। ম্যাচের বয়স তখন মাত্র চার মিনিট। লেফট উইং থেকে রাফায়েল লেয়াওয়ের গতির কাছে হার মানে ক্রোট রক্ষণ। তাঁর বাড়ানো নিখুঁত পাসে বক্সের ভেতর থেকে ব্রুনোর নেওয়া জোরালো প্রথম শটটি অনবদ্য দক্ষতায় রুখে দেন ক্রোট কিপার ডমিনিক লিভাকোভিচ, ফিরতি বল ব্লক করেন ডিফেন্ডাররা। প্রথম কুড়ি মিনিট বল দখলের লড়াইয়ে (প্রায় ৫৮ শতাংশ) পর্তুগাল আধিপত্য দেখালেও, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করেন মদ্রিচ ও কোভাচিচ। ৩৫ মিনিটের মাথায় মদ্রিচের একটি মাপা দূরপাল্লার পাস থেকে আনতে বুদিমির গোল লক্ষ্য করে শট নিলেও, পর্তুগিজ গোলরক্ষক দিয়েগো কস্তার বিশ্বস্ত গ্লাভস তা অনায়াসে আটকে দেয়। দুই দলের নিখুঁত রক্ষণের সৌজন্যে প্রথমার্ধের লড়াই থাকে গোলশূন্য। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই টরন্টোর গ্যালারিকে স্তব্ধ করে দেয় ক্রোয়েশিয়া। ৫৩ মিনিটের মাথায় একটি থ্রো-ইন থেকে বল ক্লিয়ার করতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয় পর্তুগিজ রক্ষণ।

ডানপ্রান্ত থেকে বক্সে নিখুঁত একটি ক্রস ভাসিয়ে দেন রাইট-ব্যাক স্ট্যানিসিক। ব্যাক-পোস্টে ওঁত পেতে থাকা অভিজ্ঞ উইঙ্গার ইভান পেরিসিক এক দুর্দান্ত ভলিতে বল জালে জড়িয়ে দেন। এক গোলে পিছিয়ে পড়ে তখন রীতিমতো দিশেহারা পর্তুগাল। ঠিক তখনই এক সাহসী ফাটকা খেলেন রবার্তো মার্টিনেজ। ৬৩ মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেস, ভিটিনহা, পেড্রো নেতো এবং ক্যানসেলোকে তুলে নিয়ে বার্নার্ডো সিলভা, ফ্রান্সিসকো কনসেইসাও এবং স্ট্রাইকার গনসালো রামোসকে মাঠে নামান পর্তুগালের স্প্যানিশ কোচ। এই পরিবর্তনের পরেই আক্রমণের ঝাঁজ বহুগুণ বেড়ে যায় সেলেকাওদের। ৬৬ মিনিটে একটি কর্নার কিক থেকে বক্সের ভেতর রেনাতো ভেইগাকে ফাউল করে বসেন ক্রোয়েশিয়ার নিকোলা ভ্লাসিচ। রেফারি ভিএআর-এর সাহায্য নিয়ে পেনাল্টির বাঁশি বাজান। স্পট কিক থেকে কিপার লিভাকোভিচকে ভুল দিকে ছিটকে দিয়ে ঠান্ডা মাথায় জালের মাঝখান দিয়ে বল জড়ান রোনালদো (১-১)। এই গোলের সঙ্গেই বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে গোল করা সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলারের অনন্য ইতিহাসটি নিজের নামে লিখিয়ে নেন সিআর সেভেন। ম্যাচের শেষ দশ মিনিট যেন নিখাদ থ্রিলার। ৮০ মিনিটে লুকা সুসিক একটি বল জালে জড়ালেও লাইন্সম্যান অফসাইডের পতাকা তোলেন, যা ভিএআর-এও নিশ্চিত হয়। এর ঠিক দু'মিনিট পর

Naya Jamana.....12 June....2026...new_Layout 1 04-07-2026 08:07 Page 14

নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে

জাতীয় শহীদের মর্যাদা

দিতে এত অনীহা কেন?

মোহাম্মদ সাদউদ্দিন

যে কারণে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা তা হল পলাশীর যুদ্ধ। ভারতের সবচেয়ে বড় সুবা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে পলাশীর এক প্রহসনের যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম প্রতিনিধি রবার্ট ক্লাইভের কাছে মাত্র ৩০০০ সৈন্য নিয়ে পরাজয় বরণ করতে হয়। এর মূলে ছিল এক গভীর বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র । যে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নবাবের নিজের মাসি(খালা)ঘসেটি বেগম, পরমাত্মীয় সিপাহশালার মীর জাফর আলী খাঁ, নবাব সিরাজের আরেক মাসতুতো বা খালাইতো ভাই পূর্নিয়ার শাসক সৌকত জঙ্গ, দেশি-বিদেশি বণিক সমাজ, রায়দূর্লোভ, ইয়ারলতিফ, ধনকুবের জগৎশেঠ(মাহাতাব চাঁদ), উমিচাঁদ, কলকাতার জমিদার সামন্ত প্রভুরা।

যে কারণে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা তা হল পলাশীর যুদ্ধ। ভারতের সবচেয়ে বড় সুবা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে পলাশীর এক প্রহসনের যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম প্রতিনিধি রবার্ট ক্লাইভের কাছে মাত্র ৩০০০ সৈন্য নিয়ে পরাজয় বরণ করতে হয়। এর মূলে ছিল এক গভীর বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র । যে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নবাবের নিজের মাসি(খালা)ঘসেটি বেগম, পরমাত্মীয় সিপাহশালার মীর জাফর আলী খাঁ, নবাব সিরাজের আরেক মাসতুতো বা খালাইতো ভাই পূর্নিয়ার শাসক সৌকত জঙ্গ, দেশি-বিদেশি বণিক সমাজ, রায়দূর্লোভ, ইয়ারলতিফ, ধনকুবের জগৎশেঠ(মাহাতাব চাঁদ), উমিচাঁদ, কলকাতার জমিদার সামন্ত প্রভুরা। সিরাজের এই পরাজয় ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশের সূচনা। নবাব সিরাজ জয়ের মুখে এসেও বিশ্বাসঘাতকতার যুপকাষ্ঠে পড়ে এক ছেলেখেলার যুদ্ধে পরাজিত হলেন। উপায় না পেয়ে ফিরে যান রাজধানী মুর্শিদাবাদ। ২৪ জুন একেবারেই ভোর রাতেই নৌকায় করে স্ত্রী লুৎফা ও শিশুকন্যা জোহরাকে নিয়ে রওনা দেন পাটনার দিকে। ভেবেছিলেন পাটনায় গিয়ে সৈন্যসামন্ত যোগাড় আবার তিনি মুর্শিদাবাদে পলাশীর হৃত সম্মান ফিরে পাবেন বিজয়ীর বেশে। নবাবের দূতরা পৌঁছানোর আগেই মীর জাফরের পুত্র মীরন ও জামাতা রাজমহলে পৌঁছে যান। ভগবানগোলা থেকেই তারা পর্যবেক্ষণ করছিল। বিহারের রাজমহলে নবাবের দূত পৌঁছানোর আগে মীরন ও মীরকাশিম পৌঁছে যান। পায়ের নাগরা জুতোই সিরাজের কাল হল। তারপরে ধরে এনে মুর্শিদাবাদ শহরের জাফরগঞ্জ প্রাসাদে অর্থাৎ মীরজাফরের বাড়িতে মীরনের নির্দেশে সিরাজকে নৃশংসভাবে খুন করে। তারপর বঙ্গের মসনদ কার্যত ব্রিটিশ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে। কিন্তু নবাব সিরাজের এই বলিদান দিবস ২রা জুলাইকে কেন আজো জাতীয় শহীদ দিবস ঘোষিত হল না। যেখানে রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় মৈত্র, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে বীরের মর্যাদা দিয়ে গেছেন , সেখান সিরাজকে কেন জাতীয় বীর বা নায়ক হিসাবে ঘোষণা করলো না ভারত সরকার? কেন সিরাজের বলিদান দিবসকে জাতীয় শহীদ দিবস করা হল না? যে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ নিয়ে নবাব সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের দ্বন্দের সূত্রপাত সেই ফোর্টউইলিয়াম দূর্গের নাম কেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা দূর্গ করা হল না? এই প্রশ্ন আমজনতার। এই প্রশ্ন ভারত- বাংলাদেশ -পিপলস ফোরাম এবং ভাষা ও চেতনা সমিতির।

এখন প্রশ্ন, কেন দাদু(নানা) নবাব আলীবর্দী খাঁ সিরাজকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকার মনোনীত করলেন? ১৭৩২ বা মতান্তরে ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে সিরাজের জন্ম। আমিনা খাতুন ও জৈনুদ্দিন আহমদের ঘর আলো করে যেদিন জন্ম হয় সিরাজের সেদিন থেকেই আলীবর্দী খাঁ-র ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। আলীবর্দী খাঁ-র পৈতৃক নিবাস বাগদাদের কাছাকাছি হলেও তার মামার বাড়ি পারস্যের(ইরান) সিরাজে। সিরাজ এখন ইরানের একটি প্রদেশ ও পৃথিবীর অন্যতম পর্যটন নগরী। এখানেই আলীবর্দী খাঁ লালিত পালিত। তাই নাতির নাম রেখেছিলেন সিরাজউদ্দৌলা। সিরাজ মানে শিখা বা প্রদীপ। দৌলা মানে দৌলত। অর্থ্যাৎ দৌলতের শিখা বা প্রদীপ। সিরাজের পুরো নাম 'মনসুর-উল-মুলুক শাহ কুলি খাঁ মির্জা মহম্মদ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা'। আলীবর্দী খাঁ সবচেয়ে বেশি বর্গির আক্রমণের শিকার হন। আর ১২-১৩ বছর বয়স থেকে সৌমকান্তি দীর্ঘকায় সিরাজ যুদ্ধে নানাভাবে আলীবর্দীকে সাহায্য করেন। খুব অল্প বয়সে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হন। বর্গী দস্যু বিখ্যাত ভাস্কর পণ্ডিতকে সন্ধির নামে ডেকে আলীবর্দী খাঁ বহরমপুরের কাছে মানকড়াতে ডেকে ভাস্কর পণ্ডিত সহ ২২জনকে খুন করেন। তারপর বাংলায় আর সেভাবে বর্গীরা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু আলীবর্দী খাঁ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ইংরেজদের বাংলায় প্রভাবকে আঁচ করেন। সেকথা তিনি নাতি সিরাজকেও স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বাংলায় এরা নীল ব্যবসার নামে যেন প্রভাব বিস্তার না করতে না পারে। ১৭৫৬ সালের এপ্রিলে নবাব পদে আসীন হয়ে সিরাজ পূর্ণিয়ার শাসক সৌকত জঙ্গের বিরুদ্ধে মোহনলালকে পাঠান স- সৈন্যে । যুদ্ধে সৌকতজঙ্গ হেরে যান ও নিহত হন। মাসি ঘসেটি বেগমকে মতিঝিল প্রাসাদে নজরবন্দী করেন। একবছরের ইংরেজদের কাছ থেকে ফোর্টউইলিয়াম দূর্গ দখল করে নেন। কলকাতার অনুমতি ব্যতীত ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গ নির্মাণ; দ্বিতীয়ত, ইংরেজরা মোগল শাসকদের প্রদত্ত বাণিজ্যিক সুবিধার অপব্যবহার করতে থাকে। ফলে সরকার বিপুল অংকের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়; এবং তৃতীয়ত, ইংরেজরা সরকারি তহবিল তছরূপকারী কৃষ্ণদাসকে (রাজবল্লভের পুত্র) আশ্রয় প্রদান করে। ইংরেজরা যদি প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং মুর্শিদকুলী খান প্রদত্ত বিধি ও শর্তানুসারে বাণিজ্য করতে সম্মত হয়, তাহলে নবাব তাদের ক্ষমা করবেন বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু কোম্পানি এ ক্ষেত্রে নবাবের প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করেনি। উপরন্তু কলকাতা কাউন্সিলের গভর্নর ড্রেক ফোর্ট উইলিয়মে প্রেরিত নবাবের বিশেষ দূত নারায়ণসিংহকে অপমান করেন।এসব ঘটনায় ক্ষুব্ধ নওয়াব ইংরেজদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ করেন এবং পরবর্তীকালে কলকাতা অধিকার করে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময় কয়েকজন ইংরেজ বন্দিকে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আটক রাখা হয়েছিল এবং এদের মধ্যে কয়েকজন মারা গিয়েছিল বলে জন জেফেনিয়াহ হলওয়েল (১৭১১-১৭৯৮) নামক ইংরেজ সিভিল সার্জন তাঁর Genuine Narrative of the Deaths... in the Black Hole গ্রন্থে ১৭৫৮ সালে প্রকাশ করেন। এ ঘটনা ইতিহাসে তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যা নামে পরিচিত। নবাবের কলকাতা আক্রমণ এবং মাদ্রাজ থেকে সৈন্যবাহিনী আসার ধারাবাহিকতায় নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের আলীনগর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সন্ধি অনুসারে নবাব ইংরেজ পক্ষকে কলকাতার ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদানে সম্মত হন। এরপর ইংরেজদের ঔদ্ধত্য আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কলকাতার পতনের পর বাংলায় ইংরেজদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল প্রকৃতপক্ষে দুটি উপায়ে - হয় নবাবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে অথবা তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ইংরেজরা দ্বিতীয় পন্থাটিই গ্রহণ করে। শান্তিচুক্তির আড়ালে তারা যুদ্ধ প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকে। পলাশী অন্যতম ষড়যন্ত্র। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের প্রথম শহীদ। কেন সিরাজকে জাতীয় শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে না?শচীন সেনের বা সেকেন্দার আবু জাফরের সিরাজদ্দৌলা নাটক বাংলার মানুষকে আজো কাঁদায়। কেন না তাদের চোখে জাতীয় অথচ এক ট্রাজিক নায়ক।

লেখক একজন কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক ও কবি

সৌ ঃ দৈনিক আজাদি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।